আঙ্কল্ টমস্ কেবিন

বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত

(মিসেস হ্যারিয়েট বীচার স্টো কর্তৃক রচিত)

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

কর্তৃক অনূদিত

দ্বিজেন ধর

কর্তৃক সম্পাদিত

ইউ. এন্. ধর য্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এল-এল. বি.
ইউ. এন. ধর য়্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর
শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা
শ্রীহরফ
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পরিচায়িকা

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা আধুনিক যুগে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত। খুব বেশী দিনের কথা নয়, শতাব্দী প্রায় পার হইয়াছে, সে দেশে বর্বর দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল, কৃষ্ণকায় দাসগণের প্রতি তাহাদের শ্বেতকায় প্রভুগণ যে অমানুষিক অত্যাচার করিত, দাসগণকে যে দুর্বহ জীবনভার বহন করিতে হইত, তাহা অনেক স্থলে বর্ণনার অতীত। মিসেস হ্যারিয়েট বীচার স্টো এই প্রথার বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে লেখনী ধারণ করিয়া **"আঙকল টম্‌স কেবিন"** নামক উপন্যাসখানি রচনা করেন। উপন্যাসখানি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মনে এমনই গভীর রেখাপাত করে যে, তাহারা এই প্রথাকে তাহাদের দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব ছাড়াও উপন্যাসখানির শিল্পগত আবেদন কিছু কম নহে। সেই সূত্রে উপন্যাসখানির নাম 'আঙকল টম্‌স কেবিন' কেন দেওয়া হইল, তাহাই প্রথমে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

টমের কুটীরটি গাছের মোটা গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারী। তাহার সম্মুখে শাক-শব্জী ও ফলফুলের একখানি ছোট বাগান। এই বাড়ীতেই সে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের লইয়া বাস করিত। কিন্তু তাহার মত সৎ, বিনয়ী, ধার্মিক বিবেকবান্ ক্রীতদাসের পক্ষেও সেই সামান্য কুটীরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া অতি সাধারণ জীবনযাপনও সম্ভব হইল না। তাহার প্রভু তাহাকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। বুকভরা ব্যথা আর চোখের জল লইয়া সে চিরকালের মত তাঁহার কুটীর ও পরিজনদের পরিত্যাগ

করিল। তাহার পর চলিল একের পর এক হাতবদল। মাঝে তাহার জীবনে ইভার মত স্বর্গের এক দৈবী শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সেই ইভা টমের চরিত্রশক্তি ও ভগবদ্‌ভক্তিকে পূর্ণ ও গভীর করিয়া তুলিয়াছিল। তাই লেগ্রির শতসহস্র লাঞ্ছনা, অমানুষিক নির্যাতন সে নীরবে সহ্য করিয়াছিল, মুহূর্তের জন্যও তাহার ঈশ্বরবিশ্বাস শিথিল হয় নাই। ভগবান যীশুর জীবনের লাঞ্ছনা তাহার জীবনে বোধ করি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ শেলবির পুত্র জর্জ যখন তাহাকে মুক্তিমূল্যে ছাড়াইয়া লইতে আসিল, তখন সে পৃথিবীর তুচ্ছ হিসাবনিকাশের অনেক উর্ধ্বে—এক জ্যোতির্ময় লোকে প্রস্থানরত। যে টম অন্তরে অন্তরে ক্রীতদাস-জীবনের পরিসমাপ্তি চাহিয়াছিল, তাহার শান্ত কুটীরে একান্ত প্রিয়জনদের নিকট ফিরিতে চাহিয়াছিল—সেখানে তাহার আর ফেরা হইল না। লেগ্রির জমির বাহিরে এক ছোট বালির-পাহাড়ের সন্নিকটে বড় বড় গাছের ছায়ায় তাহাকে সমাহিত করা হইল। সামান্য একটি বাসনার পরিপূরণ তাহার জীবনে ঘটিল না। 'টম কাকার কুটীর' সেই ব্যর্থ জীবন, অপরিপূর্ণতার দ্যোতক। ঔপন্যাসিক নামকরণের মধ্য দিয়া তাই এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

ইহা ছাড়া, এই উপন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-সংস্থাপন এবং মানসিক দ্বন্দ্ববিশ্লেষণ ইহাকে সার্থক শিল্পকর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে।

সম্পাদক

=এক=

বহুদিন আগেকার কথা—

সুদূর উত্তর-আমেরিকার কেনটাকি প্রদেশের এক শহর। তখন ফেব্রুয়ারি মাস। দুর্দান্ত শীত। বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে। এক সুসজ্জিত কক্ষে দুইজন ভদ্রলোক মুখোমুখি বসিয়া কোন বিশেষ দরকারি বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"বুঝলে, হ্যালে, টম সত্যিই অসাধারণ লোক। টাকা পয়সা দিয়ে ওর দাম ঠিক করা যায় না। যেমন কাজের লোক, তেমনি বিশ্বাসী। আমার সমস্ত কাজ-কারবার ওর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।"

হ্যালে বলিল—"আপনি বলতে চান, নিগ্রোরা যে রকম সৎ হয়, লোকটা সেই রকম।"

—"না। সত্যিই টম ধার্মিক, ধীর, বিচক্ষণ ও সৎ। চার বছর আগে ও খ্রীস্টান হয় এবং তখন থেকে ও মনে-প্রাণে খ্রীস্টান। ওর হাতে আমি টাকা-পয়সা, বাড়ী-ঘর, আমার ঘোড়াগুলো বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছি। কর্মসূত্রে দেশের যেখানে যাওয়া দরকার, সেখানে ও ইচ্ছেমত যায়-আসে। আমি ওকে সব সময় দেখি খাঁটি, আর সকল বিষয়ে চৌকস।"

হ্যালে হাত-দুইখানি প্রসারিত করিয়া বলিল—"অনেকে অবশ্য বিশ্বাসই করে না যে নিগ্রো ধার্মিক হয় কিন্তু আমি করি। এ বছর

আমি একদল নিগ্রোকে অরলিয়ন্‌সের হাটে বেচবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একজন ছিল ধার্মিক। লোকটা ঠিক পাদ্রীর মত উপাসনা করতো, শুনতে বেশ লাগতো। তার স্বভাব ছিল বেশ শান্ত, নম্র। লোকটাকে আমি দাঁওয়ে কিনি, আর চড়া দামে বিক্রী করি। নিগ্রো যদি ধার্মিক হয়, তাহলে সে মূল্যবান্ পণ্য হয়ে উঠে। এতে অবশ্য কোন ভুল নেই।"

মিঃ শেলবি বলিলেন—"টমকে আমি সেবার আমার প্রতিনিধি করে সিন্‌সিনাটি পাঠিয়েছিলাম। যাবার সময় বলেছিলাম—'টম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি, তুমি আমাকে প্রতারণা করবে না।' টম আমার সে বিশ্বাস অটুট রেখেছিল। ও ফিরে এসে আমাকে পাঁচ শ' ডলার দেয়। শুনেছি, লোকে ওকে পরামর্শ দিয়েছিল —'টম, কানাডায় সরে পড়।' ও তার উত্তরে তাদের বলে—'কর্তা আমাকে বিশ্বাস করে পাঠিয়েছেন, আমি পালাতে পারবো না।' এ কথা আমি অন্য লোকের মুখে শুনেছি। সত্যিই টমকে ছাড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে। সেইজন্যে আমার টমকে নিলে আমার সমস্ত দেনাটাই মকুব করতে হবে। স্থিরভাবে তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখ…তোমার বিবেক যদি থাকে, তুমি অবশ্যই তাই করবে।"

—"ব্যবসাদারের যেটুকু বিবেক থাকা সম্ভব, আমার অবশ্য সেটুকু আছে।" [তাহার স্বরে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল।] "বন্ধুবান্ধবকে বাধিত করবার জন্যে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু কি জানেন, এ বছর তা করা আমার পক্ষে কঠিন…বড়ই কঠিন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মিঃ শেলবি বলিলেন—"তাহলে তুমি এখন কি করবে, হ্যালে?"

—"আপনার এখানে কোন নিগ্রো ছেলে কি মেয়ে নেই, যাকে টমের সঙ্গে বিক্রী করতে পারেন ?"

—"না, কেউ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কেবল বাধ্য হয়েই আমি টমকে বিক্রী করছি, না হলে কোন পুরোনো বিশ্বাসী চাকরকে ছাড়তে আমার মন চায় না।"

এই সময়ে ঘরের কবাট খুলিয়া গেল এবং একটি চার-পাঁচ বৎসরের মুলাট্টো বালক ঘরে প্রবেশ করিল। বালকটির মাথায় রেশমের মত কোমল উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশ ; তাহা উহার নধর ও সুন্দর মুখখানির দুইধারে গুচ্ছাকারে নামিয়া পড়িয়াছে।

মিঃ শেলবি শিষ দিয়া এক মুঠা কিসমিস তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন—"কুড়িয়ে নাও, জিম্ ক্রোম !"

বালকটি তৎক্ষণাৎ সেগুলি কুড়াইতে লাগিল। মিঃ শেলবি হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"জিম ! তুমি কেমন নাচিতে-গাইতে পার, এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দাও।"

বালকটি তৎক্ষণাৎ নাচিতে ও গাহিতে আরম্ভ করিল। তাহার গ্রাম্য গানের সুরের সহিত তাল রাখিয়া দেহখানির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে নানা ভঙ্গীতে দোলাইতে ও ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল।

—"বাহবা !" বলিয়া হ্যালে বালকটির দিকে কমলালেবুর কয়েকটি কোষ ছুড়িয়া দিল।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"আচ্ছা জিম, কুব্জ কাকার বাত হলে সে কি করে হাঁটে ?"

বালকটি তৎক্ষণাৎ তাহার শরীরটিকে বাঁকাইয়া প্রভুর যষ্টিখানির উপর ভর দিয়া কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মত অতিকষ্টে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

মিঃ শেলবি ও হ্যালে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"আচ্ছা জিম, বুড়ো রবিন কি করে উপাসনা করে?"

বালকটি তৎক্ষণাৎ তাহা নকল করিয়া দেখাইল।

—"চমৎকার! ভারী তুখোড় ছোকরা! ওকেও টমের সঙ্গে দিন! তাহলে আপনাকে ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেব।"

এই সময় এক মুলাট্টো তরুণী ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে তাকাইলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, সে বালকটির মাতা। তাহার মুখশ্রী ও দেহের গঠন অতি সুন্দর। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হ্যালে তাহাকে একবার দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, নারী-পণ্য-হিসাবে দাসবিক্রয়ের হাটে তাহার মূল্য কত। তরুণী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে তাকাইতেই তাহার প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও, এলিজা?"

—"আমি হ্যারিকে খুঁজছিলাম, স্যর।"

বালকটিও সেই মুহূর্তে তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কিসমিস-গুলি ও কমলার কোষ কয়টি দেখাইল।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"ছেলেটাকে নিয়ে যাও।"

এলিজা তৎক্ষণাৎ হ্যারিকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাস-ব্যবসায়ী হ্যালে প্রশংসমান দৃষ্টিতে মিঃ শেলবির দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনার ঘরে দেখছি বেশ দামী দামী জিনিস রয়েছে। মেয়েটাকে যে কোন দিন অর্‌লিয়ন্‌সের হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করলে, এত অর্থ পাবেন যে, তাতে আপনার অবস্থা একেবারে

ফিরে যাবে। আমি অনেক সুন্দরী মেয়েকে বিক্রী করেছি, কিন্তু ওর মত সুন্দরী ক্রীতদাসী আজও দেখিনি।”

মিঃ শেলবি শুষ্কস্বরে বলিলেন—“আমি ওকে বেচে টাকা করতে চাই না।”

হ্যালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মিঃ শেলবির কাঁধে একটি থাবা মারিয়া বলিল—“মেয়েটাকে কত হ'লে বেচতে চান ? কত টাকা চান ?”

—“মিঃ হ্যালে, আমি ওকে আদৌ বেচতে চাই না। ওর সমান ওজনে সোনার বদলেও আমার স্ত্রী ওকে ছাড়বেন না।”

—“তাহলে ঐ ছেলেটাকে আমায় দিন।”

—“ছেলেটাকে দিয়ে আপনার কি হবে ?”

—“আমার এক বন্ধু আছেন; তাঁর ঝোঁক্ হলো সুন্দর সুন্দর ছেলে কেনা। ছেলেগুলোকে ভাল খাইয়ে-পরিয়ে বড়-সড় করে তিনি বেচেন। তাতে বেশ দু'পয়সা পাওয়া যায়। ছেলেগুলো দিব্যি ওয়েটারের কাজ করে। আপনার এই ছেলেটা সুন্দর; বেশ চড়া দামে বিকোবে।”

—“ওকে বেচবার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। মনে করবেন না যে হৃদয় বলে আমার কিছু নেই···মায়ের কোল থেকে ছেলেকে এইভাবে যে ছিনিয়ে নেয়, আমি তাকে ঘৃণা করি···”

—“আমিও ঘৃণা করি বটে, মেয়েদের কান্নাকাটি আমারও ভাল লাগে না; তবে কি জানেন, মশায়, ব্যবসা! আচ্ছা, মেয়েটাকে দিন-কয়েকের জন্যে কোথায় সরিয়ে দিতে পারেন ? সেই ফাঁকে ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলা যাবে। তারপর মেয়েটা ফিরে এলে ওকে একটা নতুন

গাউন, কি একজোড়া ইয়ার-রিং বা ঐ ধরণের কিছু উপহার দিলেই ভুলে যাবে।"

—"তা হয় না।"

—"হয়...হয়। এই কালো ভূতগুলোর মন আমাদের শ্বেতাঙ্গদের মত নয়। ওদের দয়ামায়া কম। তবে ব্যাপারটা বেশ কায়দা করে করা দরকার। সেইজন্যে অনেকের কাজের রীতির সঙ্গে আমার কাজের রীতি মেলে না। তারা যে ভাবে কাজ করে, তার ফলে অনেক সময় আসল জিনিসই নষ্ট হয়ে যায়। আমি একটা মেয়েকে জানতাম। মেয়েটা ছিল খুব সুন্দরী। একজন তাকে কিনেছিল, কিন্তু সে তার ছেলেটাকে কেনেনি। একদিন ছেলেটাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দিল। তারপর যা ঘটলো, তা ভাবলে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মেয়েটা দুঃখে পাগল হয়ে গেল। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই সে মরে গেল। ফলে, লোকটার হাজার ডলার লোকসান হয়ে গেল। একটু কৌশলের অভাবেই না এত বড় ক্ষতি হলো। একেবারে কাটখোট্টার মত এসব কাজ করলে চলবে কেন?"

এই বলিয়া হ্যালে চেয়ারের হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, সে যেন দ্বিতীয় উইলবার্‌ফোর্‌স। তারপর সে আবার বলিল—"অবশ্য আত্ম-প্রশংসা করা ভাল নয়, কেবল সত্যের খাতিরেই বলছি। আমার একজন অংশীদার ছিল। তার নাম টমলকার। সে নিগ্রো মেয়েদের মার-ধর পর্যন্ত করতো। আমি তাকে অনেকদিন নিষেধ করেছিলাম। ওতে যে তারই ক্ষতি... মেয়েগুলোর চেহারা খারাপ হয়ে যায়। বেচতে গেলে উপযুক্ত

দাম পাওয়া যায় না। সেইজন্যে আমি নিগ্রোদের ওপর ভাল ব্যবহারই করি।"

—"সুখের কথা…"

—"তাহলে আমার প্রস্তাবটার বিষয় কি বলেন?"

—"ভেবে দেখবো। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও এ বিষয় পরামর্শ করবো।"

—"ভাল কথা, কিন্তু এদিকে আমার সময় অল্প…"

—"আচ্ছা, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে এসো…তখন আমার উত্তর পাবে।"

হ্যালে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। মিঃ শেলবি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"লোকটা আমাকে বাগে পেয়েছে…দেনার জন্যে কি ভয়ঙ্কর দুরবস্থাই না মানুষের ঘটে।…না হলে টমকে আমি বেচতে চাই? তার সঙ্গে এলিজার ছেলেটাকেও? হ্যালের মত লোককে দূর করে দেওয়াই উচিত।…কিন্তু উপায় নেই।…ওর কাছে যে আমার সব বাঁধা।"

মিঃ শেলবি লোকটি ভদ্র। দাসদাসীদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার বেশ সদয়। কিন্তু কিছুকাল হইতে তিনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ঋণের পরিমাণও সামান্য নয়। আর, ঋণ করিবার সময় তিনি যেসব খৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই পড়িয়াছে হ্যালের হাতে। তাই মিঃ শেলবির নিকট সে ঋণ আদায় করিতে আসিয়াছিল।

হ্যালে লোকটি দাস-ব্যবসায়ী। তাহার আকৃতি, পোষাক ও কথাবার্তায় ভদ্রতার চিহ্ন মাত্র নাই। সে প্রস্তাব করে যে দেনার

বিনিময়ে টমকে তো সে চায়ই, তাহার সহিত আরও একটিকে যাহাতে লইতে পারে, তাহারও চেষ্টায় ছিল।

এদিকে ঘটনাচক্রে এলিজা কক্ষের রুদ্ধকপাটের নিকটে পৌঁছিয়া ভিতরের কথোপকথনের যেটুকু শুনিতে পাইল, সেইটুকু হইতেই বুঝিল, একজন দাস-ব্যবসায়ী তাহার প্রভুকে কোন ব্যক্তির জন্য একটা মূল্য দিতে চাহিতেছে। তাহার প্রভুপত্নী তাহাকে তখন না ডাকিলে, সে কপাটে কান পাতিয়া ভিতরের সমস্ত কথাবার্তাই শুনিত। তবুও তাহার মনে হইল, দাস-ব্যবসায়ী তাহারই হ্যারিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে হ্যারিকে এত জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল যে, মায়ের মুখের দিকে বালক অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু কাজ করিতে এলিজার আজ সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। প্রভুপত্নী তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এলিজা! তোর কি হয়েছে রে? এটা ওলটাচ্ছিস···ওটা ফেলছিস···রেশমের পোষাক চাইলুম···দিচ্ছিস রাতের পোষাক! আজ হলো কি তোর?"

—"ও মিসেস! একজন দাসব্যবসায়ী কর্তাবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় কথা বলছিল। আমি তার কথা শুনেছি····"

—"তাতে কি?"

—"আমার ভয় হচ্ছে, কর্তা আমার হ্যারিকে বুঝি তার কাছে বেচবেন?" বলিয়াই এলিজা কাঁদিতে লাগিল।

—"ওকে বেচবে! বোকা মেয়ে! তুই তো জানিস, তোর মনিব দক্ষিণ-দেশী দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার করেন না। আর, তার কোন দাসদাসী মন্দ ব্যবহার না করলে তিনি কাউকে বেচেনও

না। তবে আর তোর ভয় কি? এখন আমার চুল বেঁধে দে। আর কখনো দরজায় কান পেতে থাকিস না।"

—"আপনি কিন্তু মত দেবেন না।"

—"কি বাজে বকছিস? আমি কখনো মত দেব না। তাহলে তো আমার নিজের সন্তান জর্জকেও বেচতে পারি!"

এলিজা তাহার প্রভুপত্নীর কথায় আশ্বস্ত হইল এবং হৃষ্টমনে প্রসাধন শেষ করিতে লাগিল। মিসেস শেলবিও প্রসাধন শেষ হইলে প্রতিদিনকার মত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। এলিজার কথাগুলি তখন তাঁহার আর মনে রহিল না।

মিসেস শেলবি এলিজাকে শিশুকাল হইতে নিজের লোকের মত করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাই উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটি বড় হইয়া উঠে নাই। এলিজা ক্রীতদাসী হইলেও তাহার সৌন্দর্য ছিল অসামান্য এবং তাহার চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহারও ছিল, ভদ্রমহিলার মতই সুন্দর ও অমায়িক।

মিসেস শেলবি তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, জর্জ হ্যারিস নামে তাঁহার একজন ক্রীতদাস যুবকের সহিত। জর্জকে দেখিলেও দাস বলিয়া চেনা যাইত না। তাহার পিতা ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। জর্জ ছিল যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি ভদ্র ও প্রিয়দর্শন। একটা চট তৈয়ারীর কারখানায় সে কাজ করিত। তাহার প্রভু তাহাকে ঐ কারখানায় ভাড়া খাটাইতেন। তাহার ব্যবহারে ও কর্মপটুতায় কারখানার মালিক এবং শ্রমিকরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সে অনেক কৌশলে শন পরিষ্কার করিবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহার মত স্বল্পশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের

কথা নয়। যন্ত্রটিও কারাখানার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। এজন্য কারখানার মালিক তাহাকে আরও ভালবাসিতেন।

কিন্তু তাহার প্রভু লোকটি ছিলেন, সংকীর্ণমনা, অত্যাচারী ও বর্বর। একদিন জর্জের যন্ত্র-উদ্ভাবনের সংবাদ তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছিল। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেখান হইতে কারখানাটি ছিল অনেক দূরে। কিন্তু তিনি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কারখানার অভিমুখে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস যে, তাহার এত বুদ্ধি হইল কি করিয়া ?

কারখানায় পোঁছিলে কারখানার মালিক জর্জের মত একজন বুদ্ধিমান্ ও কর্মপটু দাস লাভ করায় তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। জর্জও আনন্দে, উৎসাহে, গর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুর সম্মুখে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। জর্জের প্রভু তাহাতে খুব খুশী হইলেন না। তাহার পুরুষোচিত সুন্দরমূর্তি যত দেখেন, ততই তাহার প্রভু নিজেকে তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন। এই নিকৃষ্ট ক্রীতদাসটার যন্ত্র-উদ্ভাবনের কি আবশ্যক ছিল ? সে কি ভদ্রলোকদের সঙ্গে এক-আসনে বসিতে চায় ? এখনই তিনি তাহার স্পর্ধা চূর্ণ করিবেন। মনে মনে ঠিক করিলেন, এখানকার কাজ ছাড়াইয়া তাহাকে আগাছা নিড়াইবার কাজে নিযুক্ত করিবেন।

তিনি কারখানার মালিকের নিকট জর্জকে বাড়ি লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই কারখানার মালিক আপত্তি করিলেন ; বলিলেন —"কাজটা খুব অপ্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে না ?"

—"তাতেই বা কি ? লোকটা কি আমার নয় ?"

—"আমরা দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী আছি।"

—"না। আমার কোন লোককে আর ভাড়া দেব না।"

—"কিন্তু ও লোকটা আমার এই সব কাজেরই উপযুক্ত।"

—"তা তো দেখছি···আমার কাজ ছাড়া ও দেখছি আর সবারই কাজ করতে পারে!"

—"ওর যন্ত্র-উদ্ভাবনের কথাটা ভেবে দেখুন।"

—"যন্ত্র! কেবল খাটুনি বাঁচাবার জন্যে। তাই নয় কি··· নিগ্রোগুলো সকলেই খাটুনি বাঁচাবার কল। না, ওকে যেতেই হবে।"

জর্জ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু তাহার অন্তরে ঝড় বহিতেছিল। হয়ত সে উত্তেজনাবশে একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। কেবল কারখানার মালিকের জন্যই সে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল। ব্যাপার বুঝিয়া তিনি জর্জের কানে কানে বলিলেন—"এখনকার মত যাও, জর্জ। তোমাকে পরে আবার আনবার চেষ্টা করবো।"

জর্জের প্রভুর চোখ হইতে এই দৃশ্য এড়াইল না। তিনি কথাগুলি শুনিতে না পাইলেও আন্দাজে ব্যাপারটি বুঝিয়া লইলেন এবং তাঁহার মন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি হ্যারিসকে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

সপ্তাহ-দুই পরে কারখানার মালিক তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত একদিন জর্জের প্রভু, মিঃ হ্যারিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জর্জকে আবার কারখানায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না।

মিঃ হ্যারিস বলিলেন—"ঐ লোকটা আমার। ওকে নিয়ে আমি যা খুশী তাই করবো। আমার খুশী···ওকে আর কারখানায় পাঠাব না।"

জর্জ বুঝিল, তাহার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

=দুই=

এদিকে—

মিসেস শেলবি বেড়াইতে বাহির হইলে এলিজা বিষণ্ণ-মনে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় কে যেন তাহার কাঁধে হাত রাখিল। সে ফিরিয়া দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"জর্জ! তুমি! প্রথমে আমি ভয় পেয়েছিলাম। চল…ঘরে চল।" বলিতে বলিতে এলিজা হ্যারিকে দেখাইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল—"দেখ, হ্যারি কত বড় হয়েছে।"

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়া জর্জ বলিয়া উঠিল—"আমি যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতাম! যদি আদৌ আমার জন্ম না হতো!" এলিজা তাহার পাশে বসিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল। জর্জ কোমলস্বরে বলিল—"এলিজা! তোমায় আমায় দেখা না হলেই ভাল হতো।"

—"কেন এ কথা বলছো, জর্জ? কি হয়েছে তোমার?

—"ও এলিজা! আমার জীবনে আর উন্নতি নেই। সব শেষ! বেঁচে থেকে কি লাভ? মরণই ভাল।"

—"আমি বুঝতে পারছি, কারখানা থেকে তোমায় নিয়ে এসেছে বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু ধৈর্য ধর…"

—"ধৈর্য? আমি কি ধৈর্য ধরে থাকিনি? সে যখন আমায় কারখানা থেকে নিয়ে এল, তখন আমি কি একটি কথাও বলেছি? আমি আমার সমস্ত আয়ই তাকে দিয়েছি; একটি কপর্দকও রাখিনি।"

—"সত্যি এ বড় দুঃখের কথা…তবুও তিনি তোমার মনিব।"

—"আমার মনিব! কে তাকে আমার মনিবের আসনে বসিয়েছে? আমার ওপর তার কি অধিকার আছে? সেও মানুষ, আমিও মানুষ। ওর চেয়ে আমি বেশী লেখা-পড়া জানি। আমি নিজের চেষ্টায় শিখেছি…এত দুঃখ-কষ্ট ও সময়াভাবের মধ্যেও আমি লেখা-পড়া শিখেছি। একটা ঘোড়াতে যে কাজ করে, সেই কাজ ও এখন আমাকে দিয়ে করাচ্ছে!"

—"জর্জ! তোমার কথা শুনে আমার বুকে ভেঙে যায়। ভয় হয়, তুমি হয়ত একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে। কিন্তু, হ্যারি ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সংযত হও…"

—"রক্ত-মাংসের শরীর এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারে না। এখন আমার একতিলও বিশ্রাম নেই। ও বলে আমার ভেতর একটা দৈত্য আছে। না হলে আমি এত কাজ করতে পারি! সেই দৈত্যটাকে ও টেনে বার করতে চায়। কিন্তু একদিন সেটা এমন মূর্তিতে বার হবে, যেদিন ওর আফশোসের সীমা থাকবে না।"

—"কি হবে, জর্জ?"

—"এই তো গতকালের ঘটনা শোন। আমি একখানা গাড়িতে পাথর তুলছিলাম! ওর ছেলে মাস্টার টম গাড়ির ঘোড়াটার খুব কাছে দাঁড়িয়ে সন্ সন্ করে চাবুক ঘোরাচ্ছে। আমি তাকে খুব নম্রভাবে বললাম—'ঘোড়াটা ভয় পাবে।' কিন্তু তার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; সে সমানে চাবুক ঘোরাতে লাগলো। আমি আবার তাকে থামতে বললাম, সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে চাবুক মারতে লাগলো। আমি তার হাত দুটো ধরতেই, সে আমাকে লাথি মারতে লাগলো, চেঁচাতে

আরম্ভ করলো। তারপর তার বাবার কাছে গিয়ে বললো—'আমি তার সঙ্গে মারামারি করছিলাম।' তার বাবা তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বললো—'তোকে এবার দেখাব, কে তোর প্রভু।' তারপর সে আমাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে টমকে একখানা চাবুক দিয়ে বললো—'যতক্ষণ খুশী, ততক্ষণ এটার উপর চাবুক চালিয়ে যাও।' সেও তাই করলো।···এর শোধ আমি একদিন তুলবোই! এই লোকটাকে কে আমার মনিব করেছে?"

এলিজার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে লাগিল।

জর্জ বলিতে লাগিল—"তুমি কার্‌লো নামে যে ছোট কুকুরটা আমাকে দিয়েছিলে, সেটার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। সেদিন রান্নাঘরের দরজায় গোটা কয়েক মাংসের ছাঁট পড়েছিল, আমি সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কার্‌লোকে খাওয়াচ্ছি,এমনসময় আমার প্রভু সেখানে এসে বললেন—কুকুরটাকে আমি তাঁর খরচে খাওয়াচ্ছি। সুতরাং তিনি তাঁর কোন নিগ্রো চাকরকে কুকুর রাখতে দেবেন না। তিনি হুকুম দিলেন, কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে আমি যেন তাকে পুকুরে ফেলে দিই।"

—"তুমি নিশ্চয়ই তা করনি?"

—"আমি করি নি কিন্তু সে করেছিল। সে আর তার ছেলে কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিল। কুকুরটা ওঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা দু'জনে ঢিল মেরে মেরে তাকে ডুবিয়ে দেয়! আর, আমাকে চাবুক খেতে হয়েছিল, কেননা আমি প্রভুর সেই আদেশ পালন করিনি। অবশ্য সে শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, চাবুকে ও আমাকে বশ্ করতে পারবে না। আমার দিন আসবে···"

—"তুমি কি করবে?"

—"কি করবো ? জান এলিজা, আমার প্রভু আবার আমাকে তাঁর দাসী মিনার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।"

—"সে কি করে সম্ভব ? আমাদের তো একবার বিয়ে হয়েছে।"

—"তুমি কি জান না যে, ক্রীতদাস-দাসীর বিয়ে আইনত সিদ্ধ নয় ? যতদিন আমাদের প্রভুর মর্জি হবে, ততদিনই আমরা স্বামী-স্ত্রী-রূপে থাকবার অধিকারী।"

—"আমার প্রভুর মনে কিন্তু দয়া আছে।"

—"হাঁ ; কিন্তু তিনি মারা যেতে কতক্ষণ ? তোমার ছেলেটিকেও তারপর বেচে দেবে, তখন ?"

এলিজার ইচ্ছা হইল, সে হ্যারির সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, জর্জকে তাহা জানায়। কিন্তু জর্জের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় তাহাতে আরও ক্লিষ্ট হইবে, এই চিন্তায় সে কিছু বলিল না।

—"এলিজা ! সহ্য কর। বিদায়। আমি চললাম।"

—"যাচ্ছ জর্জ ? কোথায় যাচ্ছ ?"

—"কানাডা। সেখানে গিয়ে আমি তোমাকে কিনে নেব। আমার ভরসা আছে, তোমার প্রভু তোমাকে আমার কাছে বেচতে অরাজী হবেন না।"

—"যদি তুমি ধরা পড় ?"

—"কিছুতেই ধরা পড়বো না। তার আগে 'মরবো'। হয় 'মরবো'···না হয় এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো।"

—"তুমি আত্মহত্যা করবে না তো ?"

—"তার দরকার নেই। ধরবার সময় ওরাই মেরে ফেলবে।"

—"ও জর্জ ! অন্ততঃ আমাদের জন্যেও সাবধান হবে।"

—"এলিজা ! শান্ত হও। আমি পালাবার সব ঠিক করে রেখেছি। কয়েকজন বন্ধু আমায় সাহায্য করবে। দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই আমিই নিরুদ্দিষ্ট হবো। এখন বিদায়!"

অতঃপর স্বামী-স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

=তিন=

আঙকল টমের বাসগৃহ—

গৃহখানি গাছের মোটা গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারী। তাহার সম্মুখে শাক-সব্জী ও ফল-ফুলের একখানি ছোট বাগান। বাগানখানি বেশ সাজানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টমের যত্নে ও পরিশ্রমে বাগানখানি এমন শ্রীযুক্ত হইয়াছে। বাসগৃহের ভিতরটাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টমের স্ত্রী ক্লো সযত্নে নিপুণহস্তে সব সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিয়াছে। মিঃ শেলবির গৃহে সে প্রধান পাচিকার কাজ করে। রন্ধনেও সে সুদক্ষা। তাহাদের কয়েকটী সন্তান আছে।

তখন সন্ধ্যাকাল। কিছুক্ষণ পূর্বে সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়াছে। টম—মিঃ শেলবির পুত্র জর্জ ও আর সকলে তাহাকে 'আঙকল টম' বলিয়া ডাকে—একখানি শ্লেটে বহু ধৈর্য ও যত্ন-সহকারে ইংরেজী বর্ণমালা লিখা অভ্যাস করিতেছিল। জর্জের বয়স অল্প। তবুও সে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মত মুখে গাম্ভীর্য আনিয়া শিক্ষকের মত তাহার ছাত্র আঙকল টমের হস্তাক্ষর-লিখন-অভ্যাস একমনে দেখিতেছিল। এক-একটি বর্ণ লিখিতে টমের অনেক সময় লাগিতেছিল। অপর দিকে

ক্লো···আন্‌ট ক্লো···কেক তৈয়ারী করিতে করিতে নিজের রন্ধনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছিল। তাহাদের ছেলেমেয়ে-কয়টি ঘরের ভিতর খেলায় মত্ত।

জর্জ টমের হাত হইতে পেন্‌সিলটি লইয়া বলিল—"অমন করে নয়, আঙকল টম। ওটা 'জি' হলো না···'কিউ' হয়ে গেল। এইভাবে 'জি' লেখে।" বলিয়া সে লিখিয়া দেখাইল।

আঙকল টমের গৃহে যখন এই ব্যাপার ঘটিতেছে, তখন তাহার প্রভু মিঃ শেলবির গৃহে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা অন্য প্রকার। মিঃ শেলবি ও সেই দাস-ব্যবসায়ীটি কাছাকাছি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সম্মুখে কাগজ-পত্র ও লিখিবার সরঞ্জামগুলি রহিয়াছে।

ব্যবসায়ীটি বলিল—"এবার এতে সই করতে হবে।"

মিঃ শেলবি তাড়াতাড়ি বিক্রয়-দলিল লিখিয়া তাহাতে সই করিয়া কতকগুলি নোটের সহিত তাহা ব্যবসায়ীটির দিকে ঠেলিয়া দিলেন। হ্যালে একটা অতি পুরাতন পোরটম্যানটো হইতে একখানি খৎ বাহির করিয়া তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মিঃ শেলবির হাতে সেখানি দিল। মিঃ শেলবিও সেখানি তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে লইলেন।

—"কাজটা শেষ হলো।" বলিয়া হ্যালে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ শেলবিও চিন্তিতের মত অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"শেষ হয়ে গেল!" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন—"শেষ হয়ে গেল!"

—"আমার বোধ হচ্ছে, কাজটাতে আপনি খুশী হলেন না।"

—"হ্যালে, আমি আশা করি, আমার কাছে তুমি যে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছ, তুমি তা মনে রাখবে•••যার কাছে টমকে বিক্রী করবে, আগে খোঁজ নেবে সে লোকটা কি রকম।"

—"আপনিও তো এখনি ওকে আমার কাছে বিক্রী করলেন।"

—"অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে...."

—"অবস্থাগতিকে আমিও বিক্রী করতে বাধ্য হতে পারি। যাই হোক্, যার কাছেই টমকে বিক্রী করি না কেন, ভাল লোকের কাছেই বেচবো। তা ছাড়া, আমি নিগ্রোদের ওপর খারাপ ব্যবহার করি না।"

হ্যালের এই আশ্বাস দেওয়া-সত্ত্বেও মিঃ শেলবি অন্তরে শান্তি পাইলেন না এবং তাহার সহিত আর কোন আলোচনাও করিলেন না। সেও নীরবে চলিয়া গেল। মিঃ শেলবি একা বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন।

* *
*

রাত্রিকাল। মিঃ শেলবির শয়নকক্ষ। মিঃ ও মিসেস শেবল্লিতে কথোপকথন হইতেছিল।

মিসেস শেলবি বলিতেছিলেন—"আচ্ছা, আর্থার, ঐ অসভ্য লোকটা কে?"

—"ওর নাম হ্যালে।" বলিয়া মিঃ শেলবি অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে একটু নড়িয়া বসিলেন।

—"হ্যালে! ও কি কাজ করে? এখানে এসেছে কেন?"

—"গতবার ওর সঙ্গে আমি কারবার করেছিলাম।"

—"মাত্র সেই সূত্রে লোকটা এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করছে?"

—"আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওর সঙ্গে আমার কিছু কাজও আছে।"

—"লোকটা কি দাস-ব্যবসায়ী ?" বলিতে বলিতে মিসেস শেলবি স্বামীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন।

—"কিসে বুঝলে ?" বলিয়া মিঃ শেলবি তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

—"এমনি বলছি। এলিজা আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল যে, তুমি একটা দাস-ব্যবসায়ীর সঙ্গে গল্প করছো। সে শুনেছিল, তুমি তার ছেলেটাকে লোকটার কাছে বেচতে চাইছ।"

—"বলছিল নাকি ?" বলিয়া মিঃ শেলবি খুব মনোযোগ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। মিসেস শেলবি যদি লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, মিঃ শেলবি কাগজখানি উল্টা করিয়া ধরিয়া আছেন।

মিসেস শেলবি চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিলেন—"আমি এলিজাকে বলেছি, এ কখনো হতে পারে না। আমাদের চাকরবাকরদের মধ্যে তুমি কাউকে বেচবে না···বিশেষতঃ ঐ লোকটার কাছে।"

—"এমিলি, আমিও এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু আমার ব্যবসার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, কয়েকটা চাকরকে না বেচে আর পারলাম না।"

—"ঐ জানোয়ারটার কাছে ? অসম্ভব। তুমি ঠাট্টা করছো।"

—"না। আমি টমকে বেচতে রাজী হয়েছি…"

—"কি বলছো ? টমকে ? যে ছেলেবেলা থেকে বিশ্বস্তভাবে

আমাদের কাজ করছে, তাকে ? তুমি তো তাকে মুক্তি দেবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। আমিও ওকে একথা বহুবার বলেছি। এখন আমি সবই বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এলিজার একমাত্র সন্তান হ্যারিকেও বেচতে পার।"

—"তুমি যখন সবই জানতে পারবে, তাহলে বলি, আমি টম ও হ্যারিকে বেচতে রাজী হয়েছি। কিন্তু আমি একথাটা বুঝতে পারছি না, আর সকলেই প্রত্যহ যা করছে, কেবল আমি তা করলে, কেন দোষের ভাগী হবো ?"

—"আরও তো অনেকে ছিল। কিন্তু তাদের কাউকে না বেচে ওদের ছু'জনকে বেচলে কেন ?"

—"বেশি দাম পাওয়া যাবে বলে। লোকটা এলিজার জন্যেও অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে রাজী হই নি।"

—"টম নিগ্রো হলেও মহৎ ও বিশ্বাসী। ও তোমার জন্যে জীবনও দিতে পারে।"

—"আমি জানি কিন্তু উপায় কি ?"

—"টমের মত বিশ্বাসী ভৃত্যকে ছাড়তে আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে। আমি ওকে বহু যত্নে গড়ে তুলেছি। আমি আমাদের দাস-দাসীদের কাছে এতকাল যে সকল কথা বলেছি, ওদের যা শিক্ষা দিয়েছি, আজ তার ব্যতিক্রম করবো কি করে ? আজ কি করে বলবো যে মানুষের চেয়ে টাকা বড় ?"

—"সবই বুঝতে পারছি কিন্তু উপায় নেই। আমি ও লোকটার খপ্পরে পড়েছিলাম। এ ছাড়া আর উদ্ধারের পথ ছিল না। ও টাকার জন্যে নিজের মাকেও দাসীরূপে বেচবে···এমিলি, কথাটা আর গোপন

রাখতে চাই না···আমি ওদের দু'জনকে বেচে ফেলেছি। বিক্রয়ের দলিল এখন হ্যালের হাতে। সে ওদের দু'জনকে কাল সকালে নিয়ে যাবে। আমি কাল সকালে উঠেই সরে পড়বো, তুমিও এলিজাকে নিয়ে কোথাও চলে যেও। কাজটা তার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল।"

—"না···না।"

কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেও পারেন নাই যে, নেপথ্যে একজন শ্রোতা তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে কপাটে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথা শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তর গভীর শঙ্কায় ভরিয়া গেল। সেখান হইতে সে নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মুখ-চোখের আকৃতি তখন এমন যে, পরিচিত কেহ দেখিলে এলিজা বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিত না। সে খুব সাবধানে বারান্দা দিয়া মিসেস শেলবির কক্ষের রুদ্ধদ্বারে আসিয়া ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল এবং নীরবে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া তাহার মাতৃহৃদয়ের বেদনা জানাইল। তারপর সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, একধারে শুভ্র-কোমল শয্যার উপর তাহার পুত্র হ্যারি গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাহার দিকে তাকাইয়া সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—"হায় রে! তোকেও বেচে দিলে। কিন্তু তোর মা তোকে রক্ষা করবে।"

এলিজার চোখে এক বিন্দুও অশ্রু নাই। সে অবস্থায় চোখে জল আসে না, আসে হৃদয়ের শোণিত। সে একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিল—"মিসেস! আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবিবেন না। আপনি কর্তাকে রাত্রে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সব শুনিয়াছি। আমার ছেলেটিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। আমাকে দোষী করিবেন না। আপনার দয়া ভুলিবার নয়। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

এবং কাগজখানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপরে মিসেস শেলবির নাম লিখিয়া সে তাহা একপাশে রাখিয়া দিল। তারপর টানা খুলিয়া কতকগুলি পোষাক বাহির করিল এবং পোষাকগুলি দিয়া একটি পুঁটুলি তৈয়ারি করিয়া সেটিকে একখানি বড় রুমালের সাহায্যে কোমরের সহিত বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিল। সেই মুহূর্তেও হ্যারির যে খেলনা-কয়টি অত্যন্ত প্রিয়, সেইগুলিকেও সে লইতে ভুলিল না। হ্যারি সব চেয়ে ভালবাসিত একটি রঙ্গীন কাঠের কাকাতুয়া। সে সহজে ঘুম হইতে উঠিতে চাহে না। এলিজা বহুকষ্টে তাহাকে জাগাইয়া কাকাতুয়াটি তাহার হাতে দিল। হ্যারি কাকাতুয়াটি লইয়া বসিয়া খেলা করিতে লাগিল। সেই অবসরে এলিজা নিজের মাথায় একটি বনেট পরিয়া শালখানি গায়ে জড়াইয়া লইল। তারপর হ্যারির কোট ও টুপি হাতে করিয়া শয্যার কাছে সরিয়া যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছ, মা ?"

এলিজা বলিল—"চুপ! চেঁচিও না, এখনই সকলে শুনতে পাবে। আমার সোনার হ্যারিকে একটা দুষ্ট লোক মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছে। কিন্তু মা তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আমরা দুজনে পালিয়ে যাব : লোকটা আর আমাদের ধরতে পারবে না। কোট আর টুপিটা পরো, লক্ষ্মীটি আমার।" বলিয়া সে হ্যারিকে কোট ও টুপি পরাইল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে লইতে আবার বলিল—"একটুও শব্দ করো না।" তারপর নিঃশব্দে কপাট খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।...

শীতের হিম-রাত্রি। আকাশে নক্ষত্র ঝলমল করিতেছে। তাহাদের ক্ষীণ আলোক ধরণীর বুকে অবিশ্রান্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। এলিজা

হ্যারির গায়ে চাপাটি ভাল করিয়া জড়াইয়া দিল। হ্যারিও এক অজানা আশঙ্কায় তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর শুইয়াছিল। এলিজা তাহার পাশ দিয়া যাইতেই সে হঠাৎ একটা চাপা গর্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এলিজা কোমলকণ্ঠে কুকুরটির নামোচ্চারণ করিতে কুকুরটিও লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল। এলিজার শৈশবের সঙ্গী সে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই নিশীথে এলিজার ভ্রমণে বাহির হইবার কারণ কি?

এলিজা নিঃশব্দে দ্রুতপদে চলিতেছে। সেও তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু চলিতে চলিতে সে এক একবার এলিজার দিকে, তারপর তাহার প্রভুর গৃহখানির দিকে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকায়, আর স্থির হইয়া দাঁড়ায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহারা আঙকল টমের বাসগৃহের জানালার তলে আসিয়া পৌঁছিল। এলিজা সেখানে দাঁড়াইয়া শার্সির গায়ে মৃদু করাঘাত করিল। সে রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে আঙকল টম একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার নৈশ উপাসনা করিয়াছিল। সেইজন্য সে ও তাহার স্ত্রী তখনও ঘুমায় নাই। আন্‌ট ক্লো তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দাখানি সরাইয়াই বলিয়া উঠিল—"ওমা! এ যে মনে হচ্ছে লিজি! শীগ্‌গির ওঠ, টম। ঐ ব্রুনোটাও ওর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।"

সে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া ফেলিতেই টম তাড়াতাড়ি যে মোমবাতিটি জ্বালিয়াছিল, তাহার ম্লান আলোকধারা গিয়া পড়িল তাহাদের মুখের উপর।

—"একি লিজি ? তোর চেহারা দেখলে যে ভয় করে ! কি হয়েছে ?"

—"আঙকল টম ! আন্‌ট ক্লো ! আমি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। কর্তা একে বেচে দিয়েছেন।"

—"বেচে দিয়েছেন !" টম ও ক্লো সমস্বরে বলিয়া উঠিল।

—"হাঁ। আমি দরজায় কান পেতে শুনেছি। আমি শুনেছি, হ্যারি ও আঙকল টম তোমাকে, একজন দাস-ব্যবসায়ীর কাছে কর্তা বেচে দিয়েছেন। কর্তা কাল সকালে উঠেই ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গায় চলে যাবেন। সেই অবসরে ব্যবসায়ীটা তোমাদের ছু'জনকে নিয়ে যাবে।"

টম স্বপ্নাবিষ্টের মত এলিজার কথা শুনিতেছিল। শুনিয়াই সে চেয়ারখানির উপর শক্তিহীনের মত বসিয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকটি নত হইয়া গেল।

আন্‌ট ক্লো বলিল—"ভগবান আমাদের কৃপা করুন। ও এমন কি করেছে যে কর্তা ওকে বেচে দিলেন ?"

—"কিছু করবার জন্যে ওকে তিনি বেচেন নি। তিনি আমাদের কাউকেই বেচতে চান না। কিন্তু তাঁর এত দেনা হয়েছে যে, এদের ছু'জনকে যদি না বেচতেন, তাহাল তাঁকে সমস্ত বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি বেচে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো। শয়তান ব্যবসায়ীটা তাঁকে খুবই জ্বালাতন করছিল। আমি হ্যারিকে নিয়ে পালাচ্ছি। এতে আমার খুব অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু আমি মা···কোন্ প্রাণে আমার সন্তানকে বুক থেকে টেনে ফেলে দেব ?"

আন্‌ট ক্লো বলিল—"টম, তুমি পালাও না ? এখনো সময় আছে···তুমি আর লিজি পালিয়ে যাও। না হলে ব্যবসায়ীটা

দক্ষিণ দেশে নিয়ে গিয়ে তোমায় খেতে না দিয়ে সারাদিন খাটিয়ে মেরে ফেলবে।”

টম ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চারিধারে তাকাইয়া বলিল—“না···না···আমি যাব না। লিজি যাক্। ওর যাবার অধিকার আছে। শুনলে না, লিজি কি বললে ? কর্তা যদি আমাদের ছু’জনকে না বেচতেন, তাহলে তাঁকে বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি সব বেচে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো। সুতরাং তিনি ভালই করেছেন। আমি সহ্য করতে পারবো। তাঁর দোষ নেই, ক্লো। তিনি তোমাকে আর ঐ···” টম আর বলিতে পারিল না। তাহার নিদ্রিত সন্তান-গুলির দিকে তাকাইয়া গভীর দুঃখে দুই-হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুলকণ্ঠে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এলিজা দ্বারপথে দাঁড়াইয়া বলিল—“আজ বিকেলে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনও এ সব ব্যাপার জানতে পারি নি। সেও বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সে বলেছিল, সেও পালিয়ে যাবে। তাকে আমার খবর দেবার চেষ্টা করো। দেখা হলে বলো, আমি কেন পালিয়েছি। আরও বলো যে আমিও কানাডায় যাবার চেষ্টা করছি। তাকে আমার ভালবাসা জানিও। জানিও যে যদি তার সঙ্গে আমার আর দেখা না হয়···” এলিজা মুখ ফিরাইয়া লইল। ক্ষণপরে অশ্রু গদ্‌গদকণ্ঠে আবার বলিল—“তাকে বলো যে, পরলোকে যেন তার দেখা পাই। ব্রুনোকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। ও যেন আমার পিছন পিছন না যায়। বেচারা!”

তারপর আর সে অপেক্ষা করিল না, চোখের জলে বিদায় লইয়া, হ্যারিকে বুকে চাপিয়া রাত্রির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

=চার=

পরদিন প্রাতে মিঃ শেলবি ও মিসেস শেলবির নিদ্রা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেলায় ভাঙ্গিল।

মিসেস শেলবি বারবার ঘণ্টা বাজাইয়া এলিজার সাড়া না পাইয়া বলিলেন—"এলিজার আজ কি হলো বুঝতে পারছি না।"

মিঃ শেলবি বড় আয়নাখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষুর সান দিতেছিলেন। এমন সময় একটি নিগ্রো বালক তাঁহার ক্ষৌরির জন্য গরম জল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস শেলবি তাহাকে বলিলেন—"অ্যানডি, এলিজার ঘরে গিয়ে বল, তাকে আমি তিনবার ডেকেছি। বেচারা!"

অ্যানডি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিসেস শেলবির দিকে তাকাইয়া বলিল—"লিজির ঘরে টানা খোলা, জিনিসপত্র সব ঘরের চারধারে ছড়ান। মনে হয়, সে পালিয়ে গেছে।"

শেলবি-দম্পতি নিমেষে ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ শেলবি বলিয়া উঠিলেন—"তাহলে ওর সন্দেহ হয়েছিল, তাই সরে পড়েছে।"

মিসেস শেলবি বলিলেন—"ভগবানকে ধন্যবাদ! আমারও তাই বিশ্বাস।"

—"তুমি বোকার মত কথা বলছো....কিন্তু সত্যিই যদি সে পালিয়ে থাকে, তাহলে আমার পক্ষে বড় অসুবিধার ব্যাপার হবে। হ্যালে লক্ষ্য করেছিল, আমি হ্যারিকে বেচতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ও মনে করবে, আমি মতলব করে ওকে সরিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা আমার

পক্ষে কতদূর অপমানজনক বল দেখি ?" বলিয়াই মিঃ শেলবি কক্ষ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

ভৃত্যবর্গ ব্যস্ত হইয়া এলিজাকে খুঁজিতে খুঁজিতে চারিধারে ছুটাছুটি ও চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তি, যে এলিজার সন্ধান দিতে পারিত, সে এই ব্যস্ততার মাঝে নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কাহাকেও একটি কথাও বলিল না। তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখ বিষাদের গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে হ্যালে উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিধানে অশ্বারোহীর পোষাক, পায়ে প্রকাণ্ড বুটজুতা, হাতে চাবুক। সে সংবাদটি শুনিবামাত্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে মিঃ শেলবির বৈঠকখানায় অনুমতি না লইয়াই প্রবেশ করিল।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"মিঃ হ্যালে ! এখানে আমার স্ত্রী আছেন।"

—"ক্ষমা করবেন।···কথাটা কি সত্যি ?···মেয়েটা তার ছেলেটাকে নিয়ে সরে পড়েছে ?"

তারপর কিছুক্ষণ বচসার পর মিঃ শেলবি তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন—"কিছু জলযোগ কর। তারপর আমার ঘোড়া, কুকুর আর চাকর-বাকর নিয়ে মেয়েটার খোঁজে গেলেই চলবে। আমি তোমাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।"

হ্যালে সম্মত হইল।

এদিকে মিঃ শেলবির ভৃত্যবর্গ এলিজার সন্ধানে যাইবার জন্য যে কয়টি ঘোড়া ছিল, সবগুলিকে লইয়া উপস্থিত। হ্যালের ঘোড়াটি যেমন সুন্দর, তেমই তেজস্বী।

সেখানে একটি প্রকাণ্ড বীচগাছ ছিল। তাহার তলাটি ত্রিকোণাকার

তীক্ষ্ণ বীচফলে ঢাকিয়া গিয়াছিল। মিঃ শেলবির ভৃত্য স্যাম একটি বীচ-ফল তুলিয়া হাতে লইল। তারপর হ্যালের ঘোড়াটিকে আদর করিয়া তাহার গলায় মৃদু আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার জিনটি ঠিকমত বসাইবার ভান করিয়া বীচফলটি জিনের নীচে ঘোড়াটির পিঠের উপর সকলের অলক্ষ্যে এমন কৌশলে রাখিয়া দিল, যাহাতে একটু চাপেই ঘোড়াটি আঘাত পাইবে অথচ পিঠে কোনরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হইবে না।

এমন সময় মিসেস শেলবি বারান্দায় আসিয়া হাতছানিতে স্যামকে ডাকিলেন। স্যাম তাঁহার নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—"স্যাম! মিঃ হ্যালেকে পথ দেখাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। ঘোড়াগুলোর সম্বন্ধে সাবধান। গত সপ্তাহে জেরিটা একটু খুঁড়িয়ে চলতো। ঘোড়াগুলোকে জোরে চালিও না।"

মিসেস শেলবি শেষের কথাগুলি এমন ধীরে অথচ জোর দিয়া বলিলেন যে, তাহাদের অর্থ বুঝিতে স্যামের বিশেষ কষ্ট হইল না। একটু পরে হ্যালে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। তাহার মেজাজ তখন এক পেয়ালা চমৎকার কোকোর প্রভাবে অনেক নরম। স্যাম ও অ্যানডি দুইখানা তালপাতা টুপির মত করিয়া মাথায় দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঘোড়া দুইটির নিকট ছুটিয়া গেল।

হ্যালে বলিল—"স্ফূর্তি স্ফূর্তি চলো! একটুও সময় নষ্ট করবে না।"

স্যাম হ্যালের হাতে লাগাম তুলিয়া দিয়া রেকাবটি ধরিয়া বলিল—"না হুজুর।"

ওদিকে অ্যানডি তখন অন্য ঘোড়া দুইটিকে খুঁটি হইতে খুলিতেছিল। হ্যালে স্যামের হাত হইতে লাগাম লইয়া ঘোড়াটির পিঠে উঠিয়া জিনের উপর বসিতেই ঘোড়াটা স্প্রীংয়ের মত লাফাইয়া উঠিল এবং

সেই সঙ্গে তাহার প্রভুকে হাত কয়েক দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিল। স্যামও তৎক্ষণাৎ নীচু হইয়া ঘোড়াটির লাগাম ধরিতে হাত বাড়াইল। সেই সময় তাহার মাথার তালপাতার বিচিত্র টুপিতে ঘোড়াটির চোখে ঘর্ষণ লাগিল। তাহাতে ঘোড়াটির মেজাজ হইয়া উঠিল আরও রুক্ষ। সে এক ধাক্কায় স্যামকে মাটিতে উল্টাইয়া ফেলিয়া জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পিছনের পা দুইখানি বার কয়েক শূন্যে ছুড়িল। তারপর মাঠ ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল!

ইতিমধ্যে অ্যানডি সকলের অলক্ষ্যে জেরি ও বিলকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহারাও হ্যালের ঘোড়াটির পিছনে ছুটিতে লাগিল। আর, তাহাদের পিছনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল স্যাম, অ্যানডি ও মিঃ শেলবির মাইক, মোজ, স্যানডি, ফ্যানি প্রভৃতি অন্যান্য পরিচারক ও পরিচারিকাগণ।

মাঠখানি প্রায় আধমাইল দীর্ঘ ও দুই পাশ বন-জঙ্গলের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া তিনটি মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বহুদূরে চলিয়া গেল। পরিশেষে হ্যালের ঘোড়াটি এক জায়গায় পৌঁছিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় স্যাম চিৎকার করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল; সেও অমনই হাত কয়েক দূরে সরিয়া গেল। এমনই করিয়া সে স্যামকে লইয়া মাঠের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ওদিকে হ্যালে নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে পায়চারি করিতেছেন, মিঃ শেলবি বারান্দা হইতে আকার-ইঙ্গিতে স্যামকে পরিচালনের বৃথা চেষ্টা করিতেছেন, আর মিসেস শেলবি তাঁহার কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া সহাস্যে এই কৌতুককর দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছেন।

অবশেষে বেলা যখন বারোটা, স্যাম জেরির পিঠে চড়িয়া হ্যালের ঘোড়াটিকে পাশে লইয়া সগর্বে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হ্যালের ঘোড়াটির দেহ ঘর্মাক্ত…ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে।

স্যাম বলিল—"ধরেছি, হুজুর! কেউ আপনার ঘোড়াটাকে ধরতে পারে নি, কিন্তু আমি ধরেছি।"

—"তুমি! তোমার জন্যেই এত কাণ্ড হয়েছে।" হ্যালের স্বর রুক্ষ।

—"সে কি, হুজুর! আমার জন্যে যদি এত কাণ্ড হ'বে, তাহলে আমি সারা মাঠ ছুটে নিজের প্রাণ বার করবো কেন?"

—"যাক্। আমার তিনটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। শীঘ্র চল।"

—"হুজুর কি আমাদের ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেল্‌তে চান? এখন আমাদের সকলেরই তো বিশ্রামের দরকার। সারা মাঠটায় ছুটোছুটি করেছি। আমার মনিবের ঘোড়াটাকে ডলাই-মলাই করতে হবে; জেরিটা খোঁড়াচ্ছে। খানিকটা বিশ্রাম নিলেও, আমরা তাকে ধরতে পারব। লিজি কোনকালে জোরে হাঁটতে পারে না।"

মিসেস শেলবি সেই মুহূর্তে হ্যালেকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। হ্যালেও কোন আপত্তি না করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেল। স্যাম ও অ্যানডি পরস্পরের গা টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

স্যাম বলিল—"চল্ চল্…আজ আমাদেরও কপালে খাবার জুটবে বেশ ভালো রকম।"

=পাঁচ=

টমের গৃহ হইতে এলিজা যখন চলিয়া যায়, তাহার তখনকার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া যায় না।

পৃথিবীতে তাহার আপনার গৃহ বলিতে যে ঠাঁইটুকু ছিল, তাহা ছাড়িয়া এবং যাহাদের সে আপনজন বলিয়া ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত, তাহাদের আশ্রয় হইতে সে চিরদিনের মত চলিয়া যাইতেছে। তাহার অন্তর স্বামী ও পুত্রের আসন্ন বিপদের চিন্তায় কাতর। কতদিনের কত স্মৃতি তাহার মনে তখন ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেখানকার প্রতি জিনিসের সঙ্গে তাহার অন্তরের নিবিড় পরিচয়। সেখানেই সে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলি দিন যাপন করিয়াছে। ঐ নিরালা উপবন···উহার মাঝে সে স্বামীর সহিত কত সন্ধ্যায় সুখে ভ্রমণ করিয়াছে। নক্ষত্রের হিমোজ্জ্বল স্বচ্ছ আলোক তাহার চারিধার হইতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে যেন বলিতে লাগিল—"এই ঘর ছেড়ে আমাদের ফেলে কোথা যাও, এলিজা?"

এলিজার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে মা। সন্তান-বাৎসল্যই তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া তাহাকে উহাদের মাঝ হইতে দূরে লইয়া চলিল। সে হ্যারিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চলিতেছিল। অন্য সময় হইলে এলিজা তাহাকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও নামাইতে ভরসা হইল না।

সে দ্রুতপদে চলিতেছে। পথে তুষারের উপর দিয়া চলিবার সময় শব্দ হয় আর তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে; তরুপত্রের মর্মরে ও চঞ্চল

ছায়ায় তাহার রক্ত হিম হইয়া যায়। সে এক এক সময় ভাবিয়া বিস্মিত হয়, এত শক্তি সে কোথা হইতে পাইল? হ্যারি দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহার ভার এলিজাকে একটুও পীড়া দিতেছে না···সে যেন পালখের মত হাল্কা! সে শঙ্কিত-অন্তরে দ্রুতপদে চলে আর বলে—"ভগবান! রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

হ্যারি ঘুমাইতেছিল। প্রথমে উত্তেজনায় তাহার ঘুম আসে নাই, কিন্তু তাহার মাতার সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্যে শান্ত হইয়া সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে যখন ঘুমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা! আমি জেগে থাকবো কি?"

—"না বাবা! তোমার ঘুম পেয়ে থাকলে ঘুমোও।"

—"কিন্তু মা আমি ঘুমোলে সে লোকটা তোমার কাছ থেকে জোর করে আমায় নিয়ে যাবে না তো?"

—"না। ভগবান আমায় শক্তি দিন।"

—"তুমি ঠিক বলছো? আমায় ছাড়বে না, মা?"

—"ঠিক বলছি।" কথা কয়টি বলিয়াই এলিজা চমকাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার মুখ দিয়া কথাগুলি বলাইল। হ্যারিও তাহার মাতার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এলিজা চলিতেছে। তাহার মনিবের জমির সীমানা, উপবন, বন-জঙ্গল সে পার হইয়া গেল। তাহার অতি পরিচিত কত সামগ্রী সে ক্রমে ছাড়াইয়া যাইতেছে। তবুও তাহার চলার বিরাম নাই··· গতিতেও শৈথিল্য নাই। এমনই করিয়া রাত্রি শেষ হইল।

ওহিও নদীর নিকটবর্তী একখানি গ্রামে সে বার কয়েক গিয়াছিল। গ্রাম হইতে নদী-তীর পর্যন্ত পথটি তাহার পরিচিত। সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়াছে, সে নদী-পারে পলাইয়া যাইবে। তারপর যে তাহার কি হইবে, ভগবানই জানেন।

ক্রমে পথ দিয়া গাড়ী-ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিল। সে বুঝিল, তাহার বিপর্যস্ত পোষাক, রুক্ষশুষ্ক চেহারা ও দ্রুত-গমনে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সে হ্যারিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল এবং নিজের পোষাক ও বনেটটি ঠিক করিয়া হ্যারির হাত ধরিয়া যতটা দ্রুত চলিলে কাহারও মনে সন্দেহ হইবে না, তত দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহার পুঁটুলিতে কতকগুলি কেক ও আপেল ছিল। সে পুঁটুলি হইতে আপেল লইয়া হ্যারির সম্মুখে পথের উপর হাত কয়েক দূরে তাহা গড়াইয়া দিল। হ্যারিস তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আপেলটিকে ধরিতে গেল। এই ভাবে বার বার আপেল লইয়া গড়াইয়া দিতে দিতে দুইজনে কয়েক মাইল পথ তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল।

একটু বেলা হইলে তাহারা আবার একটি জঙ্গলাকীর্ণ অংশে পৌঁছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছসলিলা পার্বতী নদী বহিয়া যাইতেছিল। হ্যারি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এলিজা তাহাকে লইয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া নদীটির ধারে একখানি প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে গিয়া বসিল এবং পুঁটুলি হইতে কেক বাহির করিয়া হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি বলিল—"মা! তুমি খাচ্ছ না?"

এলিজা তাহার কথার উত্তর দিল না। হ্যারি একহাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অর্ধভুক্ত কেকটি এলিজার মুখে জোর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই অশ্রুতে হতভাগিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া

আসিল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"না···না···হ্যারি। মা কি এখন খেতে পারে? তোমাকে যতক্ষণ না নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, ততক্ষণ খেতে পারি না। আমাদের এখনো চলতে হবে··· অনবরত চলতে হবে।"

তারপর দুইজনে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এলিজা ও হ্যারিকে দেখিতে শ্বেতকায়দের মত। সেইজন্য তাহাদের দেখিয়াও নিগ্রোর সন্তান বলিয়া চিনিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া, যাহারা এলিজাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিত, দাস-দাসীদের প্রতি মিঃ ও মিসেস শেলবির স্নেহ-যত্নের বিষয়ও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সেই স্নেহশীল প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোন দাস-দাসীর পলায়ন সম্ভব নয়। কাজেই এই দিক দিয়া এলিজা একরূপ নিরাপদ ছিল। আর, এই ভরসাতেই এলিজা আহার ও বিশ্রামের জন্য দ্বিপ্রহরে এক কৃষকের গৃহে উপস্থিত হইল।

তারপর সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বে এলিজা হ্যারিকে লইয়া ওহিও নদীর ধারে তাহার লক্ষ্যস্থান সেই গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পা দুইখানি ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু অন্তর উৎসাহে পূর্ণ।

তখন বসন্তের আরম্ভ। নদীটি স্ফীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ঘোলাজলে বড় বড় তুষারপিণ্ড ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এক জায়গায় তীরভূমি বাঁকিয়া নদীর মধ্যে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া সেখানকার জলধারাকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে, উপর দিকের তুষার-পিণ্ড বাহির হইয়া যাইতে না পারায় একটির পর একটি জমিয়া সমগ্র নদীটিকে একটি অসমতল ক্ষেত্রের মত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এলিজা নদীর এই দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্য দিয়া খেয়া-নৌকা চালানো তো সম্ভব নয়। নদীর ধারে যে সরাইখানাটি ছিল, খেয়া-নৌকার সংবাদ লইবার জন্য এলিজা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামিনী তখন রন্ধনে ব্যস্ত ছিল। এলিজার কোমল ও কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছো, বাছা?"

—"ওপারে যাবার খেয়া এখন পাওয়া যাবে কি?"

—"না। নৌকা-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।"

এলিজার বিষণ্ণ মুখ ও কাতর দৃষ্টিতে ব্যথিত হইয়া সে আবার বলিল—"তুমি পারে যেতে চাও? কারো অসুখ করেছে? তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন বোধ হচ্ছে।"

—"আমার একটি সন্তান আছে। সে বড় বিপন্ন। কাল রাত্রে খবর পেয়েছি। সেইজন্যে আমি অনেকখানি পথ হেঁটে খেয়া ধরবো বলে ছুটে আসছি।"

স্ত্রীলোকটির অন্তরে মাতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে বলিল —"বড় দুর্ভাগ্যের কথা। তোমার জন্যে বড় দুঃখ বোধ হচ্ছে। একটা লোকের ওপারে যাবার কথা আছে, দেখ, যদি সুবিধা হয়। সে রাত্রে এখানে খেতে আসবে। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। তোমার ছেলেটি তো বেশ সুন্দর।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি হ্যারির হাতে একখানি কেক দিল।

হ্যারি তখন ক্লান্তিতে কাঁপিতেছিল।

এলিজা বলিল—"বেচারা! ওর হাঁটবার একটুও অভ্যেস নেই, আমি আবার ওকে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে এনেছি।"

—"ঐ পাশের ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দাও।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি একটি কক্ষের কপাট খুলিয়া দিল।

এলিজা যাইয়া সেই কক্ষের শয্যার উপর হ্যারিকে শয়ন করাইয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরই হ্যারি ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু এলিজার মনে শান্তি নাই। সে তাহার ও তাহার মুক্তির মাঝে ওহিও নদীর উচ্ছৃঙ্খল ধারাটির দিকে আকুল আগ্রহে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

=ছয়=

এদিকে মিঃ শেলবির গৃহে—

মিসেস শেলবি হ্যালেকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার্য আনিবার আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাহা পালিত হইতে বেশ একটু বিলম্ব হইল। ইহাতে অবশ্য মিসেস শেলবি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার পরিজনগণও আশা করিতেছিল, এলিজার সন্ধানে যাইতে হ্যালের যেন বিলম্ব হয়। তাহা হইলে এলিজা নির্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারিবে।

আহারাদির পর মিঃ শেলবি টমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। টম বৈঠকখানায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মিঃ শেলবি কোমলকণ্ঠে বলিলেন —"টম, আমি এই ভদ্রলোককে একখানা খৎ এই মর্মে লিখে দিয়েছি যে, উনি যখন তোমাকে চাইবেন, তখনই উপস্থিত হতে হবে। না হলে আমাকে হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উনি একটা

বিশেষ কাজে আজ এখান থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন। কাজেই আজকে তোমার যেখানে খুশী যেতে পার ”

টম বলিল—“ধন্যবাদ !”

হ্যালে বলিল—“সাবধান ! কোন রকম শয়তানী করেছ কি তোমার মনিব মারা পড়বেন। আমি খেসারতের পাইটি পর্যন্ত ওঁর কাছ থেকে আদায় করতে ছাড়বো না।”

টম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মিঃ শেলবিকে বলিল—“কর্তা, আমি যখন আটবছরের তখন আপনার মা-ঠাকরুণ, আপনাকে আমার কোলে তুলে দিয়েছিলেন। তখন আপনার বয়স এক বছর হবে। তিনি আপনাকে আমার কোলে দিয়ে বলেছিলেন—‘টম ! এই তোমার নূতন মনিব। ওকে যত্ন কোরো।’ এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত কি আমি কোন কথার নড়চড় করেছি ? আপনার মতের বিরুদ্ধে কি কখন যাবার চেষ্টা করেছি ?”

মিঃ শেলবির চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন —“তুমি সত্যি কথাই বলছো। আজ যদি আমি নিরুপায় হয়ে না পড়তাম, তাহলে কেউ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতো না।”

মিসেস শেলবি বলিলেন—“আমিও বলছি যত শীঘ্র পারি আমিও তোমাকে মুক্ত করে আবার এখানে আনবো।”

তারপর···বেলা তখন দুইটা···স্যাম ও অ্যানডি ঘোড়া তিনটিকে লইয়া আসিল। তিনটি ঘোড়াই বিশ্রাম করিয়া ও উপযুক্ত আহার পাইয়া বেশ সবল ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।

হ্যালে তাহার ঘোড়াটির পিঠে উঠিতে উঠিতে স্যামকে ডাকিয়া বলিল—“তোমার মনিবের কোন কুকুর নেই ?”

—"যথেষ্ট কুকুর আছে। ব্রুনো আছে। আমাদের নিগ্রোদের প্রত্যেকেরই একটা করে কুকুরছানা আছে।"

—"সেগুলো কুকুর নয় ইঁদুরের বাচ্ছা।"

—"না কর্তা! তারা গন্ধ শুঁকে চোর ধরতে খুব পাকা।"

—"কিন্তু তোমার মনিব পলাতক নিগ্রো খুঁজে বার করবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন কুকুর রাখেন না।"

—"কেন? এই আমাদের ব্রুনো..."

—"চুলোয় যাক! ঘোড়ায় ওঠ।"

স্যাম গোপনে অ্যানডির গা টিপিল। অ্যানডি হাসিয়া সারা। হ্যালে তাহার হাসিতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চাবুক চালাইল।

স্যাম গম্ভীর মুখে বলিল—"এই অ্যানডি! ইয়ারকি করিস না। জানিস না কত বড় কাজ আমরা করতে যাচ্ছি?"

তারপর তিনজনে চলিতেছে। মিঃ শেলবির জমির শেষ সীমানায় পৌঁছিলে হ্যালে দৃঢ়স্বরে বলিল—"নদীতে যাবার সোজা পথ যেটা, সেটা ধরবো।"

স্যাম বলিল—"নিশ্চয়ই। কিন্তু নদীতে যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা খারাপ রাস্তা, একটা ভাল রাস্তা। কোন রাস্তা ধরবেন?"

অ্যানডি স্যামের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইল। কথাটা তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু পরক্ষণেই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিয়া বলিল—"হাঁ...হাঁ...দুটো রাস্তা আছে।"

স্যাম বলিল—"আমার মনে হয়, লিজি খারাপ রাস্তা ধরেই গেছে। কেননা ওপথে সচরাচর লোকজন চলাচল করে না।"

হ্যালে চতুর হইলেও স্যামের কথায় একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল; বলিল—"তোরা যদি মিথ্যাবাদী না হতিস!"

অ্যানডি তাহার ঘোড়াটি একটু সংযত করিয়া হ্যালের পিছনে আসিয়া নীরবে এমন হাসিতে লাগিল যে মনে হইল, সে যে কোন মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবে। স্যাম অবশ্য গম্ভীর। সে বলিল—"কর্তার যা ইচ্ছা তাই করবেন। তিনি যদি চান, ভাল রাস্তা দিয়েই চলুন। আমাদের পক্ষে দুই সমান। তবে আমার মনে হয়, লিজি ভাল রাস্তা ধরেই গেছে।"

হ্যালে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"তার পক্ষে নির্জন পথ ধরে যাওয়াই সম্ভব।"

—"মেয়েরা বড় অদ্ভুত হয়। আপনি মনে করেছেন, সে ঐ পথ দিয়ে গেছে, কিন্তু সে করেছে ঠিক তার উল্টো কাজ। আমার ব্যক্তিগত মত···লিজি খারাপ রাস্তাটা ধরেই গেছে।

—"আমি খারাপ রাস্তা ধরবো। কতক্ষণে সে রাস্তাটায় গিয়ে পড়তে পারবো?"

—এই তো একটু আগে গিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, খারাপ রাস্তা ধরে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া পথটা নির্জন, আমরা পথও হারিয়ে ফেলতে পারি। তাহলে কি যে হবে, ভগবানই জানেন।"

—"তাহোক আমি খারাপ রাস্তা ধরেই যাব।"

—"কিন্তু আমি শুনেছি, পথটার মাঝে মাঝে বেড়া দেওয়া আছে। তাই নয়, অ্যানডি?"

অ্যানডি একটু মুস্কিলে পড়িল, সে হাঁ বলিবে কি না বলিবে বুঝিতে

পারিল না। সেজন্য সে এমন তুই-একটি শব্দ করিল, যাহাতে হাঁ বা না তুই-ই বুঝাইতে পারে।

হ্যালের মনে হইল, তাহার খারাপ রাস্তাটি ধরিয়াই যাওয়া উচিত। কেননা, স্যামের মুখ দিয়া প্রথমে ঐ রাস্তাটির কথাই বাহির হইয়াছিল। পরে সে তাহার কথা ঘুরাইবার জন্য বার বার ভাল রাস্তাটির গুণ ও খারাপ রাস্তাটির দোষ বর্ণনা করিতেছে। কাজেই কিছুদূর গিয়া স্যাম সম্মুখের দিকে খারাপ রাস্তাটি দেখাইতেই হ্যালে সেই দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, স্যাম ও অ্যানডি তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এই রাস্তাটি সত্যই অতি পুরাতন। পূর্বে ইহাই নদী পর্যন্ত যাইবার পথ ছিল বটে, কিন্তু বহু বৎসর হইল, পরিত্যক্ত হওয়ায় কৃষকগণ মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ও জুলি কাটিয়া রাখিয়াছে। স্যাম ইহা জানিত কিন্তু অ্যানডি জানিত না। স্যাম অনুগত ভৃত্যের মত হ্যালের অনুসরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে কেবল বলিতে লাগিল —"কি বিশ্রী রাস্তা...জেরীর একখানা পায়ে ব্যথা..."

হ্যালে বলিল—"খবরদার! আমি তোদের চিনি। তোরা কিছুতেই আমাকে এই পথ থেকে ফেরাতে পারবি না। কাজেই চুপ-চাপ চল্।"

—"হুজুরের যা ইচ্ছা।" স্যাম কথাগুলি অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিয়া অ্যানডিকে চোখ টিপিল।

অ্যানডি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

স্যাম মাঝে মাঝে বলিয়া উঠে—"ঐ যে কার বনেট দেখা যাচ্ছে! ...ঐ খাদটার মধ্যে লিজিকে দেখা যাচ্ছে না?"

হ্যালে তাহা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু পথ খারাপ

বলিয়া দ্রুত ঘোড়া ছুটাইতে পারে না। এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক চলিবার পর তাহারা একটি কৃষকের গৃহে গিয়া পৌঁছিল। গৃহখানি নামাল জমির উপর। সেজন্য তাহাদের ঘোড়া হইতে নামিয়া চলিতে হইল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই। তবে এটুকু বুঝা গেল, তাহাদের আর সোজা যাইবার উপায় নাই, সে পথ সেখানেই শেষ হইয়াছে।

স্যাম বলিল—"হুজুরকে আমি এ কথা বলি নি? আমরা এই অঞ্চলে জন্মেছি। এখানকার পথ-ঘাট আমাদের ভালই জানা আছে।"

হ্যালে ধমক দিল—"এই শয়তান! তুই জেনে শুনে আমাকে এ পথে এনেছিস!"

—"হুজুর আমার কথা তো বিশ্বাস করেন নি!"

কথাটা এক রকম সত্য। হ্যালে অগত্যা ক্রোধসংবরণ করিয়া তাহাদের দুইজনের সহিত রাজপথের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। পথে এই ভাবে বিলম্ব হওয়ায় ওহিও নদীর ধারে সেই গ্রামের সরাইয়ের একটি কক্ষে এলিজা হ্যারিকে ঘুম পাড়াইবার প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা পরে হ্যালে সদলে সেখানে উপস্থিত হইল। এলিজা কক্ষটির জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে তাকাইয়া ছিল। স্যামের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সে ছিল সকলের আগে; তাহার হাত চার-পাঁচ পিছনে ছিল, হ্যালে ও অ্যানডি। স্যাম এলিজাকে দেখিয়াই তাহার মাথার তালপাতার টুপিটি কৌশলে ফেলিয়া দিয়া হঠাৎ এমন একটা চিৎকার করিয়া উঠিল যে, এলিজা চমকিত হইয়া নিমেষে সেখান হইতে সরিয়া গেল। আর, তাহারা তিনজনেও সেই মুহূর্তে জানালার ধার দিয়া তীরবেগে সরাইয়ের সম্মুখের দরজার দিকে চলিয়া গেল।

এলিজার দেহে তখন অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সে যে কক্ষে ছিল, তাহার একটি দরজা নদীর দিকে। সে হ্যারিকে কোলে তুলিয়া সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া নদীর দিকে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে সে নদীর পাড়ের নীচে অদৃশ্য হইল। এই সময় হ্যালেও তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইল। দেখামাত্র সেও এক লাফে ঘোড়া হইতে নামিল এবং স্যাম ও অ্যানডিকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেইদিকে ছুটিল। তাহার ভাবে বোধ হইল, যেন একটা হরিণীর পিছনে একটি ক্রুদ্ধ কুকুর ছুটিয়াছে!

এলিজা ছুটিতেছে। তাহার পা দুইখানি তখন যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে···মাটিতে তাহারা পড়ে কি না পড়ে! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে জলের কিনারায় আসিয়া পড়িল। তাহার পিছনেই হ্যালে, স্যাম ও অ্যানডি। হঠাৎ এলিজা ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া ডাঙা হইতে কিছুদূরে নদীর উচ্ছৃঙ্খল ধারায় ভাসমান একটি তুষার-পিণ্ডের দিকে লাফ দিল। কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি অবশ্য ইহা করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু এলিজা তখন মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। হ্যালে, স্যাম ও অ্যানডি তীরে দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

এদিকে এলিজার পদভরে তুষারপিণ্ডটি হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। কিন্তু এলিজা তাহার উপর এক মুহূর্তও দাঁড়াইল না, চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আর একটি তুষার-পিণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেখান হইতে আবার একটির উপর···এমনি করিয়া লাফাইয়া, পিছলাইয়া, ডিঙ্গাইয়া সে এক তুষার-পিণ্ড হইতে আর এক তুষার-পিণ্ডের উপর দিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার পা হইতে জুতা

খুলিয়া গিয়াছে…মোজা ছিঁড়িয়া পা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার চলার পথে রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে চোখেও দেখিতেছে না, কিছু অনুভবও করিতেছে না…যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়া চলিয়াছে এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে দেখিল, কে যেন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ডাঙায় টানিয়া লইল।

—"তুই যেই হোস্ না, বড় সাহসী মেয়ে।" বলিয়া লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করিল।

এলিজা লোকটির কণ্ঠস্বর ও মুখখানি চিনিতে পারিল। মিঃ শেলবির গৃহের নিকটই এক সময় ইহারও জমি-জমা ছিল। এলিজা বলিয়া উঠিল—"মিঃ সাইম্‌স। আমাকে রক্ষা করুন…রক্ষা করুন… কোথাও লুকিয়ে রাখুন।"

লোকটি বলিলেন—"কি ব্যাপার! এ যে দেখছি শেলবির সেই দাসীটা।"

—"আমার সন্তান, এই ছেলেটাকে মিঃ শেলবি বেচে দিয়েছেন। এর নূতন মনিব ঐ দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ সাইম্‌স, আপনারও তো এই রকম একটি ছেলে আছে। আপনি বুঝবেন আমার দুঃখ।"

—"হাঁ আছে। তা ছাড়া তুই খুব সাহসী মেয়ে। যেই হোক্ না, সাহসীকে আমি পছন্দ করি।"

তারপর তাহারা নদীর পাড়ের উপর উঠিতেই লোকটি দাঁড়াইলেন এবং ক্ষণপরে বলিলেন—"তোর জন্যে আমি কিছু করতে পারলে সুখী হবো, কিন্তু আমার এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে তোকে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি। তুই এক কাজ কর্। ঐখানে যা। সেই তোর সব চেয়ে ভাল হবে।"

সম্মুখে একখানি গ্রাম ছিল। গ্রাম হইতে কিছুদূরে একখানি সাদা রঙের বাড়ি দেখা যাইতেছিল। মিঃ সাইম্‌স বাড়িখানি অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিলেন। তারপর আবার বলিলেন—"ওরা লোক ভাল। তোকে সাহায্য করবে; তোর কোন ভয় নেই। এরকম কাজে ওরা অভ্যস্ত।"

এলিজা হ্যারিকে বুকে জড়াইয়া দ্রুতপদে সেই বাড়িখানির দিকে চলিয়া গেল। হ্যালে নদীপারে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। এলিজা তীরের গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেই সে স্যাম ও অ্যানডির দিকে তাকাইল।

স্যাম বলিল—"কাজটা ভারি চমৎকার ভাবে করলে তো!"

হ্যালে বলিল—"মেয়েটার ভেতর সাতটা শয়তান আছে। বিড়ালের মত বরফ চাঙের উপর লাফে লাফে এই ভয়ঙ্কর নদীও পার হয়ে গেল!"

স্যাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"হুজুর! ঐ রাস্তাটা দিয়ে এসেছিলাম বলে আমাদের ক্ষমা করবেন।" বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

হ্যালে ধমক দিল—"হাসছিস?"

—"হুজুর! ক্ষমা করবেন। লিজি কি রকম লাফে লাফে এক বরফচাঙ থেকে আর এক বরফচাঙে উঠে নদী পার হয়ে গেল! কি লাফ! বাপরে বাপ!" বলিয়া স্যাম ও অ্যানডি এমন হাসিতে লাগিল যে তাহাদের চোখে জল আসিল।

—"দাঁড়া তোদের হাসি দেখাচ্ছি…" বলিয়া হ্যালে তাহাদের মাথার উপর চাবুক তুলিতেই দু'জনে মাথা নীচু করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঘোড়ায় উঠিল।

স্যাম বলিল—"হুজুর, সেলাম। বাড়িতে মা-ঠাকুরুণ এতক্ষণ ভাবছেন। আমাদের আর এখন আপনার কোন দরকার নেই। চললাম।" বলিয়া সে অ্যানডির পাঁজরে একটা খোঁজা মারিল। তারপর দুইজনে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

এলিজা যখন নদী পার হইয়া যায়, তখন সন্ধ্যা নামিতেছে। নদী-বক্ষ হইতে ধীরে কুয়াশা উঠিয়া তীরের দুইধার ঢাকিয়া ফেলিল।

উচ্ছৃঙ্খল তুষারশিলাপূর্ণ সেই নদীধারার দিকে তাকাইয়া হ্যালে ভাবিল, এই বাধা অতিক্রম করিয়া এলিজাকে অনুসরণ করা বৃথা। সে অগত্যা গ্রামের সরাইখানাটির দিকে ফিরিয়া গেল এবং সেখানে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে তাহার কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম, টম লকার। তাহার সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলিয়াছি।

হ্যালের অনুরোধে এবং অর্থের বিনিময়ে তাহারা এলিজাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। হ্যালের এই সকল বন্ধু অবশ্য মনুষ্যত্বের ধার ধারে না। তাহারা এক রকম বেপরোয়া। অর্থের বিনিময়ে তাহারা যে কোন কুকাজই করিতে পারে।

হ্যালে তাহার বন্ধুদের লইয়া যখন পরামর্শে ব্যস্ত সে সময় স্যাম ও অ্যানডি গৃহে পৌঁছিয়া মিসেস শেলবির নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতেছিল। মিসেস শেলবি স্থির হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি হ্যালের সহিত চাতুরী করায় স্যামকে মৃদু ভৎসনা করিলেন। তারপর তিনি তাহাদের ভূরিভোজনের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

=সাত=

ওদিকে ওহিও নদীর পারে—

মিঃ সাইম্‌স্‌ যে গৃহখানি এলিজাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহার মালিক যুক্তরাষ্ট্র-সেনেটের একজন সভ্য। তাহার নাম মিঃ বার্ড। সম্প্রতি সেনেটে দাসদাসীরা তাহাদের প্রভুর গৃহ হইতে পলাইয়া গেলে তাহাদের এবং যাহারা পলায়নে সাহায্য করিবে সেই সঙ্গে সেই সাহায্যকারীদেরও যাহাতে কঠোর শাস্তি হয়, এই মর্মে একটি আইন পাসের জন্য তিনি বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতায় বিপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছিল।

মিঃ বার্ডের স্ত্রী অবশ্য স্বামীর এই কার্য সমর্থন করিতে পারেন নাই। সেই বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত তখন তিনি আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—"মনে কর, এই শীতের রাতে একজন ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায়, ভয়ে, পথশ্রমে কাতর হয়ে এখানে একটু আশ্রয়ের আশায় এল। সে পলাতক ব'লে তুমি তাকে তাড়িয়ে দেবে? না, পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে?

মিঃ বার্ড অবশ্য সে কথার কোন পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিলেন না। মিসেস বার্ড আবার বলিলেন—"সত্যই আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হয়···তুমি কি কর। মনে কর, ভয়ঙ্কর তুষার ঝড় বইছে, এমন সময় একটা পলাতক স্ত্রীলোক তোমার দরজায় আশ্রয়ের জন্যে এল। তাকে নিশ্চয়ই তুমি তখনি দূর করে দেবে অথবা জেলে পাঠাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠবে?"

—"অবশ্য এ খুবই কঠোর কর্তব্য।"

—"কর্তব্য! ও কথাটা ব্যবহার করো না। তুমি জান, ওটা কর্তব্য নয়; কর্তব্য হতে পারে না; অন্ততঃ পক্ষে আমি নিজে সে হতভাগ্য-দের আমাদের দরজা থেকে দূর করে দেব না, তোমাদের আইনে আমার বিরুদ্ধে যত কঠোর ব্যবস্থাই থাক।"

এই সময় তাঁহাদের পুরাতন ভৃত্য কাডজো আসিয়া বলিল— "মা, একবার যদি রান্নাঘরের দিকে আসেন!"

মিসেস বার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত চলিয়া গেলেন; মিঃ বার্ডও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই মিসেস বার্ডের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"জন! জন! একবার এদিকে আসবে কি?"

মিঃ বার্ড অবিলম্বে রন্ধনশালায় দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখান হইতে ভিতর দিকে তাকাইয়া যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন, একটি কৃশাঙ্গী নারী একখানি চেয়ারের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পোষাক ছিন্ন, এক পায়ে জুতা নাই, মোজাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং পায়ের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। নারীটির মুখশ্রী দেখিয়াই তাহাকে নিগ্রো-জাতীয় বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না। কিছুদূরে বৃদ্ধ কাডজো একটি শিশুকে জানুর উপর বসাইয়া তাহার পা হইতে জুতা-মোজা খুলিয়া পায়ের তলায় উষ্ণতা আনিবার জন্য তাহার হাত দিয়া ঘষিতেছে।

মিঃ বার্ডের নিগ্রো-দাসী ডিনা স্নেহমাখা সুরে বলিল—"মেয়েটা গরমে মূর্ছা গেছে। ও এখানে এসেই বললে, 'একটু আগুন পোহাতে পাবো কি?' তারপর আগুন পোয়াতে পোয়াতে হঠাৎ মূর্ছা গেল।"

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি ধীরে চক্ষু মেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—"বেচারী!"

তারপরই স্ত্রীলোকটির মুখের আকৃতি বদলাইয়া গেল; সে সভয়ে বলিয়া উঠিল—"আমার হ্যারিকে তারা নিয়ে গেছে কি?"

শিশুটি তৎক্ষণাৎ কাডজোর জানুর উপর হইতে এক লাফে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীলোকটির গলা জড়াইয়া ধরিল।

স্ত্রীলোকটি তখন মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইয়া পাগলের মত বলিয়া উঠিল—"আমাদের রক্ষা করুন। এই ছেলেটাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবেন না।"

মিসেস বার্ড আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভয় নেই।"

—"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিসেস বার্ড তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিলেন।

আগুনের কাছেই তাহার জন্য একটি শয্যা পাতিয়া দেওয়া হইল। সে শিশুটিকে লইয়া তাহার উপর শুইল এবং মা ও শিশু পরস্পরের গলা জড়াইয়া অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মিসেস বার্ড ও মিঃ বার্ড ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় চলিয়া গিয়াছিলেন। মিসেস বার্ড সেলাই করিতেছিলেন। মিঃ বার্ড খবরের কাগজের দিকে চোখ রাখিয়া বসিয়াছিলেন। কাগজখানি পাশে রাখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—"বুঝতে পারছি না স্ত্রীলোকটি কে?"

মিসেস বার্ড বলিলেন—"ঘুম থেকে উঠে একটু সুস্থ হলে জিজ্ঞাসা করবো।"

—"আচ্ছা শুনছো?"

—"কি?"

—"আচ্ছা ও কি তোমার কোন পোষাক পরতে পারে না ? তবে মেয়েটা তোমার চেয়ে কিছু লম্বা ।"

মিসেস বার্ডের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিলেন—"আচ্ছা, দেখবো ।"

ক্ষণিক পরে মিঃ বার্ড আবার বলিলেন—"ওকে সেই আলখাল্লার মত পোষাকটা দেওয়া যায় না কি, যেটা আমার জন্যে তুলে রেখেছ ? মেয়েটার পোষাকের দরকার।"

এই কথাবার্তার মধ্যে ডিনা আসিয়া বলিল, মেয়েটি ঘুম হইতে উঠিয়াছে, তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে চায়। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দুইজনে রন্ধনশালার দিকে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গেল, তাঁহাদের বড় ছেলে দুইটি। রন্ধনশালায় পৌঁছিয়া মিসেস বার্ড কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ডাকছিলে ?"

স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এমন কাতরদৃষ্টিতে মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইল যে, তাঁহার চোখে জল আসিল। তিনি বলিলেন—"তোমার ভয় নেই, বাছা। আমরা তোমার বন্ধু। তুমি কোথা থেকে আসছো, কি চাও বল ।"

—"আমি কেনটাকি থেকে আসছি ।"

অতঃপর মিঃ বার্ডই প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন—"কখন ?"

—"আজ রাত্রে ।"

—"কি করে এসে ?"

—"বরফের ওপর দিয়ে ।"

সকলে সভয়ে বলিয়া উঠিল—"বরফের উপর দিয়ে !"

—"হাঁ। ভগবান আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তারা আমার

পেছনে আসছিল। ও-ভাবে আসা ছাড়া পালাবার আর পথ ছিল না।”

কাডজো বলিল—“কি ভয়ানক কথা! এখন বরফের চাপগুলো ভাঙছে, ঘুরছে, পাল্টাচ্ছে।”

স্ত্রীলোকটী পাগলের মত বলিয়া উঠিল—“আমি জানি…তা জানি। তবুও এসেছিলাম। আমি যে পার হয়ে আসতে পারবো, সে ধারণা আমার ছিল না; তবুও আমি পিছু হটিনি। ভগবান আমাকে সাহায্য করেছিলেন। লোকে জানে না যে, চেষ্টা থাকলে ভগবান কত সাহায্য করেন।” স্ত্রীলোকটির চোখ তুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিঃ বার্ড আবার প্রশ্ন করিলেন—“তুমি কি ক্রীতদাসী?”

—“হাঁ মশায়। আমি একজন কেনটাকিবাসীর ক্রীতদাসী।”

—“তিনি কি নিষ্ঠুর ছিলেন?”

—“না। বড় দয়ালু মনিব ছিলেন।”

—“তবে তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে এই বিপদে কেন ঝাঁপ দিলে?”

স্ত্রীলোকটি প্রখর দৃষ্টিতে মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইল। তিনি যে গভীর শোকের চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে সভয়ে প্রশ্ন করিল—“মা! আপনার কোন সন্তানকে কি কখন হারিয়েছেন?”

মাত্র মাস-খানেক পূর্বে মিসেস বার্ডের একটি পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। সেজন্য প্রশ্নটি তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সহসা আঘাত দিল। মিঃ বার্ডও মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস বার্ডের চোখ তুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু

তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—"কেন এমন কথা জিজ্ঞাসা করছো? আমি একটা শিশুকে হারিয়েছি।"

—"তাহলে আপনি আমার বেদনা বুঝতে পারবেন। আমি দুটিকে হারিয়েছি···একটি একটি করে। যেখান থেকে আমি আসছি, তাদের দুটিকে সেখানে সমাধিস্থ করেছি···এখন এই সন্তানটি আমার সম্বল। এই আমার শোকে সান্ত্বনা, আমার জীবনের সর্বস্ব। একে ছাড়া একটি রাতও আমি কখনও ঘুমোতে পারি নি। কিন্তু এটিকেও তারা একটি লোকের কাছে বিক্রী করেছিল। একথা জানতে পেরে ছেলেটাকে বুকে নিয়ে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসছি। আমার পেছনে তাড়া করেছিল, সেই ব্যবসায়ীটা আর আমার মনিবের জন-দুই লোক। আমি ছুটছিলাম, তারাও ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে আমি ছেলেটিকে বুকে করে নদীর জলে বরফের ওপর লাফিয়ে পড়ি। তারপর কি করে ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরে যে নদী পার হয়ে আসি জানি না, তবে এইটুকু জানি যে এপারে একটি লোক আমাকে ডাঙায় টেনে তুলেছেন।"

স্ত্রীলোকটির কথায় সকলের চোখ জলে ভরিয়া গেল!

কিছুক্ষণ পরে মিঃ বার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তুমি কি জন্যে বলছো, তোমার মনিব খুব দয়ালু ছিলেন।"

—'তিনি ও তাঁর স্ত্রী সত্যিই দয়ালু। কিন্তু দেনার দায়ে আমার মনিব বাধ্য হয়ে আমার ছেলেটিকে বিক্রী করেছেন। মনিব-পত্নী তাতে অনেক আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। এই ছেলেটিকে যদি ব্যবসায়ীরা নিতে পারতো, তাহলে আমি বাঁচতাম না।'

—"তোমার স্বামী নেই?"

—"হাঁ ; কিন্তু সেও আর একটি লোকের ক্রীতদাস। তার মনিব তার উপর বড় অত্যাচার করে। তাকে শাসিয়ে রেখেছে, শীঘ্রই দক্ষিণ দেশে তাকে বিক্রী করে দেবে। আর হয়ত দেখতে পাব না।"

মিসেস বার্ড জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কোথায় যেতে চাও ?"

—"কানাডা…যদি জায়গাটা কোথায় জানতে পারতাম। কানাডা কি অনেক দূর ?"

—"তুমি যতদূর ভাবছো, তার চেয়েও অনেক দূর, বাছা। তবে ভেবে দেখা যাক, তোমার সম্বন্ধে কি করতে পারি। ডিনা, ওর জন্যে তোমার ঘরে একটা বিছানা করে দাও। কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করবো।" বলিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ বার্ড বলিলেন—"শুনছো! ওকে আজ রাত্রেই এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সে লোকটা নিশ্চয়ই কাল সদল-বলে এখানে আসবে। মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু ওর ঐ ছেলেটা। ওটা ঠিক এখান-ওখান দিয়ে উঁকি দেবে, তখনই মুস্কিল। কাজেই ওকে আজই রাত্রে সরিয়ে ফেলা দরকার।"

—"এই রাত্রে ? কি করে সম্ভব ? কোথায় ?"

—"সে সব আমার জানা আছে।"…বলিয়া মিঃ বার্ড বাহির হইবার জন্য পায়ে বুট জুতা পরিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক চলাফেরায়, দৃষ্টিতে, কথায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন—"ভ্যান ট্রোম নামে আমার একজন মক্কেল আছে। লোকটা কেনটাকি থেকে এসেছে, তার যত ক্রীতদাস-দাসী ছিল, সে সকলকে মুক্তি দিয়েছে। সে একটা জায়গা কিনেছে, এখান থেকে সাত মাইল দূরে, পাহাড়ের

ওধারে জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে সে চাষ ও পশুপালন করছে। সেখানে যদি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আর ভয় থাকবে না। কেননা সেদিকে সচরাচর কেউ বড় একটা যায় না। তবে একটা মুস্কিল এই যে, সেখানে এই রাতে এক আমি ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে না।"

—"কেন পারবে না? কাডজো ভাল গাড়ি চালাতে পারে।"

—"সে পথ বড় ভয়ঙ্কর। খানা, খাদ, চড়াই-উৎরাই ভেঙে যেতে হয়। আমি ওপথে বহুবার ঘোড়ায় চড়ে গেছি। তাই আমি ওপথের সব জানি। একটু ভুল হলেই মৃত্যু। কাজেই আমাকেই যেতে হবে। কাডজো রাত বারোটার সময় খুব গোপনে গাড়ি জুতবে, আমি তখন মেয়েটাকে নিয়ে যাব। তারপর ব্যাপারটা গোপন রাখবার জন্যে অন্য পথ দিয়ে বাড়ী আসবো। ফিরতে আমার বেলা হবে।"

তারপর পরামর্শমত সেই রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে মিঃ বার্ড স্ত্রীলোকটি ও তাহার পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিলেন। শীতকাল। তাহার উপর অন্ধকার। কর্দমাক্ত পথ। বহুকষ্টে, নানা কৌশলে গাড়ি চালাইয়া, একবার একটি দুর্ঘটনা হইতে কোন রকমে রক্ষা পাইয়া মিঃ বার্ড গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন।

ভ্যান ট্রোম লোকটি যেমন দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ, তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। মিঃ বার্ড এলিজা ও হ্যারিকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এদের ধরবার জন্যে লোক আসছে নিশ্চয়। এদের রক্ষা করবে কি?"

—"আমার তো তাই মনে হয়। যদি তারা আসে আমি তাদের

জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। আমার সাতটা ছেলে আছে। তারাও প্রত্যেকে ছ-ফুট করে লম্বা। যদি লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়, তাদের আমার সেলাম দেবেন।”

—“ধন্যবাদ! আমি চললাম।”

—“চলুন, আমিও আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।”

তারপর দুইজনে চলিতে চলিতে যখন পথের একজায়গায় পৌঁছিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তখন মিঃ বার্ড তাঁহার হাতে একখানি দশ ডলারের নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—“ঐ মেয়েটার জন্যে।”

=আট=

টমকাকার বাসগৃহে—

জানালাপথে বাহিরের দৃশ্যের কিছু দেখা যাইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মলিন প্রভাতবেলা, ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

কক্ষে টমের পোষাকগুলি গুছাইয়া আন্‌ট ক্লো ট্রাঙ্কে সাজাইয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়া তাহার চোখে উদ্গত অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিতেছে। আজ তাহার স্বামী, টম, চিরদিনের জন্য…হাঁ চিরদিনের জন্যই…তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

আঙকল টম কোলের উপর একখানি বাইবেল রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের ছেলে-মেয়েরা তখনও ঘুমাইতেছে। টম ধীরে ধীরে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের শয্যার কাছে গিয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল—“এই শেষ।”

ক্লো আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, টেবিলের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

টম তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিজের বেদনাকে অন্তরে চাপিয়া বলিল—"এখানে যে ভগবান আছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি সেখানেও তিনি আছেন, ক্লো। ভাবনা কি···আমি জানি, জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।"

আন্‌ট ক্লোকে মিসেস শেলবি সেদিন সকালে ছুটি দিয়াছিলেন। সে আহার্য প্রস্তুত করিয়াছিল নানা রকমের। সেগুলি সে পরম যত্নসহকারে আঙক্‌ল টমকে খাইতে দিয়া বলিল—"আর হয়ত এ জীবনে তোমাকে খাওয়াতে পাব না।"

টম আহার করিতে বসিল বটে কিন্তু তাহার আহারে রুচি ছিল না। একরূপ না খাইয়াই সে উঠিয়া পড়িল। আহার্যগুলি শেষ করিল, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা। তাহারা ইতিমধ্যে ঘুম হইতে উঠিয়াছিল। তাহারা বিপদের কথা কিছুই বুঝে না। তাহারা প্রচুর খাদ্য পাইয়া খুশী। ক্লো বলিল—"তোরা আনন্দ কর। যতদিন পারিস। তোদেরও প্রত্যেকের জীবনে একদিন এই রকম দুর্দিন আসবে। তোদের কারো স্বামী, কারো ছেলে, কারো মেয়েকে বা তোদেরও প্রত্যেককে বিক্রী করে দেবে।"

এমন সময় ছেলেদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"মিসেস শেলবি আসছেন।"

ক্লো বলিল—"তিনি কিছুই করতে পারবেন না···কেন আসছেন?"

মিসেস শেলবি কক্ষে প্রবেশ করিলে, ক্লো তাঁহার জন্য একখানি চেয়ার পাতিয়া দিল। তাহার ব্যবহার আজ কিছু রুক্ষ।

কিন্তু মিসেস শেলবি তাহা লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার অন্তর আজ বড়ই কাতর। তিনি বলিলেন—"টম! আমি এসেছি…" কিন্তু কথাগুলি আর শেষ করিতে পারিলেন না, অশ্রুভার তাঁর কণ্ঠ রোধ করিল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ক্লোরও চোখ ফাটিয়া জল আসিল, টমও আর নিজেকে সংযত করিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল।

অবশেষে মিসেস শেলবি বলিলেন—"টম! তোমাকে এখন কিছু আমি দিতে পারি না, যদি আমি তোমাকে টাকা দিই, তাহলে তা কেড়ে নেবে। কিন্তু আমি ভগবানকে সাক্ষী করে বলছি, তুমি যেখানেই যাওনা কেন, আমি তোমার সন্ধান রাখবো এবং আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলেই তোমাকে ফিরিয়ে আনবো।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ছেলেরা বলিল—"মিঃ হ্যালে আসছেন।"

ঠিক তখনই পদাঘাতে কপাট খুলিয়া বীরদর্পে হ্যালে কক্ষে প্রবেশ করিল। একে এলিজাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার উপর সে গত রাত্রে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছে। সেজন্য তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া আছে। রুক্ষস্বরে সে বলিল—"এই নিগার, প্রস্তুত হয়েছিস।" তারপর মিসেস শেলবিকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া একটা শুষ্ক অভিবাদন করিল।

টম প্রস্তুত ছিল। সে উঠিয়া ট্রাঙ্কটি কাঁধে তুলিয়া নম্র ও বিনয়ী ভৃত্যের মত হ্যালের অনুসরণ করিতে লাগিল। অদূরে গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। টমের সঙ্গে চলিলেন মিসেস শেলবি, ক্লো ও তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা। গাড়ির কাছে অন্যান্য ভৃত্যেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হ্যালে তাহাদের মধ্য দিয়া গাড়ির দিকে অগ্রসর হইল এবং গাড়ির নিকট পৌঁছিয়া টমকে বলিল—"ওঠ্।"

টম গাড়িতে উঠিলে বসিবার আসনের তলা হইতে দুইটি লৌহবেড়ি বাহির করিয়া হ্যালে টমের পায়ে পরাইয়া দিল। তাহার এই কার্যে উপস্থিত সকলেই মনে আঘাত পাইল। মিসেস শেলবি বারান্দা হইতে বলিলেন—"মিঃ হ্যালে, আমি আপনাকে এই ভরসা দিতে পারি যে, আপনার এই সাবধানতা-অবলম্বনের আবশ্যকতা নেই।"

—"কি জানি! এখান থেকে একবার পাঁচ শ' ডলার হারিয়েছি; আর বিপদে পড়তে চাই না।"

টম ক্লোকে বলিল—"মাস্টার জর্জের সঙ্গে দেখা হলো না, মনে বড় দুঃখ রইল।"

মি: শেলবিও প্রত্যূষে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, উপস্থিত সকলকে কাঁদাইয়া মিঃ শেলবির পুরাতন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস টম আপনজনদের বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া অচেনা দেশের পথে যাত্রা করিল।

ধূলিধূসরিত পথে গাড়িখানি সশব্দে ছুটিয়া চলিতেছে। পথের দুইধারে টমের চিরপরিচিত গাছপালা ও কত শত সামগ্রী পড়িয়া রহিল। ক্রমে গাড়িখানি মিঃ শেলবির জমি পিছনে ফেলিয়া রাজপথে গিয়া উঠিল। তারপর এক মাইল দূরে একটি কামারের দোকানের সম্মুখে পৌঁছিলে হ্যালে গাড়ি থামাইয়া একজোড়া হাতকড়া বাহির করিয়া কামারকে বলিল—"এটা একটু বাড়িয়ে দাও। ঐ লোকটার কব্জি দুটো চওড়া, পরানো যাচ্ছে না।"

লৌহকার বলিল—"ও যে দেখছি শেলবির টম। ওকে নিশ্চয়ই বিক্রী করেন নি?"

—"হাঁ, করেছে।"

—"কে এ কথা ভাবতো! কিন্তু ওকে হাতকড়া পরাবার দরকার নেই। ওর মত ভাল লোক…"

—"রাখ বাপু…তোমাদের ভাল লোকেরাই পালিয়ে যায়।"

টম এই সময় দোকানের বাহিরে বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিল। হঠাৎ সে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্বেই মাস্টার জর্জ ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গভীর দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—"এ অত্যন্ত জঘন্য কাজ! আমি যদি বড় হতাম, তাহলে এ কাজ কেউ করতে পারতো না… কিছুতেই না।"

টম বলিল—"মাস্টার জর্জ, তুমি এসে ভালই করেছ। যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না, এ দুঃখ আমায় বড় পীড়া দিচ্ছিল।"

এই সময় টম পা দুইখানি একটু নাড়িতেই জর্জের দৃষ্টি পড়িল পায়ের কড়ার উপর।

সে হাত তুলিয়া বলিল—"এ কি! ঐ বুড়োটাকে আমি মারবো …নিশ্চয় মারবো।"

—"না মাস্টার জর্জ। শান্ত হও…আস্তে কথা বল। তুমি ও লোকটাকে চটিয়ে দিলে আমার উপকার করা হবে না।"

—"বেশ। আমি শান্ত হচ্ছি।…আমি একটা ডলার এনেছি।"

—"কিন্তু আমি তো ওটা নিতে পারি না।"

—"তোমাকে নিতেই হবে। আন্‌ট ক্লোকে আমি একথা বলেছি।

সে বলেছে এটার মধ্যে ছেঁদা করে শক্ত স্থতো দিয়ে তোমার গলায় বেঁধে দিতে…কেউ দেখতে পাবে না। দেখতে পেলে ঐ শয়তানটা কেড়ে নেবে …ইচ্ছা হচ্ছে ওটাকে গুলি করে এখনি মেরে ফেলি।"

—"তাতে আমার কোন লাভ হবে না।"

জর্জ ডলারটি টমের গলায় বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"এইবার জামার বোতাম দাও। এটা সাবধানে গলায় রেখো। যখন এটাকে দেখবে, তখনই মনে করো আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। একথা আন্‌ট ক্লোকে বলেছি, বলেছি তোমার ভয় নেই। যতদিন বাবা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে না যান, ততদিন তাঁকে অস্থির করে তুলবো।

—"তোমার বাবাকে বিরক্ত করো না। তুমি ভাল ছেলে হবে। মায়ের কথা শুনবে, দুরন্তপনা করো না। মাস্টার জর্জ! তুমি যদি শত বছর জীবিত থাক, তাহলে তোমার মায়ের মত ভাল মানুষ আর একটিও দেখতে পাবে না। তুমি তাঁর সান্ত্বনা ও আশা-ভরসার স্থল হও….ভগবানের কাছে, আমার এই প্রার্থনা।"

এই সময় হ্যালে হাতকড়া লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। জর্জ তাঁহাকে বলিল—"শুনছেন মশায়! আপনার এই ব্যবহারের কথা আমি বাবা-মাকে বলে দেব।

—"স্বচ্ছন্দে।"

—"সারা জীবন এই দাস-ব্যবসায় করতে আপনার লজ্জা হয় না… এই ঘৃণ্য কাজ?"

—"তোমার পূর্বপুরুষেরা যখন দাসদাসী কেনে আর বেচে, তখনই

আমিই বা একা খারাপ হ'তে যাব কেন? বেচলে দোষ নেই, কিনলেই যত দোষ?"

—"আমি জীবনে কখন একাজ করবো না। আমি একজন কেনটাকিবাসী বলে লজ্জা বোধ করছি। বিদায়, টমকাকা।"

—"বিদায় মাস্টার জর্জ। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এই দেশে যদি তোমার মত আরও অনেকগুলি ছেলে থাকতো।"

জর্জ ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। টমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার সরল ও সুকুমার মূর্তিখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। জর্জ চলিয়া গেল। তাহার ঘোড়ার পায়ের শব্দ যতক্ষণ শুনা গেল, টম ততক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল···টম হাত দিয়া সেই শিশু-হাতে-বাঁধা ডলারটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল!

=নয়=

সন্ধ্যাকাল। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—

কেনটাকির এক গ্রাম্য সরাইয়ে একজন বৃদ্ধ পর্যটক প্রবেশ করিলেন। ভিতরে লোকের ভিড়। ইহারা অধিকাংশই ভবঘুরে। কক্ষটির কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে; প্রায় সকলেই আগুনের কাছে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের ভিতর দিয়া নিগ্রো পরিচারকেরা ব্যস্তভাবে চলা-ফেরা করিতেছে। কক্ষের এক কোণে কতকগুলি রাইফেল ও গুলি-বারুদের থলি সাজানো ছিল। সেই বৃদ্ধ পর্যটকটি কক্ষের এক অংশে একখানি বিজ্ঞাপনের নিকট ভিড় দেখিয়া তাঁহার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওখানে কি?"

—"একটা নিগ্রোর জন্যে বিজ্ঞাপন।"

বৃদ্ধ পর্যটকটি তাঁহার ছাতা ও ছোট পোর্টম্যানটোটি হাতে ধরিয়া উঠিয়া গিয়া বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—

"জর্জ নামে আমার এক মুলাট্টো ভৃত্য পলাইয়া গিয়াছে। লোকটি ছয় ফুট দীর্ঘ, মাথায় বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল। খুব বুদ্ধিমান, চমৎকার ইংরেজি বলিতে পারে, লিখিতে-পড়িতেও জানে। সম্ভবতঃ শ্বেতাঙ্গের ছদ্মবেশে পলাইবার চেষ্টা করিবে। তাহার পিঠে ও কাঁধে গভীর ক্ষত আছে। তাহার বাম হাতে 'এইচ' অক্ষরের উল্কি। তাহাকে জীবিত ধরিয়া আনিতে পারিলে চারশত ডলার দিব এবং তাহাকে যে হত্যা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ দিলেও ঐ পরিমাণ অর্থ দিব।"

বৃদ্ধ পর্যটকটি বিজ্ঞাপনখানি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আবার নিজের আসনে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পাশের সেই লোকটির সহিত বিজ্ঞাপনদাতার নির্বুদ্ধিতা ও হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা সরাইয়ের দরজার একখানি বগিগাড়ী আসিয়া থামিতেই তাঁহাদের কথাবার্তায় বাধা পড়িল। বগিখানি চালাইয়া আনিল, একজন নিগ্রো চালক। বগির আরোহী ভদ্রলোকটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই উপস্থিত সকলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ভদ্রলোকটি অত্যন্ত দীর্ঘকায় পুরুষ, তাঁহার মস্তকে কালো কুঞ্চিত কেশ, চোখ দুইটি উজ্জ্বল, নাসিকাটি তীক্ষ্ণ, অধরোষ্ঠ পাতলা। তাঁহার

পোষাকে পারিপাট্য ও সুরুচি পরিস্ফুট। উপস্থিত সকলেরই মনে ধারণা হইল, লোকটি অসাধারণ।

ভদ্রলোকটি মাথা নোয়াইয়া উপস্থিত সকলকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার ট্রাঙ্কটি কোথায় রাখিতে হইবে নিগ্রো ভৃত্যটিকে ইঙ্গিতে বলিয়া সোজা সরাইওয়ালার কাছে গিয়া নিজের নাম বলিলেন—"হেন্‌রি বাট্‌লার, ওক্‌ল্যাণ্ডস, শেলবি কাউন্‌টি।" তারপর তিনি নির্লিপ্তের মত বিজ্ঞাপনটির নিকট অগ্রসর হইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভৃত্যটিও তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন—"জিম! আমার মনে হয়, এই রকম একটা ছেলেকে দেখেছি।"

—"হাঁ হুজুর, কিন্তু তার হাতখানা···"

—"সেটা দেখিনি বটে।" তারপর ভদ্রলোকটি ধীরে ধীরে সরাইওয়ালার নিকটে গিয়ে তাঁহাকে একখানি পৃথক কক্ষ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"আমাকে এখনই খান-কয়েক জরুরি চিঠি লিখতে হবে।"

সরাইওয়ালা তাঁহার অনুগত ভৃত্যের মত অনুরোধটি শিরোধার্য করিল। তৎক্ষণাৎ সাতজন ভৃত্য উপরতলার একটি কক্ষ সাজাইয়া, গুছাইয়া, আগুন জ্বালাইয়া আরামপ্রদ করিবার জন্য ছুটিল।

ভদ্রলোকটি কক্ষে প্রবেশ করিবার পর হইতেই সেই বৃদ্ধ পর্যটকটি তাঁহাকে কেমন এক অস্বস্তিকর কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি যেন ভদ্রলোকটির সহিত কোথাও পরিচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোথায়, তাহা মনে করিতে পারিতেছিলেন না। ভদ্রলোকটি যখনই কোন কথা বলিতেছিলেন, তখনই

পর্যটকটি চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটির শান্ত ও কালো চোখ দুইটির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিতেই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিলেন। এমন সময় সহসা পর্যটকের মনে একটি কথা প্রতিভাত হইল। তিনি ভয়ে-বিস্ময়ে ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইতেই ভদ্রলোকটি তাঁহার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিলেন—"আমার বোধ হয়, আপনি মিঃ উইলসন। আমাকে মার্জনা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। কিন্তু আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন। আমি শেলবি কাউনটির ওকল্যাণ্ডের মিঃ বাটলার।"

—"ও··· হাঁ···হাঁ···মশায়··· ।"

মিঃ উইলসন স্বপ্নাবিষ্টের মত কথাগুলি বলিয়া গেলেন। জর্জ পূর্বে যে চট-তৈয়ারীর কারখানায় কাজ করিত, মিঃ উইলসন তাহারই মালিক।

সেই সময় একটি নিগ্রো ভৃত্য আসিয়া বলিল, কক্ষ প্রস্তুত। ভদ্র লোকটি তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন—"জিম, ট্রাঙ্কগুলোর ব্যবস্থা কর।" তারপর মিঃ উইলসনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক কথাবার্তা আছে। যদি দয়া করে আমার কক্ষে একবার আসেন···"

মিঃ উইলসন ভদ্রলোকটির অনুসরণ করিতে লাগিলেন—তিনি যেন সুপ্তাবস্থায় হাঁটিয়া যাইতেছেন।

দুইজনে উপরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যেরা সব কাজ শেষ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেই ভদ্রলোকটি কক্ষের দরজায় চাবি দিয়া চাবিটি নিজের পকেটে রাখিলেন। তারপর কক্ষের দেওয়ালের উপর হাত দুইখানি রাখিয়া যুবকটি মৃদু হাস্তে বলিল—

"আমি ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছি। ওয়ালনাটের ছালের একটু রসে আমার রঙ বদলে গেছে, চুলে রঙ দিয়ে চুল কালো হয়েছে। বিজ্ঞাপনে আমার চেহারার যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে মিলছে না।"

—"কিন্তু জর্জ। এ যে ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়েছ। তোমাকে এমন করতে পরামর্শ আমি দিতে পারি না।"

—"আমি নিজের দায়িত্বেই এ বিপদ ঘাড়ে করেছি।"

জর্জের পিতা ছিলেন একজন শ্বেতকায়, মাতা নিগ্রো। জর্জ তাহার পিতার আকারই অধিক মাত্রায় পাইয়াছিল। সেইজন্য তাহার আত্মগোপনে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

মিঃ উইলসন বলিতেন—"জর্জ! আমি বড় দুঃখিত; তুমি তোমার দেশের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করছো।"

—"আমার দেশ? সমাধিস্থান ছাড়া আমার দেশ কোথায়? আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেখানেই যেন সমাহিত হই।"

—"জর্জ! ভগবানের ইচ্ছার কাছেই আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত। তোমার পালিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।"

—"মিঃ উইলসন! আজ যদি কোন রেড ইন্‌ডিয়ান এসে আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার অবস্থায় রাখতো, আপনি কি করতেন? পালাতেন না?"

মিঃ উইল্‌সন এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, নীরবে জর্জের দিকে তাকাইয়া তাঁহার হাতের ছাতাটি বার বার নাড়িতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"জর্জ! আমি তোমার বন্ধু। যা বলেছি, তোমার ভালোর জন্যেই বলেছি। তুমি মস্ত এক বিপদের ঝুঁকি মাথায়

নিয়েছ। ওরা যদি তোমাকে ধরে, তাহলে তোমাকে আধমরা করে ফেলবে।"

—"মিঃ উইলসন! আমি সবই জানি। সব জেনেই আমি বিপদ ঘাড়ে করেছি। কিন্তু"...বলিয়া জর্জ তাহার ওভারকোটের বোতামগুলি তুলিয়া মিঃ উইল্‌সনকে দুইটি পিস্তল ও একখানি ছোরা দেখাইল। "আমি সে-জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। দক্ষিণ দেশে আমি কিছুতেই যাব না। তার আগে আমি ছ'ফুট জায়গার বন্দোবস্ত করবো।"

—"জর্জ! তুমি তোমার দেশের আইন ভঙ্গ করতে যাচ্ছ।"

—"আবার বলছেন 'আমার দেশ'? মিঃ ইউল্‌সন, আপনার দেশ আছে; কিন্তু আমার মত যে ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, তার দেশ কোথায়? আমরা কি তার আইন তৈরী করি? তাতে আমাদের কিছু মাত্র সম্মতি নেই। যে সব আইন তৈরি হয়, সে সব আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে। মিঃ উইল্‌সন, আপনি যদি আমার জন্মবৃত্তান্ত শোনেন শিউরে উঠবেন। আমার পিতা ছিলেন একজন শ্বেতকায় আমেরিকান। আমি লেখাপড়াও ভালো শিখেছি কিন্তু নিগ্রো ক্রীতদাসীর সন্তান বলে আমি সর্বত্র উপেক্ষিত, অন্যান্য নিগ্রোদেরই মত নির্যাতিত। কাজেই আমার দেশ নেই। তাই আমি নিজের দেশ বলে একটি জায়গা বেছে নিতে চলেছি। আমি আপনার দেশের কিছু চাই না। আমি কানাডায় যাচ্ছি। যে দেশের আইন আমাকে গ্রহণ করবে, আমাকে রক্ষা করবে, সেই হবে আমার দেশ। তারই আইন আমি মানবো। কিন্তু যদি কোন লোক আমার স্বাধীনতা হরণ করতে আসে, সে যেন সাবধান হয়। কেননা আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবো।

আপনারা বলেন আপনাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন ; যদি সেটা তাঁদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তবে আমার পক্ষে তা অন্যায় হবে কেন ?"

মিঃ উইল্‌সন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"জর্জ, কিন্তু সতর্ক হয়ে থেকো, বাবা, কাউকে যেন গুলি করো না। বুঝলে ? তোমার স্ত্রী কোথায় ?"

—"সে তার ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেছে···ভগবান জানেন কোথায় ? বোধ হয় ধ্রুবতারার উদ্দেশে গেছে। তার সঙ্গে আর মিলিত হবো কিনা কে জানে।"

—"এ কি সম্ভব। এমন দয়ালু মনিবের আশ্রয় ছেড়ে···?"

—"দয়ালু পরিবারও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের দেশের আইন শিশু-সন্তানকে তার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মনিবের ঋণপরিশোধের জন্যে বিক্রী করতে অনুমতি দেয়।"

—"সব যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক···" বলিতে বলিতে মিঃ উইল্‌সন একতাড়া নোট বাহির করিয়া জর্জের হাতে দিতে গেলেন।

—"না, মশায়। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। তা ছাড়া এর ফলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে।"

—"না, জর্জ, নিতেই হবে তোমাকে। টাকা সব জায়গায় দরকার। নাও···নাও···বাবা।"

—"এই শর্তে নিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আপনি টাকাগুলো আবার ফেরৎ নেবেন"····বলিয়া জর্জ নোটগুলি লইল।

—"কিন্তু জর্জ, এ-ভাবে তুমি কতদূর যাবে…বেশি দূর নয়। আর, তোমার সঙ্গে ঐ কালো ছেলেটা কে?"

—"ছেলেটা বড় খাঁটি। ও এক বছর আগে কানাডায় গিয়েছিল। ও সেখানে গিয়ে শুনতে পায়, ওর মনিব ওর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বুড়ো মাকে নির্দয়ভাবে চাবুক মেরেছে। ও সেখান থেকে এসেছে, মাকে সান্ত্বনা দিতে; সুবিধা-পেলে তাকে নিয়ে পালাবে।"

—"মার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?"

—"এখনও হয় নি, তবে ও সুযোগ খুঁজছে। ইতিমধ্যে ও আমার সঙ্গে ওহিও পর্যন্ত গিয়ে আমাকে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসবে!"

—"বড় ভয়ঙ্কর! বড়ই ভয়ঙ্কর!"

জর্জের ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। মিঃ উইল্‌সন তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"জর্জ, তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি আর সে মানুষ নও।"

—"যে হেতু আমি এখন স্বাধীন। আমি স্বাধীনতা লাভ করেছি।"

—"সাবধান! তুমি ধরা পড়তে পার।"

—"মিঃ উইলসন, যদি ধরাই পড়ি, কবরের মধ্যে সব লোকই স্বাধীন ও সমান। সেখানে ছোট-বড় নেই।"

—"তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। তুমি এই সরাইয়ে এসে উঠেছ!"

—"মিঃ উইল্‌সন, সরাইটা এত কাছে যে ওদের কোন সন্দেহই হবে না। ওরা আমাকে দূরের পথে ও দূরের সরাইগুলোতে খুঁজবে, আর, ঐ জিমের মনিব তো এখানে থাকে না। কাজেই ওকে কেউই চিনতে

পারবে না। তা ছাড়া, ওর আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েছে। সেজন্য ওর ওপর কারোরই সন্দেহ হবে না। আর, ঐ বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে আমারও চেহারার মিল নেই।"

—"কিন্তু তোমার হাতের দাগ?"

জর্জ তাহার হাত হইতে গ্লাভ্‌সটি খুলিয়া একটি শুষ্কপ্রায় ক্ষত দেখাইয়া বলিল—"পনেরো দিন আগে আমার মনিব এইটি আমাকে উপহার দেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, আমি শীঘ্রই পালাব।"

—"এ কথা ভাবতেও আমার বুকের রক্ত জমে যাচ্ছে।"

—"আমারও এতদিন জমে ছিল, এখন ফুটছে। আমি কাল ভোরে এখান থেকে চলে যাব। যদি শোনেন, আমি ধরা পড়েছি, তাহলে জানবেন আমি মারাও গেছি।"

মিঃ উইল্‌সন নীরবে জর্জের করমর্দন করিয়া কক্ষ হইতে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। জর্জ রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে একটি কথার উদয় হওয়াতে সে দরজা খুলিয়া বলিল,—"মিঃ উইল্‌সন, আর একটি কথা।"

মিঃ উইল্‌সন আবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জর্জ আবার পূর্বের মতই দরজায় চাবি দিল। তারপর বলিল —"মিঃ উইল্‌সন, আপনি যথার্থ খ্রীস্টানের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।"

—"কি, বাবা?"

—"আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘাড়ে করেছি। আমি যদি মরি, এ পৃথিবীতে আমার জন্যে ভাববার আর কেউ নেই। আমাকে সকলে কুকুরের মত হত্যা করে পুঁতে ফেলবে। আমার

মৃত্যুর পরদিনই সকলেই আমার কথা ভুলে যাবে, কেবল সে দুঃখের বোঝা সারা জীবন ধরে বইবে আমার স্ত্রী। আপনি যদি তাকে কোন রকমে এই পিনটি পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটা সে খ্রীস্টমাসের সময় আমাকে উপহার দিয়েছিল। বলবেন, আমি তাকে জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত ভালবেসেছি। এটা দেবেন কি ?"

—"নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই দেব।"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল···কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

—"তাকে আমার শেষ ইচ্ছাটি জানাবেন ; বলবেন, তাকে আমি কানাডায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে বলেছি। তাকে বলবেন··· আমাদের ছেলেটিকে যেন সে স্বাধীন মানুষের মত করে গড়ে তোলে। কথাগুলো তাকে বলবেন কি ?"

—"হাঁ, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি জীবিত থাকবে···ভগবানের উপর নির্ভর করো।"

—"ভগবান আছেন কি ? আমি আমার জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারে এত দুঃখ-কষ্ট ও শয়তানের জয়-জয়কার দেখেছি যে, ভগবান আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।"

—"আছেন, আছেন তিনি। তাঁর চারধারে মেঘ ও আলোক। তাঁর সিংহাসন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বিশ্বাস করো।"

—"ধন্যবাদ ! এ বিষয়ে আমি চিন্তা করবো।"

অতঃপর দুইজনে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

=দশ=

ওয়াগন চলিতেছে—

হ্যালে ও টম···প্রভু ও ক্রীতদাস···একই আসনের দুই প্রান্তে বসিয়া আপন আপন চিন্তায় মগ্ন। হ্যালে ভাবিতেছে, টমের দেহখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কত; তাহাকে আরও অনেকগুলি মালপত্র অর্থাৎ ক্রীতদাস কিনিতে হইবে; ইত্যাদি। আর, টম ভাবিতেছে, বাইবেলে সে যে সান্ত্বনাবাণীগুলি পাঠ করিয়াছে, সেগুলি।

হ্যালে এক সময় পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিল এবং একখানি খবরের কাগজ খুলিয়া তাহার বিজ্ঞাপনগুলি মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিল। সে লেখাপড়া বিশেষ জানে না।

কাগজে একটি বিজ্ঞাপন ছিল, কতকগুলি নিগ্রো পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুবিক্রয়ের। বিজ্ঞাপনে তাহাদের বর্ণনাও ছিল।

হ্যালে বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া কথা বলিবার আর কোন লোক না থাকায় টমকে বলিল—"এইগুলোকে একবার দেখতে হবে। দরে পোষালে কিনবো। তোমার দু-চারজন সঙ্গী হবে। আমরা এখান থেকে ওয়াশিংটনে যাব। সেখানে তোমাকে জেলে আটকে রেখে, হাটে গিয়ে নিলামটা দেখে আসবো।"

টম নীরবে কথাগুলি শুনিল।

তারপর দিনান্তে সন্ধ্যাকালে হ্যালে টমকে লইয়া ওয়াশিংটনে পৌঁছিল। টমের থাকিবার ব্যবস্থা হইল জেলে, হ্যালে রহিল এক সরাইয়ে।

পরদিন বেলা প্রায় এগারোটার সময় আদালত-গৃহের সম্মুখে একদল নিগ্রো দাস-দাসীকে নিলামে উঠানো হইল। তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে টেবিলের উপর তুলিয়া নিলাম ডাকা হইতে লাগিল। তাহাদের চারিধারে ক্রেতা, দর্শক ও সরকারী কর্মচারীদের ভিড়। নিলামদার পণ্যের দর হাঁকিয়া যাইতেছে।

হ্যালে তিনটি দাস-দাসী কিনিয়া তাহাদের হাতে হাতকড়া পরাইল এবং একগাছি শিকলে তাহাদের তিনজনকে বাঁধিয়া তিনটি গরু-ছাগলের মত তাড়াইতে তাড়াইতে জেলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল।

তাহার দিনকয়েক পরে সে তাহার পণ্যগুলিকে লইয়া ওহিও নদীপথে একখানি জাহাজে গিয়া উঠিল। পথের মাঝে মাঝে হ্যালের কয়েকজন প্রতিনিধি তাহার জন্য দাস-দাসী কিনিয়া রাখিয়াছিল। সে তাহাদের সকলকে জাহাজে তুলিয়া দক্ষিণ দেশে দাস-দাসীর হাটে লইয়া যাইবে। সেই জাহাজে আরও অনেক দাসব্যবসায়ী তাহাদের মানুষ-পণ্য লইয়া হাটে চলিয়াছে। পণ্যগুলি অবশ্য জাহাজের মাল-পত্রের সহিত নীচের ডেকেই রহিল।

হ্যালে একবার আসিয়া টমদের বলিয়া গেল—"ভদ্রলোকের মত সব চুপ-চাপ বসে থাক। গোলমাল করলে, কঠোর সাজা পাবে।"

সে চলিয়া যাইতেই সকলে সুখদুঃখের কথা পাড়িয়া বসিল।

জাহাজ চলিতেছে। ওহিও নদীর দুই তীরে সুন্দর দৃশ্যাবলী, উপরে রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাকাশ। জাহাজের মাস্তুলে যুক্তরাষ্ট্রের রেখা ও তারকাঙ্কিত জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। উপরের ডেকে শ্বেতকায় যাত্রিগণ পথের দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে চলিয়াছে। গল্পে-হাস্যে তাহারা মশগুল।

জাহাজ চলিতেছে। মাঝে মাঝে একটি স্টেশনে আসিয়া থামিতেছে। যাত্রী নামিতেছে ও উঠিতেছে। উপরে শ্বেতকায় যাত্রিমহলে হাস্যকোলাহল শোনা যায়, নীচে ক্রীতদাস-দাসীগণের মধ্যে উঠে সকরুণ রোদনরোল। কেহ মাতা, কেহ স্বামী, কেহ বা শিশু-সন্তান—সকলেই জীবন্ত পণ্যে পরিণত হইতেছে।

এই ভাবে চলিতে চলিতে কয়েক দিন পরে, কেনটাকি প্রদেশের একটি ছোট স্টেশনে আসিয়া জাহাজ থামিল। জাহাজ হইতে তীরে একখানি তক্তা নামাইয়া দেওয়া হইল। হ্যালে তক্তার উপর দিয়া তীরে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। স্ত্রীলোকটির পরিধানে পরিচ্ছন্ন বেশ, তাহার কোলে একটি মাস-দশেকের শিশু। স্ত্রীলোকটির পিছনে একজন নিগ্রো তাহার ট্রাঙ্ক কাঁধে লইয়া আসিতেছিল। স্ত্রীলোকটি জাহাজে উঠিয়া অন্যান্য নিগ্রো দাসদাসী ও মালপত্রের মধ্যে গিয়া বসিল।

তারপর জাহাজ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে হ্যালে সেই স্ত্রীলোকটির সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি যেন বলিতে লাগিল। টম দেখিল, স্ত্রীলোকটির মুখমণ্ডল সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; তারপরই সে স্ত্রীলোকটিকে বলিতে শুনিল—"আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।"

—"যদি বিশ্বাস না কর, এই দেখ···" বলিয়া সে একখানি কাগজ বাহির করিল। "তোমার মনিবকে আমি তোমার জন্যে কত টাকা দিয়েছি, তা এখানে লেখা রয়েছে।"

—"আমি বিশ্বাসই করি না যে, আমার মনিব আমার সঙ্গে এই চালাকী খেলবেন। আপনি ঠিক কথা বলছেন না।"

—"আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এখানে যে কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর।"

স্ত্রীলোকটি অবশ্য লেখা-পড়া জানিত না। তাহাদের কথাবার্তায় আরও অনেকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল—"আমার মনিব আমাকে নিজে বলেছেন, তিনি আমাকে লুসিভিলের যে সরাইয়ে আমার স্বামী চাকরি করে, সেই সরাইয়ে রাঁধুনীর কাজ করবার জন্যে পাঠাচ্ছেন। তিনি যে মিছে কথা বলবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

উপস্থিত দুই-একজন ভদ্রলোক বিক্রয়দলিলখানি পাঠ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"এ ভদ্রলোকের কথাই ঠিক।"

স্ত্রীলোকটি বলিল—"ও দলিলের কোন মূল্য নেই।"

ব্যাপারটি তখনকার মত সেইখানেই থামিয়া গেল।

জাহাজ চলিতেছে। উপরে সকলেরই মুখে হাসি; শিশুরা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নীচেও দাসদাসীগণ যতদূর সম্ভব কথাবার্তায় তাহাদের হৃদয়ের ভার লাঘবের চেষ্টা করিতেছে। সেই স্ত্রীলোকটির শিশুও তাহার কোলে শুইয়া আনন্দে খেলা করিতেছিল। একজন শ্বেতকায় ভদ্রলোক আসিয়া শিশুটির হাতে একটুকরা মিছরি দিতে সে সেটি লইয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোকটি তাহাতে বড় খুশী হইলেন। তিনি তাহার নিকট হইতে কিছুদূরে দাঁড়াইয়া হ্যালের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি হতভাগিনীর শিশুটিকে ক্রয় করেন। অনেক দর-কষাকষির পর, হ্যালে

শিশুটিকে তাঁহার নিকট বিক্রয় করিল। এ কথা অবশ্য তাহার মাতা জানিতেও পারিল না।

ভদ্রলোকটি লুসিভিল যাইতেছিলেন। হ্যালে বলিল—"দেখুন, ছেলেটাকে ওর মায়ের কাছ থেকে নিতে গেলে, ও খুব কান্নাকাটি করবে। আমি, মশায়, কান্নাকাটি পছন্দ করি না। ছেলেটাকে গোপনে সরিয়ে ফেলবেন, বুঝলেন? কাজটা লুসিভিলে নামবার সময়ই করবেন। জাহাজ সন্ধ্যার সময় লুভিসিল পৌছবে। ছেলেটাও তখন ঘুমোবে..."

ভদ্রলোকটি তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিক্রয়দলিল লেখা হইল। তারপর দুইজনে নিশ্চিন্তমনে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা নামিল। জাহাজও লুসিভিলের বন্দরে গিয়া প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটি তখন তাহার শিশুটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। শিশুটি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। স্ত্রীলোকটি ষ্টেশনের নাম শুনিতেই দুইটি বড় বড় কাঠের বাক্সের ফাঁকে একটি প্রকাণ্ড জামা পাতিয়া শিশুকে তাহার উপর শোয়াইয়া জাহাজের রেলিংয়ের ধারে উঠিয়া গেল। তারপর রেলিংয়ে হেলান দিয়া তীরের দিকে তাকাইয়া জেটিতে উপস্থিত হোটেলের-খানসামাদের মধ্যে তাহার স্বামীর সন্ধান করিতে লাগিল।

হ্যালে ইত্যবসরে—"এই আপনার সুযোগ"...বলিয়া ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া ভদ্রলোকটির হাতে তাহাকে দিবার সময় বলিল—"সাবধান! জাগে না যেন। তাহলেই কাঁদবে।"

ভদ্রলোকটি শিশুটিকে পুটুলির মত করিয়া লইয়া যাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া তীরে নামিয়া গেলেন।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। লুসিভিলের আলোকোজ্জ্বল ঘাট ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহার শিশুটি সেখানে নাই। কেবল হ্যালে সেখানে বসিয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীলোকটি ভয়ে-বিস্ময়ে-বেদনায় বলিয়া উঠিল—"কৈ? কৈ? আমার বাছা কোথায়?"

হ্যালে বলিল—"লুসি! তুমি যাচ্ছ দক্ষিণদেশের হাটে। তোমার ছেলেটিকে আমি এখানে এক ভদ্রপরিবারে বেচে দিয়েছি। তাঁরা ওকে তোমার চেয়ে ঢের বেশী যত্নে মানুষ করবেন।"

স্ত্রীলোকটি একটু কাঁদিল না, একটি কথাও বলিল না। শেলটি যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে গিয়া বিঁধিয়াছে। সে অবসন্নদেহে বসিয়া রহিল। তাহার বাহু দু'খানি শিথিলভাবে দু'পাশে ঝুলিতেছে। তাহার দৃষ্টি সোজা সম্মুখের দিকে, কিন্তু কিছুই তাহার চোখে পড়িতেছে না। জাহাজের ইঞ্জিনের ও জলধারার শব্দ অস্পষ্টভাবে মিশিয়া স্বপ্নের মত তাহার কানে প্রবেশ করিতেছে। তাহার হৃদয় অসাড়—যে আঘাত সে পাইয়াছে, তাহার বেদনা প্রকাশের জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত বা একটু শব্দও সে করিতেছে না।

হ্যালে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"হুজুর! এখন যেন একটি কথাও আমার সঙ্গে না বলেন…"

তাহার কণ্ঠস্বর হইতে বেদনা ঝরিয়া পড়িল। সে নীরবে তাহার শিশুর পরিত্যক্ত সেই জামাটিতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

টম সমস্ত ঘটনাটিই পূর্ব হইতে দেখিয়াছিল। ইহার ফল যে কি

হইবে, তাহাও সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সে স্ত্রীলোকটির নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া টমের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। জাহাজের সকলেই নিদ্রামগ্ন, জলধারার ছল ছল শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

টম একটি প্যাকিং বাক্সের উপর দেহ এলাইয়া দিল। শুইয়া শুইয়া সে শুনিতে লাগিল, সেই হতভাগিনী রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"হে জগদীশ্বর! আমি কি করবো? আমাকে রক্ষা কর।" কথাগুলি বার বার তার কানে বাজিতে লাগিল।

রাত্রি তখন গভীর, টম হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। কালোমত একটা কি যেন তাহার নিকট দিয়া জাহাজের পাশে চলিয়া গেল; তারপরই জলে ঝপাৎ করিয়া শব্দ হইল। আর কেহ কিছু দেখিল না বা শুনিল না। টম মাথা তুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি যে-স্থানটিতে বসিয়াছিল, তাহা শূন্য। সে উঠিয়া তাহাকে এদিকে-ওদিকে বৃথাই অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে বুঝিল, হতভাগিনী চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

সকাল হইলে দাসব্যবসায়ী হ্যালের ঘুম ভাঙিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার সজীব মালপত্রগুলির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি নাই। সে বিচলিত হইয়া টমকে জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটা গেল কোথায়?"

টম উত্তরে কেবল বলিল—"জানি না।"

—"নিশ্চয়ই রাত্রে সে কোন ষ্টেশনে নেমে যায় নি। কেননা যখনই কোন ষ্টেশনে জাহাজ থেমেছে, তখনি জেগে লক্ষ্য রেখেছি।"

টম নীরবে বসিয়া রহিল।

হ্যালে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটির জন্য জাহাজের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইল না। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া টমকে বলিল—"টম! সত্যি কথা বল; তুমি সব জান। তাকে আমি রাত চারটে অবধি ওখানে থাকতে দেখেছি, তারপর আর দেখিনি। তুমি নিশ্চয়ই জান।"

টম বলিল—"হুজুর! শেষ রাতের দিকে কি একটা যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি তখন আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। তারপরই জলে একটা কি পড়ার শব্দ শুনলাম। আমি জেগে উঠলাম। তারপর দেখি মেয়েটা নেই। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।"

হ্যালে অবশ্য স্ত্রীলোকটির আত্মহত্যার জন্য একটুও দুঃখিত হইল না। সে পকেটবুকখানি বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটির নামের পাশে শুধু লিখিয়া রাখিল—'ক্ষতি'। এই ক্ষতির জন্যই সে বড় অশান্তি ও পীড়া অনুভব করিতে লাগিল।

=এগার=

মিসিসিপি নদী—

বিশাল তাহার দেহ, প্রখর তাহার স্রোত। উচ্ছল-চঞ্চল-মলিন জলরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া আবর্তের সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পারাপার চোখে পড়ে না। টমদের জাহাজখানি ওহিও হইতে তাহার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে।

জাহাজখানি একদিকের কূলের কোল ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। নানা স্থান হইতে উহা যাত্রী ও পণ্য সংগ্রহ করিয়াছে। যাত্রী ও পণ্যে উহার কোন স্থান আর শূন্য নাই।

তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্য পশ্চিম আকাশ হেলিয়া পড়িয়াছে। টম একটি তূলার গাঁটের উপর বসিয়া তাহার বাইবেলখানি খুলিয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হ্যালের মত লোকও এই কয়দিনে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার হাত-পায়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সে জাহাজের যেখানে খুশী যায়···সকলকেই সর্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

নদীধারা এখানে তাহার দুই তীরের উচ্চভূমির উপর অবস্থিত গ্রাম-প্রান্তরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিউ অর্‌লিন্‌স সেখানে হইতে প্রায় শত-মাইলের পথ। নদীটির বক্ষ হইতে দুই তীরের স্থলভূমির বহুদূর অবধি চোখে পড়ে। টম দেখিতে লাগিল, ঐ দূরে, ক্ষেত-খামারে ক্রীতদাসেরা কাজ করিতেছে। সেখান হইতে দূরে ঐ তাহাদের কুটীরের সারি···যেন এক একটি গ্রাম। সেই গ্রাম হইতে দূরে অনেকখানি ব্যবধানে তাহাদের প্রভুগণের সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য গৃহ ও ক্রীড়া-কৌতুকের রঙ্গক্ষেত্র।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার মন ছুটিয়া গেল সুদূর কেনটাকির এক অংশে একটি আবাদে। সে দেখিল, তাহার চোখের সম্মুখে প্রাচীন বীচবৃক্ষশ্রেণীর নীচে ছায়াসুশীতল একখানি গৃহে ঐ তাহার শৈশবের সঙ্গীরা ; ঐ যে তাহার স্ত্রী ক্লো, যেন তাহারই সান্ধ্য-ভোজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া রন্ধন করিতেছে। গৃহের মধ্যে বসিয়া তাহার ক্রীড়ারত ছেলে-মেয়েগুলির হাস্যধ্বনি তাহার কানে ভাসিয়া

আসিতেছে ; তাহার সব চেয়ে ছোট ছেলেটি এই যে মার কোলে বসিয়া পাখীর মত আপন আনন্দে অনর্গল বকিয়া যাইতেছে।

সহসা এই দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখ হইতে বিলীন হইয়া গেল। তাহার পরিবর্তে সে দেখিল, নদীতীরে ঐ যে বেতসের ঝোপ, সুদীর্ঘ সাইপ্রেসশ্রেণী ও আবাদের পর আবাদ ; জাহাজ জলে তরঙ্গ তুলিয়া সশব্দে নদীপথে গন্তব্যস্থলের দিকে ভাসিয়া চলিতেছে। ইহারা সকলে যেন তাহাকে বলিতেছে…জীবনের সেই দিনগুলি আর ফিরিয়া আসিবে না, চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে !

এই জাহাজে সেণ্ট ক্লেয়ার নামে একজন ভদ্রলোক নিউ অর্‌লিন্‌স যাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটির সহিত তাঁহার এক আত্মীয়া ও কন্যা ছিলেন। কন্যাটির বয়স দশ-বারো বৎসর হইবে। নাম তাহার ইভান্‌জেলিন। তাহার মুখখানি ছিল যেমন স্বর্গীয় সুষমায় উজ্জ্বল, তাহার হৃদয়ও ছিল তেমনই কোমল এবং স্বভাবও ছিল তেমনই মধুর। তাহার হাস্যে, কথায়, চাঞ্চল্যে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে যাত্রিগণ, কেবল যাত্রিগণ কেন জাহাজের সকলেই উৎফুল্ল। সে সর্বত্র সকলেরই কাছে যায়। সকলেই তাহাকে আদর করিয়া ডাকে। ক্রীতদাস-দাসীরা যেখানে বসিয়াছিল, ইভান্‌জেলিন সেখানেও মাঝে মাঝে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কখন কখন সে টমের পাশে একটি বাক্সের উপর গিয়াও বসিয়া থাকে।

টম ছুরি দিয়া ফলের বীচি অতি কৌশলে কাটিয়া নানা রকমের ছোট ছোট খেলনা ও নল কাটিয়া সুন্দর বাঁশী তৈয়ারি করিতে পারিত। অনেক সময় সে চিত্তবিনোদনের জন্য বসিয়া বসিয়া এই সকল জিনিস তৈয়ারি করিত। তখনও টমের পকেটে কয়েকটি খেলনা ও বাঁশী ছিল।

মেয়েটি টমের কাছে গিয়ে বসিতেই সে দুই একটি খেলনা দিয়া তাহার সহিত আলাপের চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশেষে দুইজনের মধ্যে বেশ ভাব জমিয়া গেল।

টম জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি, খুকু ?"

—"ইভান্‌জেলিন সেণ্ট ক্লেয়ার। কিন্তু সকলে আমাকে 'ইভা' বলে ডাকে। তোমার নাম কি ?"

—"আমার নাম টম। কেনটাকিতে ছেলেরা আমাকে 'টমকাকা' বলে ডাকতো।"

—"তবে আমিও তোমাকে 'টমকাকা' বলে ডাকবো। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে, টমকাকা, তুমি কোথায় যাবে ?"

—"জানি না, ইভা ?"

—"জান না ?"

—"না আমাকে বেচবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। কার কাছে বলতে পারি না।"

—"আমার বাবা তোমাকে কিনতে পারেন। আমি বাবাকে আজই বলবো। আমাদের বাড়িতে তুমি খুব আনন্দে থাকবে।"

—"ধন্যবাদ !"

ইতিমধ্যে জাহাজখানি একটি ছোট স্টেশনে আসিল। সেখানে কাঠ তোলা হইবে। জাহাজের খালাসীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। টমও তাহাদের সহিত স্বেচ্ছায় কাঠ তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পিতা ডাকিতেই ইভান্‌জেলিন উপরের ডেকে উঠিয়া গিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল।

জাহাজে কাঠ উঠিতেছে ; দুইজনে একেবারে ধারে দাঁড়াইয়া তাহা

দেখিতেছেন। কাঠ তোলা হইলে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজের বিশাল চাকাখানি জলে দুই-একবার ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইভা টাল সামলাইতে না পারিয়া হঠাৎ সোজা নদীর মধ্যে পড়িয়া গেল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেই অন্যান্য যাত্রিগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল। সকলে দেখিল, টম মেয়েটিকে লইয়া সাঁতরাইয়া জাহাজের পাশে আসিয়া তাহার অচৈতন্য দেহটিকে দুই হাত দিয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া আছে।

সে ছিল নীচের ডেকে। মেয়েটি তাহার সম্মুখ দিয়া উপর হইতে জলে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেও জলে ঝাঁপ দিয়াছিল; তাহার মত বলিষ্ঠ ও সন্তরণপটু ব্যক্তির পক্ষে এ-কাজ অতি সহজ। মেয়েটি জলে ডুবিয়া একবার ভাসিয়া উঠিতেই সে ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। যাহা হউক, উপর হইতে শতবাহু অগ্রসর হইয়া ইভান্‌জেলিনকে জাহাজে তুলিয়া লইল। টমও উপরে উঠিয়া আসিল। তারপর ডাক্তারের চেষ্টায় মেয়েটি সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন। পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে। সম্মুখেই নিউ অরলিন্‌স শহর। জাহাজের যাত্রীরা ও কর্মচারিগণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার হ্যালের সহিত একজায়গায় দাঁড়াইয়া দাসব্যবসায় ও তাহার দাস-দাসীদের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। ইভা একা তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। গত দিবসের অসুস্থতার ছাপ তাহার শরীরে বিশেষ নাই; কেবল মুখখানি একটু ম্লান।

টম তাঁহাদের বিপরীত দিকে নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতেছিল।

ইভা এক সময় তাহার পিতার কানে কানে বলিল—"ওকে কিনে

নাও, বাবা। তোমার অনেক টাকা আছে, জানি। ওকে আমি চাই।"

—"ওকে নিয়ে কি করবে? গল্প শুনবে? ওর কাঁধে চড়ে বেড়াবে? না, আর কোন খেয়াল আছে?"

—"ওকে আমি সুখী করতে চাই, বাবা।"

—"আচ্ছা দেখি।"

অতঃপর হ্যালের সহিত দরকষাকষি করিয়া মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার টমকে কিনিলেন। তারপরই ইভার হাত ধরিয়া টমের কাছে গিয়া বলিলেন, —"টম! তোমার নতুন মনিবের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, লোকটাকে কেমন লাগে?"

টম মুখ তুলিয়া দেখিল, লোকটি প্রিয়দর্শন। তাঁহার মুখে এমন একটি আনন্দের ছাপ আছে যে, তাঁহার দিকে তাকাইলেই মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

টমের চোখে জল আসিল। সে বলিল—"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, হুজুর।"

—"হাঁ, আমি তাই আশা করি। তোমার নাম কি? টম? তুমি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পার···"

—"হাঁ। আমি সেই কাজই করতাম।"

—"আমি তোমাকে সেই কাজই দেব। কিন্তু সাবধান! কখনও মদ খেয়ে মাতলামি করো না।"

কথাগুলিতে টম মনে বড় আঘাত পাইল। বলিল—"আমি মদ খাই না।"

—"একথা আমি অনেকের মুখেই আগে শুনেছি। না খাও তো ভালই। অবশ্য তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না।"

ইভা বলিল—"আমার বাবা খুব ভাল। কাউকে বকেন না।"

—"এই সার্টিফিকেটের জন্যে বাবা তোমার কাছে বিশেষ বাধিত হলেন···" বলিয়া মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

=বার=

ইতিমধ্যে—

জর্জ জিমকে লইয়া সেনেটার মিঃ বার্ডের মক্কেল ভ্যান ট্রোম··· লিজির আশ্রয়দাতা···মুক্ত ক্রীতদাসের জন্য জঙ্গলের মধ্যে যে বসতি নির্মাণ করিয়াছিল, নিরাপদে সেখানে গিয়া পৌঁছিল। এখানে লিজির সহিত জর্জের মিলন বড় অপ্রত্যাশিত। সুতরাং তাহাদের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না; কেননা তাহাদের চারিধারে শত্রু।

লিজি ও হ্যারিকে ধরিবার জন্য হ্যালের নিযুক্ত দল লকারের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গোপন সংবাদমত সেইদিকেই আসিতে-ছিল। জর্জের সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল। সেইজন্য তাহারা পুরস্কারের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা জানিত, ঐ পলাতক দাস-দাসীরা কিছুতেই তাহাদের কবল হইতে পলাইতে পারিবে না। তাহারা তাহাদের জীবন্ত ধরিতে না পারিলেও গুলি করিয়া হত্যা করিবে। তাহাতেও তাহাদের পুরস্কারের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না।

এদিকে লিজির আশ্রয়দাতা ভ্যান ট্রোমও তাহার আশ্রিতগণকে নিরাপদে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত পার করিয়া দিবার জন্য দ্রুত উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেও সংবাদ পাইয়াছিল, লিজিদের সন্ধানকারীরা শীঘ্রই সেদিকে আসিয়া পড়িবে। সে সেইদিনই তাহাদের লইয়া বাহির হইবার ব্যবস্থা করিল।

=তের=

সন্ধ্যা হইয়াছে—

লিজি, জর্জ ও জিমদের সেই বসতি হইতে সরাইয়া ফেলিবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। সকলে আহারাদি সারিয়া লইল। তাহার কিছুক্ষণ পরে একখানি 'ওয়াগন'···এক ধরনের ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি···আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নক্ষত্র ঝলমল করিতেছে। ফিনিরাস···গাড়ির চালক ও মালিক···কোচ-বাক্স হইতে নামিয়া ওয়াগনের ভিতর লিজিদের জন্য বসিবার জায়গা ঠিক করিয়া দিল। তাহারা সকলে ওয়াগনের ভিতর গিয়া বসিলে গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

জর্জ নিম্ন ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"জিম! তোমার পিস্তল দুটো ঠিক আছে তো?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"যদি তারা আসে, তাহলে কি করতে হবে জান?"

—"হাঁ। তুমি কি মনে কর, আমি আমার বুড়ো মাকে ধরে নিয়ে যেতে দেব?"

গাড়ি যথাসম্ভব দ্রুত চলিতেছে। চাকার শব্দে কথা শুনা সম্ভব নয় বলিয়া আরোহীরা নীরবে বসিয়া রহিল। বনের মধ্য দিয়া পথ। মাঝে মাঝে সুবিশাল ও রুক্ষ-কঠিন উপত্যকা। গাড়ি চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গিয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। রাত্রিও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। হ্যারি পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য আরোহীদের চোখেও নিদ্রা নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের উদ্বেগ-আশঙ্কায় তাহারা মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে। কেবল চালক ফিনিয়াসের চোখে নিদ্রা নাই। সে শিষ দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেই কঠিন পথে রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাড়ি চালাইতেছে।

কিন্তু রাত্রি তখন তিনটা হইবে, জর্জ হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দটা কিছুদূরে ঠিক গাড়ীর পিছন দিক হইতে আসিতেছিল। ফিনিয়াসকে সে কনুই দিয়া একটু আঘাত করিতেই ফিনিয়াস ঘোড়া দুইটির রাস টানিয়া গাড়ি থামাইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। সে বলিল—"ও নিশ্চয়ই মাইকেল। আমি ওর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলেই বুঝতে পারি।" তারপর সে উঠিয়া ছাদের উপর ভর দিয়া পিছনে পথের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

কিছুদূরে এক চড়াইয়ের উপর একটি লোককে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। লোকটি বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল। ফিনিয়াস বলিল—"ঐ সে।"

জর্জ ও জিম তৎক্ষণাৎ ওয়াগন হইতে নামিয়া পিছন দিকে দাঁড়াইয়া লোকটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই সেই দিকে অধীর আগ্রহে তাকাইয়া আছে; লোকটিও আসিতেছে। সে

ক্রমে একটি উৎরাইয়ে নামিয়া গেল, তাহাকে দেখা গেল না। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে নিকট হইতে ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা লোকটিকে অদূরে একটি চড়াইয়ের উপর উঠিয়া আসিতে দেখিল।

ফিনিয়াস বলিল—"ঐ তো মাইকেল।" তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"ওহে মাইকেল!"

—"ফিনিয়াস নাকি?"

—"হাঁ। কি খবর? তারা আসছে নাকি?"

—"ঠিক পিছন-পিছন। সংখ্যায় তারা আট-দশজন। সকলেই সুরাপানে উন্মত্ত, যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল!"

তাহার কথা শেষ হইতেই ভোরের হিমশীতল বাতাসে দূর হইতে কতকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভাসিয়া আসিল। ফিনিয়াস বলিল—"শীগ্‌গির সকলে গাড়িতে ওঠ। যদি ওদের সঙ্গে যুদ্ধই যদি করতে হয়, তা হলে আমি আগে তোমাদের একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই।"

ফিনিয়াস সুদক্ষ শিকারী। সেই অঞ্চলের দুর্গম বন-গিরির প্রত্যেকটি স্থানের সঙ্গে সে পরিচিত। তাহার সাহস তেমনি দুর্জয়; বন্দুকের লক্ষ্য তেমনি অব্যর্থ। কিন্তু বর্তমানে সে পূর্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে কাজে মন দিয়াছে। জর্জ ও জিম গাড়িতে উঠিতেই সে পূর্ণবেগে গাড়ি চালাইয়া দিল। গাড়ির পিছন পিছন আসিতে লাগিল মাইকেল।

গাড়িখানা কঠিন পথের উপর দিয়া ঘড়ঘড় শব্দে ছুটিয়াছে; ছুটিতে ছুটিতে মাঝে মাঝে পথ হইতে লাফাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ওদিকে যাহারা পিছু লইয়াছে, তাহাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দও স্পষ্ট

হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। গাড়ির আরোহিগণ তাহা শুনিতে পাইল; শুনিয়া শঙ্কিত-অন্তরে পথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ভোরের আলোকে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে দূর শৈলশিরে কয়েকটি অশ্বারোহীর স্পষ্ট মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখে আর একটি পাহাড়—অশ্বারোহিগণ তাহার উপর উঠিয়া আসিয়াই জর্জদের গাড়িখানি পরিষ্কার দেখিতে পাইল। ঐ যে উপরে শ্বেতবস্ত্রের আচ্ছাদনী; গাড়িখানি ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের উল্লাসধ্বনি ভোরের বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

এলিজা ভয়ে, হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল। সে হ্যারিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অসাড়ের মত বসিয়া রহিল; জিমের বৃদ্ধা মাতা ভগবানের উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। জর্জ ও জিম মরীয়া হইয়া পিস্তল হাতে তাহাদের শত্রুগণের অপেক্ষায় পথের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পশ্চাদ্ধাবনকারিগণ ক্রমে তাহাদের নিকটবর্তী হইতেছে। গাড়িও ছুটিতেছে। হঠাৎ গাড়িখানি একদিকে ঘুরিয়া আরোহীদের একটি পাহাড়ের ধারে আনিয়া ফেলিল। সম্মুখে একটু উঁচু প্রাচীরের মত স্থান। তাহার অপর দিকে একটি পাহাড়। আকাশের গায়ে পাহাড়টিকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। জায়গাটি ফিনিয়াসের অতি পরিচিত। এই জায়গাটিতে পৌঁছিবার জন্যই সে বেগে গাড়ি চালাইয়া আসিতেছিল। সে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিয়া বলিল—"ঐখানে।"

তারপরই এক লাফে নীচে নামিয়া বলিল—"সকলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। আমার সঙ্গে ঐ পাহাড়টার ওপর এস। মাইকেল!

তোর ঘোড়াটা ওয়াগনের সঙ্গে বেঁধে ওয়াগনখানা আমারিয়ার ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে যা। ওকে আর ওর ছেলেদের গাড়িতে করে নিয়ে এসে ঐ লোকগুলোকে দু-চার ঘা দেবার ব্যবস্থা কর।”

এদিকে সকলে চক্ষের পলকে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

ফিনিয়াস হ্যারিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—“তোমরা দু'জনে মেয়েদের নিয়ে এস। এবার প্রাণপণে ছুটতে হবে।”

ফিনিয়াসকে অধিক বলিতে হইল না। জিম তাহার বৃদ্ধা মাতাকে কাঁধে তুলিয়া লইল; জর্জ এলিজার হাত ধরিল এবং প্রাণপণে ফিনিয়াসের পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। মাইকেলও নিমেষে নামিয়া তাহার ঘোড়াটাকে ওয়াগনের পিছনে বাঁধিল। তারপর আমারিয়ার গৃহের দিকে তাহা ছুটাইয়া দিল।

ফিনিয়াস বলিল—“চলে এস। এটা আমাদের শিকারের পুরানো আড্ডা। উঠে এস।”

ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, একটি অস্পষ্ট পায়েচলা পথ উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে।

ফিনিয়াস হ্যারিকে কোলে লইয়া পার্বত্য ছাগের মত লাফে-লাফে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। তাহার পিছনে বৃদ্ধা মাতাকে কাঁধে লইয়া উঠিতে লাগিল জিম। তাহার পিছনে জর্জ ও এলিজা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা পাহাড়ের উপরে গিয়া পৌঁছিল। পথটা সেখান হইতে এমন সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, একেবারে মাত্র একজন লোক তাহার উপর দিয়া যাইতে পারে। সকলে 'সারি' বাঁধিয়া সে পথে তাহার পিছন পিছন চলিতে চলিতে হঠাৎ হাত দুই চওড়া একটি 'খড়ের' ধারে আসিয়া পড়িল। খড়ের পারে একটা

পাহাড় ; প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচু হইবে। ফিনিয়াস এক লাফে খডটি পার হইয়া গেল।

তারপর সকলেই খডটা লাফ দিয়া পার হইয়া তাহার কাছে গিয়া পৌঁছিল। সেই জায়গাটিতে বুক-সমান উঁচু পাথর পড়িয়াছিল। ফিনিয়াস তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া বলিল—"যদি পারে এবার ওরা এসে আমাদের ধরুক। এদিকে যেই আসুক পিস্তলের পাল্লার মধ্যে দিয়ে তাকে একক আসতে হবে। জায়গাটা তোমাদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক নয় ? তাকে ঐ মধ্যে দেখছো তো ?"

জর্জ বলিল—"দেখছি। এবার যত কিছু দায়িত্ব সব আমাদের ...আমরাই যুদ্ধ করবো।"

ভোরের আলোয় জর্জদের শত্রুদলকে এবার নীচে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। তাহাদের সহিত দুইজন কনেষ্টবলও ছিল। তাহারা সকলেই সুরাপানে উন্মত্ত। তাহাদের মধ্যে একজন টম লকারকে বলিল—"টম। এবার ওরা ফাঁদে পড়েছে।"

টম বলিল—"হাঁ। এই যে একটা পথ দেখছি। আমি ঐ পথ ধরে সোজা উঠে যাব।"

—"কিন্তু ওরা যদি পাথরের আড়াল থেকে আমাদের ওপর গুলি চালায় ? ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু সুবিধার হবে না।"

টম লকার বিদ্রূপভরে বলিয়া উঠিল—"নিজের গায়ে আঁচড় যেন না লাগে—সব সময় এই ভেবে কাজ করলে চলে না। ভয় নেই। নিগ্রোগুলো বড় ভীরু।"

—"তবে এটাও ঠিক যে, সময় সময় এক একটা নিগ্রো আমাদের বারো জনের সমান লড়ে।"

এই সময় জর্জ একখানি পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত ও পরিষ্কার স্বরে বলিল—"ভদ্রমহোদয়গণ! নীচে ওখানে আপনারা কে? কি চান?"

টম লকার বলিল—"আমরা একদল পলাতক নিগ্রোদের চাই। তাদের মধ্যে আছে জর্জ হ্যারিস, এলিজা হ্যারিস, আর তাদের ছেলে জিম শেলডম, আর একটা বুড়ী। আমাদের সঙ্গে পুলিশ ও পরোয়ানা আছে। আমরা ওই লোকগুলোকে চাই। কেবল তাই নয়, ওদের ধরবোও। তুমিই জর্জ হ্যারিস নও?"

—"হাঁ, আমিই জর্জ হ্যারিস। কেনটাকির মিঃ হ্যারিস নামে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে তাঁর সম্পত্তি বলতেন। কিন্তু এখন আমি স্বাধীন মানুষ, ভগবানের স্বাধীন ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমার স্ত্রী ও আমার ছেলেকে আমি আমারই নিজস্ব বলে দাবী করি। জিম আর তার মাও এখানে আছে। আমরা অস্ত্রশস্ত্রে আত্মরক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! যে আমাদের পিস্তলের পাল্লার মধ্যে এগিয়ে আসবে, সেই মারা পড়বে।"

একটি খর্বকায় স্থূলদেহ ব্যক্তি রুমালে নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আরে বাপু, থাম! থাম! দেখছো, আমরা পুলিশের লোক। চুপচাপ নেমে এস। শেষে তোমাদের ধরা দিতেই হবে। আইন আমাদের দিকে; আমাদের শক্তিও প্রচুর।"

—"আমি জানি আইন তোমাদের দিকে; তোমাদের শক্তিও আছে, তোমরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে নিউ-অরলিন্‌সের হাটে বেচবে, আমার ছেলেকে একটা বাছুরের মত দাস-ব্যবসায়ীর খোঁয়াড়ে পুরে রাখবে, জিমের বুড়ী মাকে সেই পশুটার কাছে পাঠিয়ে দেবে, যে তার

ছেলেকে শাস্তি দিতে না পেরে, তাকে চাবুক মেরেছিল। আর, জিম আর আমাকে দারুণ নির্যাতন ভোগ করবার জন্যে সেই লোকগুলোর কাছে পাঠিয়ে দিতে চাও, যাদের তোমরা বল—মনিব। তোমাদের আইন তোমাদের এই সকল কাজ সমর্থন করবে। কিন্তু আমরা এখন মুক্ত। তোমাদের আইন মানি না ; তোমাদের দেশকে আমাদের দেশ বলে স্বীকার করি না। আমরা তোমাদেরই মত জগদীশ্বরের আকাশতলে স্বাধীন মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছি। যিনি আমাদের স্বাধীন করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, যতক্ষণ না মৃত্যু হবে, ততক্ষণ আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবো।"

জর্জ পাথরের উপর দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। প্রভাতের আলো তাহার চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্য মাখাইয়া দিয়াছে। তাহাদের শত্রুদের মধ্যে কেবল মার্ক নামে একজন ছাড়া আর সকলেই তাহার এই মূর্তি দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইল। মার্ক তাহার পিস্তলটি কোটের হাতায় মুছিতে মুছিতে বলিল—"বাপু ! ওকে জীবিত বা মৃত যে অবস্থায়ই নিয়ে যাও না কেন, টাকা পাবে সেই একই।"

জর্জ এক লাফে পিছনে সরিয়া গেল, এলিজা চিৎকার করিয়া উঠিল। গুলিটা জর্জের চুল ও এলিজার গাল ঘেঁসিয়া গিয়া উপরে একটি গাছের গায়ে বিঁধিয়া গেল।

জর্জ বলিল—"ভয় নেই।"

ফিনিয়াস বলিল—"বাপু ! আড়ালে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দাও। ওরা পাষণ্ড।"

জর্জ বলিল—"জিম। দেখ, তোমার পিস্তল দুটো ঠিক আছে কিনা, তুমিও আমার সঙ্গে ঐ পথটার দিকে লক্ষ্য রাখ। যে লোকটাকে

প্রথমে দেখা যাবে, তাকে আমি গুলি করবো, তুমি তার পরেরটিকে। একজনের ওপর ছুটো গুলি ছুড়ে গুলি নষ্ট করবার দরকার নেই।"

—"যদি না মারতে পার?"

—"মারবোই।"

মার্ক গুলি ছুড়িবার পর, শত্রুদল নীচে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয় একজনকে মেরেছ। একজনের চিৎকার শুনতে পেলাম।"

—"আমিও একটাকে মারতে যাচ্ছি। আমি নিগ্রোদের ভয় করি না। আমার সঙ্গে কে আসবে?" বলিয়া টম লকার পাথরের উপর লাফাইয়া উঠিল।

জর্জ টম লকারের কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে পিস্তল বাহির করিয়া তাহা পরীক্ষা করিল। তারপর পথের যেখানে প্রথম লোকটিকে দেখা যাইবে, সেখানে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিয়া রহিল। টমের পিছনে চলিল দলের মধ্যে সব চেয়ে বড় সাহসী ব্যক্তি, তাহার পিছনে চলিল অন্যান্য সকলে। টম স্বেচ্ছায় যত দ্রুত উপরে উঠিত, সকলের পিছনে যে ছিল, তাহার ধাক্কায় তাহার চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার বিশাল দেহখানি খডের ধারে দেখা গেল। জর্জও তৎক্ষণাৎ গুলি করিল। গুলিটি গিয়া বিঁধিল টমের পাঁজরায়; তবুও সে পশ্চাৎপদ হইল না। সে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত হাঁক ছাড়িয়া এক লাফে খডটি পার হইয়া গেল।

ফিনিয়াসও তৎক্ষণাৎ এক লাফে অগ্রসর হইয়া তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

টম ফিনিয়াসের সেই বলিষ্ঠ হাত দুইখানির ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া খডের মধ্যে গাছ-পালা ভাঙিয়া ত্রিশ ফিট নীচে গিয়া সশব্দে পড়িল। খডের মধ্যে একটি বড় গাছ ছিল। তাহার ডালে টমের পোষাক না আটকাইলে সে নিশ্চয়ই মারা যাইত। অবশ্য ডালটি তাহার ভার ধরিয়া রাখিতে পারিল না; ভাঙিয়া টমের সঙ্গে নীচে পড়িয়া গেল।

—"এরা পাকা শয়তান"—বলিতে বলিতে মার্ক পিছন ফিরিয়া দ্রুত নামিতে আরম্ভ করিল। দলের অবশিষ্ট সকলে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে তাহার পিছু লইল। বিশেষ করিয়া সেই স্থূলকায় কনেষ্টবলটির দুর্দশার অন্ত রহিল না।

মার্ক বলিল—"শুনছো! তোমরা ঐ দিক দিয়ে নেমে টমের দেহটাকে তুলে আন গে! আমি ইতিমধ্যে ঘোড়ায় উঠে জন কয়েক লোককে সাহায্যের জন্যে নিয়ে আসি।"

একজন বলিল—"এ রকম শয়তান আর দেখেছ? দিব্যি সরে পড়ছে।"

আর একজন বলিল—"চল, টমকে ওখান থেকে আমরা তুলে নিয়ে আসি।"

তারপর সকলে টমের আর্তনাদ লক্ষ্য করিয়া বন-জঙ্গল ও ডাল-পালার মধ্য দিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

একজন বলিল—"টম! তোমার কি খুব লেগেছে?"

—"বুঝতে পারছি না। আমাকে তুলতে পারবে না? সেই ফিনিয়াসটার মাথায় বাজ পড়ুক! ও যদি না থাকতো, তাহলে ঐ ওদেরই কাউকে এখানে এসে পড়তে হতো।"

তাহারা সকলে টমকে ধরাধরি করিয়া ঘোড়াগুলি যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই পর্যন্ত লইয়া গেল।

টম বলিল—"যদি তোমরা আমাকে সেই সরাই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পার! আমাকে একখানা রুমাল দাও তো, এই জায়গাটায় চেপে ধরবো। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না।"

জর্জ পাথরের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, লোকগুলি টমকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া জিনের উপর বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। তুই তিনবার চেষ্টার পর, টমের দেহটা মাটিতে পড়িয়া গেল।

সকলেই দৃশ্যটি দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। এলিজা বলিল, "আশা করি, লোকটা মারা যায় নি।"

ফিনিয়াস বলিয়া উঠিল—"ওকে ওখানে ফেলে সকলে পালাচ্ছে।'

সত্যই টমের বন্ধুরা পরস্পরের নিকট দাঁড়াইয়া কি যেন পরামর্শ করিল। তারপর তাহারা আর অপেক্ষা করিল না, টমকে সেইখানে ফেলিয়াই চলিয়া গেল।

ফিনিয়াস আবার বলিল—"এখান থেকে আমাদের প্রায় মাইল তুই হেঁটে যেতে হবে। যদি পথে ওদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়! মাইকেল ইতিমধ্যে জন কয়েককে নিয়ে ওয়াগান সমেত উপস্থিত হলে ভাল হতো। পথে এখনও লোক-চলাচল আরম্ভ হয় নি।"

তারপর সকলে সেই পাথরগুলির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নীচে নামিতে লাগিল। পথের প্রায় শেষে পৌঁছিয়া সকলে দেখিল, দূরে একদল লোক তাহাদের ওয়াগনখানি লইয়া আসিতেছে।

ফিনিয়াস আনন্দে বলিয়া উঠিল—"ঐ মাইকেল আসছে, আর

আমাদের ভয় নেই।" তারপর সকলে টমের নিকটে গিয়া পৌছিল এবং তাহাকে প্রাথমিক সাহায্য দান করিল।

টম মনে করিল, তাহার বন্ধু মার্ক বুঝি তাহাকে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু ফিনিয়াস তাহার সে ভুল ধারণা ভাঙিবার জন্য বলিল—"বন্ধু! সে সরে পড়েছে।"

টম বলিল—"মনে হচ্ছে, আমার দফা-রফা, ওরা কুকুরের মত আমাকে এখানে মরবার জন্যে ফেলে পালাল। এ রকমটা যে হবে আমার মা আমাকে অনেকবার বলেছে।"

বৃদ্ধা নিগ্রো ক্রীতদাসী জিমের মা বলিল—"শোন কথা! ওর মা আছে···ও বেচারীর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

ইতিমধ্যে মাইকেলও সদলে সেখানে উপস্থিত হইল। তারপর সকলে টম লকারকে ওয়াগনে তুলিয়া লইয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

=চৌদ্দ=

নিউ অরলিন্‌স। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের গৃহ।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ধনী। তাঁহার গৃহে দাস-দাসীর অভাব নাই। তাহারা সকলেই যে বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য পালন করে এবং গৃহের সকল কাজ যে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, তাহাও নয়।

তাহার এক কারণ মিসেস সেন্‌ট ক্লেয়ার সংসারে কোন কাজে দৃষ্টি দেন না। তিনি ধনীর কন্যা···প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী। তাঁহার দেহে সর্বদা একটা কাল্পনিক রোগ লাগিয়াই আছে। সে-জন্য গৃহস্বামী হইতে সামান্য ভৃত্যটি পর্যন্ত সকলেই যেন শশব্যস্ত।

আর এক কারণ, মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার কখনও কোন দাসদাসীকে তিরস্কার করেন না। ভদ্রলোকটির সদয় ব্যবহারে তাহারা প্রায় স্বেচ্ছামত কাজ-কর্ম করে।

সংসারে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার মিস্ ওফিলিয়া নামে তাঁহার এক নিকট আত্মীয়াকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের সংসারে কিছু শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। আঙক্ল টমের কাজ-কর্ম ও মধুর স্বভাব কতক পরিমাণে মিস ওফিলিয়ার এই শৃঙ্খলাস্থাপনে সহায়তা করিতে লাগিল।

টম এই গৃহে বেশ সুখেই আছে। অবশ্য প্রিয়জন ও নিজ গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর প্রবাসে মহাপ্রাণ প্রভুর অধীনে বিশ্বস্ত, ধার্মিক, সহিষ্ণু ও কর্মঠ ভৃত্যের পক্ষে যেমন সুখ-শান্তিতে থাকা স্বাভাবিক, টম তেমনই সুখ-শান্তিতে আছে।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের কন্যা ইভা যেন মূর্তিমতী করুণা ও সরলতা। সে কাহাকেও একটি কঠিন কথা বলে না। কাহারও দুঃখ দেখিলে, তাহার চোখে জল আসে। সে টমের কাছে বসিয়া কখন কখন গল্প শুনে···সে সকল গল্প অবশ্য বাইবেলের। টম খ্রীস্টান। সে গল্পগুলি হৃদয়ের গভীর আবেগ দিয়া ইভার নিকট বলিয়া যায়। তখন তাহাদের দুইজনেরই মনশ্চক্ষে নানা স্বর্গীয় দৃশ্য ভাসিয়া উঠে।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার দাস-প্রথার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার আত্মীয়া মিস্ ওফেলিয়াও এই প্রথার ঘোর বিরোধী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। সেখানে এই প্রথাটিকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখা হইত। কিন্তু মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের বিবেকে এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তিই ওঠে না। তিনি ইহা সমর্থন করেন। সময়ে

সময়ে দাস-দাসীদের সামান্য কারণে অতি কঠোর শাস্তিও তিনি দিয়া থাকেন।

সেদিন প্রভুর কঠোর শাস্তির ফলে একজন ক্রীতদাসীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ইভার মন বড় বিষণ্ণ হইল। মিস ওফেলিয়া, মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার ও মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার তিনজনে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের জীবনের পুরানো কথা উঠিয়া পড়িল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—

"আমরা দুই ভাই—অ্যালফ্রেড ও আমি। আমাদের আবাদে সাত শ' নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসী কাজ করতো। আমার বাবা ছিলেন, খুব কড়া মেজাজের লোক। কোন দাস-দাসী বা বাড়ীর যে কেউ তার কর্তব্য থেকে এক তিলও বিচ্যুত হলে, বাবা তার জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। আমার ভাই অ্যালফ্রেড হয়েছে বাবার মত। আমার মা ছিলেন করুণাময়ী। আমি সব সময়ই তাঁর কাছে থাকতাম। আমাদের ক্রীতদাস-দাসীরা আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতো।

"আমাদের আবাদের ক্রীতদাস-দাসীদের সর্দার ছিল, একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। তার নাম ছিল স্টাব্‌স। স্টাব্‌সের ভয়ে দাস-দাসীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। কাজে কোন রকম শৈথিল্য দেখালে স্টাব্‌স দোষীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতো। দাস-দাসীরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মা ও আমি তাদের দুঃখ দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। তারা আমার কাছে তাদের দুঃখের কথা জানাত। আমি মায়ের কাছে গিয়ে সে কথা বলতাম। কিন্তু

মা জানতেন যে, দাস-দাসীদের সে-নালিশের কোন ফলই হবে না। বাস্তবিকই হলো না। একদিন স্টাব্‌স বাবাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, তার কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বাবা মাকে জানিয়ে দিলেন, স্টাব্‌সের মত কর্মচারীকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না এবং তার কোন কাজেও তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। কেননা, তাঁর বিষয়-সম্পত্তির উন্নতি যাতে হয়, সেইদিকেই তার খর দৃষ্টি। অবশ্য ঘর-সংসারের কাজে যে সব দাস-দাসী নিযুক্ত আছে, তাদের সম্বন্ধে স্টাব্‌সের কিছুই বলবার অধিকার নেই। কিন্তু বাইরে আবাদে যারা কাজ করে, তাদের বিষয় মা যেন কোন কথা না বলেন।

"বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর আমরা দু'ভাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। কিন্তু আমার মন এই দাস-প্রথার ওপর সর্বদাই বিরূপ। মানুষের প্রতি গরু, ঘোড়া ও কুকুরের মত ব্যবহার করতে আমি চিরকালই ঘৃণা বোধ করি। আমার মায়ের অন্তরে যেমন সকল মানুষের জন্যে সমানভাবে করুণার ধারা বয়ে যেত···আমার অন্তরে অবশ্য সে ধারার যৎসামান্যই আছে। তবুও তাঁরই চরিত্রের প্রভাব আমার ওপর কিছু পরিমাণও পড়েছে। সেইজন্য এই জঘন্য প্রথাটির কথা চিন্তা করতেও আমার মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়।

"যাই হোক্, বিষয়-সম্পত্তি পাবার কিছুকাল পরে অ্যালফ্রেড পরিষ্কার বুঝতে পারলে, আমি আবাদী কাজের উপযুক্ত নই। সে বললে—'তুমি ব্যাঙ্কে যে টাকা ও মালপত্র গচ্ছিত আছে সে সব, আর নিউ অরলিন্‌সের পৈতৃক বাড়িখানা নিয়ে বাস কর গে। তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না। তুমি বড় ভাবপ্রবণ। তুমি বসে বসে কবিতা

লেখ গে।' সত্যিই দাস-দাসীদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করবার মত মানসিক প্রবৃত্তি আমার নেই। এক সময় যৌবনে, আমার আদর্শই ছিল, আমার দেশ থেকে এই দাস-প্রথার উচ্ছেদসাধন ক'রে দেশের এই কলঙ্ক দূর করতে হবে। অবশ্য তা আমি পারি নি।"

তারপর আহারের সময়, সেই মৃত ক্রীতদাসীটির কথা আবার উঠিয়া পড়িল।

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"এই সব ছোটলোকগুলোর স্বভাবই এমন বদ্ যে, ওরা সদয় ব্যবহারের যোগ্যই নয়। ঐ যে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে, ওর জন্যে আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই। ওরা যদি সৎ হতো, তাহলে আর আমাদের এ রকম ব্যবহার করতে হয় না।"

ইভা বলিল—"মা, মেয়েটা ছিল বড় দুঃখিনী।"

—"আরে ও রকম কথা প্রায়ই শোনা যায়। ওরা সকলেই খারাপ। আমার বাবার একটা ক্রীতদাস ছিল। সে লোকটা ছিল বেজায় কুঁড়ে। সে কাজ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে জলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকতো। বাবা লোকটাকে ধরে আনতেন। তারপর তাকে চাবুক মারতেন। তার স্বভাবের জন্যে তাকে প্রায়ই চাবুক খেতে হতো। তাতেও তার স্বভাব বদলালো না। শেষে সে সেই যে একবার জলায় পালিয়ে গেল, চাবুকের ভয়ে সেখানে থেকে আর ফিরে এল না। সেখানেই না খেতে পেয়ে মরে গেল।"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"আমি একবার একটা নিগ্রোর চরিত্র সংশোধন করেছিলাম, যাকে কেউ শুধরাতে পারেনি।"

—"তুমি!"

—"হাঁ। সে লোকটা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান…খাঁটি আফ্রিকার লোক। তার অন্তরে স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল দুর্দম। সে ছিল সত্যকারের আফ্রিকার সিংহ। তার নাম ছিল স্কিপিও। লোকটা এক ওভারসীয়ারের হাত থেকে আর এক ওভারসীয়ারের হাতে এমনই ক'রে বহু হাত ঘুরে গিয়ে পড়লো আমাদের অ্যাল্‌ফ্রেডের হাতে। অ্যাল্‌ফ্রেড মনে করেছিল, সে তাকে বশ করতে পারবে ; তাই তাকে কিনেছিল। একদিন সে তো অ্যাল্‌ফ্রেডের ওভারসীয়ারকে বেশ ঘা কতক দিয়ে, জলার দিকে পালিয়ে গেল। তখন অবশ্য অ্যাল্‌ফ্রেড ও আমি ভিন্ন হয়ে গেছি। আমি সেই সময় অ্যাল্‌ফ্রেডের আবাদে একদিন বেড়াতে গেলাম। অ্যাল্‌ফ্রেডকে বললাম, তার দোষেই লোকটা অমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে বাজি রেখে বললাম, আমি যদি লোকটাকে ধরতে পারি, তাহলে তার চরিত্র সংশোধন করে দেব। অ্যাল্‌ফ্রেডও তাতে সম্মত হলো। অতঃপর ছ'সাত জন মিলে বন্দুক ও কয়েকটা কুকুর নিয়ে লোকটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। একটা হরিণ শিকার করতে যে আমোদ লাগে, একটা মানুষ শিকার করতে তার চেয়ে কম আমোদ লাগে না। আমি তো একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

"কুকুরগুলো জলার ধারে গিয়ে ডাকতে শুরু করলো। স্কিপিও আর লুকিয়ে থাকতে পারলো না ; বেরিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলো। আমরাও তার পেছনে ছুটতে লাগলাম। অবশেষে একটা দুর্ভেদ্য বেতবনে গিয়ে লোকটা আটকা পড়ে গেল। তার তখনকার মূর্তি হয়ে উঠলো বড় ভয়ঙ্কর। কুকুরগুলোর সঙ্গে সে খালিহাতে এমন লড়াই আরম্ভ করলো যে, তিনটে কুকুর তার ঘুষিতে মারা পড়লো। শেষে

একটা গুলিতে সে আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে একেবারে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। বেচারা হতাশ অথচ পুরুষোচিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। কুকুরগুলো তার দিকে ছুটে যেতেই আমি তাদের নিরস্ত করে লোকটাকে আমার বন্দী হিসাবে দাবী করলাম। তার ফলে সকলে তাকে গুলি করলো না; আমিও আমার দাবী ছাড়লাম না। অবশেষে অ্যালফ্রেড তাকে আমার কাছে বিক্রী করলো। তারপর লোকটাকে আমি পনেরো দিনের মধ্যে শুধরে ফেললাম।"

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে তা সম্ভব হলো?"

—"খুব সহজ উপায়ে। আমি তাকে আমার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানা করে শুইয়ে দিলাম। তারপর ক্ষতগুলো বেঁধে দিলাম এবং যতদিন না সে সুস্থ হয়ে হাঁটতে পারলো, ততদিন নিজের হাতে তার শুশ্রূষা করতে লাগলাম। তার কিছুকাল পরে লোকটাকে একখানা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে বললাম যে, তার যেখানে খুশী সে যেতে পারে।"

—"সে গিয়েছিল কি?"

—"না! নির্বোধটা সেই কাগজখানা ছিঁড়ে ফেললো, আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যেতে চাইল না। ওর মত সাহসী ও বিশ্বাসী লোক আমি জীবনে কখনো দেখিনি। সে কিছুকাল পরে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং শিশুর মত কোমল হয়ে যায়। হ্রদের ধারে আমার যে জায়গা-জমি আছে, সে তার তদারক করতো। সেখানেই সে কলেরায় মারা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, সে আমার জন্যেই প্রাণ দিয়েছিল।

আমিও সে বছর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। সে আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে রোগাক্রান্ত হয়। আমি সেরে উঠি, কিন্তু সে মারা যায়। বেচারা! তার অভাব আমি যত অনুভব করেছিলাম, এত আর কারো জন্যে অনুভব করিনি।”

ইভা গল্প শুনিতে শুনিতে ধীরে তাহার পিতার নিকট ক্রমে সরিয়া গিয়াছিল। সে আকুল আগ্রহে গল্পটি শুনিতেছিল। গল্পটি শেষ হইতেই তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল; সে মিঃ সেণ্ট ক্লোয়ারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—“ইভা। কি হয়েছে মা তোমার? মেয়েটার মন বড় দুর্বল। ওর কাছে এসব বলা উচিত নয় দেখছি।”

ইভা সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—“না, বাবা, আমার মন দুর্বল নয়। কিন্তু এই সব ঘটনা আমার মনে বড় ব্যথা জাগায়।”

—“তার মানে কি?”

—“বলতে পারি না। আমি কত কথা ভাবি। হয়ত আমি একদিন তোমাকে সব বলবো।”

—“ধন্যবাদ। কেঁদো না। তুমি কাঁদলে তোমার বাবার মনে কষ্ট হয়। চল, সোনালী মাছগুলো দেখি গে…” বলিয়া মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ইভার হাত ধরিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাদের দুইজনের হাস্যধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

=পনের=

টমের কক্ষ। কক্ষের নীচে আস্তাবল।

কক্ষে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই ; কিন্তু কক্ষটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তখন টম চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর শ্লেট রাখিয়া গভীর মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত কি যেন করিতেছিল। হতভাগ্যের মন গৃহের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া থাকিত। সে ইভার নিকট হইতে একখানি চিঠির কাগজ চাহিয়া লইয়া চিঠি লিখিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমে সে শ্লেটের উপর চিঠির মুসাবিদা করিয়া লইতেছিল। কিন্তু মুসাবিদাটি কিছুতেই ঠিক মনের মতো হইতেছিল না। কেননা, সে কতকগুলি অক্ষর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যেগুলি মনে ছিল, সেগুলির সাহায্যে কি যে করিবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় ইভা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"টমকাকা, তুমি ও কি করছো ?"

—"আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের একখানা চিঠি লেখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু লিখতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। অনেকগুলো অক্ষর একেবারে ভুলে গেছি।"

—"তোমাকে যদি সাহায্য করতে পারতাম। আমি কিছু লিখতে শিখেছিলাম। কিন্তু আমার মনে ভয় হচ্ছে, আমিও অনেকগুলো অক্ষর ভুলে গেছি।"

তারপর দুইজনে গভীর মনোযোগের সহিত চিঠিখানি লিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুইজনেই সমান অনভিজ্ঞ। তাহারা বহু

আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া এক একটি অক্ষর ঠিকমত লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিকটা লেখা হইলে, ইভা লেখাটির দিকে তাকাইয়া বলিল—"টমকাকা? লেখাটা বেশ সুন্দর হয়েছে। তোমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা চিঠিখানা দেখে বড় খুশী হবে। বাস্তবিক বড় লজ্জার কথা যে, তোমাকে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। আমি বাবাকে বলবো, তিনি যেন তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে দেন।"

—"আমার আগেকার মনিব-পত্নী বলেছিলেন, তিনি টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই পাঠাবেন। আমি আশা করছি, তিনি পাঠাবেন। মাস্টার জর্জ বলেছিল, সেও আমাকে নিতে আসবে। সে আমাকে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই ডলারটি দিয়েছিল।" বলিয়া টম ডলারটি বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল।

—"সে নিশ্চয়ই আসবে।"

—"আমি ক্লোকে চিঠি লিখে জানাতে চাই যে, আমি ভাল জায়গাতেই আছি। সে আমার জন্যে বড় ভাবছে।"

এমন সময় মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি ডাকিলেন—"টম।"...তারপরই কক্ষের দরজায় উপস্থিত হইলেন।

টম ও ইভা তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইল।

—"কি করছো?" বলিয়া মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার টেবিলের নিকট অগ্রসর হইয়া শ্লেটখানির দিকে তাকাইলেন।

ইভা বলিল—"টমকাকার চিঠি। আমি ওকে লিখতে সাহায্য করছি। চিঠিখানি বেশ সুন্দর হয়নি, বাবা?"

—"আমি তোমাদের নিরুৎসাহ করবো না ; কিন্তু টম আমি বেড়িয়ে এসে তোমার চিঠি লিখে দেব।"

ইভা বলিল—"বাবা, চিঠিখানা বড় দরকারী। ওর আগেকার মনিবের স্ত্রী বলেছিলেন, ওকে আবার কিনে নেবার জন্যে টাকা পাঠাবেন।"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার জানিতেন, অনেক কোমলহৃদয় মনিব তাহাদের ক্রীতদাস-দাসীদের বিক্রয়ের সময় এই স্তোকবাক্যই দিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা আর কোনদিনই তাহাদের সে আশা পূরণ করেন না বা করতে পারেন না। তিনি কিন্তু ইহার কথার কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, কেবল টমকে তাঁহারা ঘোড়াটি সাজাইয়া বাহির করিবার আদেশ দিলেন, তিনি বেড়াইতে যাইবেন। তারপর বেড়াইয়া আসিয়া টমের জবানি চিঠি লিখিয়া দিলেন। চিঠিখানি যথারীতি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

=ষোল=

কেনটাকিতে আঙকূল টম যাহাদের ছাড়িয়া গিয়েছে, ইতিমধ্যে তাহাদের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাই বলি।

গ্রীষ্মের দিবসের শেষভাগ। প্রকাণ্ড বৈঠকখানাটির সমস্ত দরজা ও জানালাগুলি উন্মুক্ত···যদি সেই পথে বাহিরের শীতল বাতাস একটুও কক্ষমধ্যে বহিয়া আসে। মিঃ শেলবি একখানি চেয়ারে বসিয়া আর একখানি চেয়ারে পা তুলিয়া আরামে সিগার টানিতেছেন। মিসেস শেলবি দরজায় বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। তাঁহার মনে যে ভাবের

উদয় হইতেছিল, তিনি তাহা মিঃ শেলবির নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জান? ক্লোকে টম চিঠি লিখেছে?"

মিঃ শেলবি বলিলেন—"তাই নাকি? সে কেমন আছে?"

—"তাকে একজন সদাশয় ভদ্রলোক কিনেছেন। তিনি তার ওপর বেশ ভাল ব্যবহার করছেন।"

—"আমি বড় খুশী হলাম। আমার মনে হয়, দক্ষিণ দেশটা ওর সয়ে যাবে। ও আর এখানে ফিরে আসতেই চাইবে না।"

—"ঠিক তার উল্‌টো। সে জিজ্ঞাসা করেছে, তার খেসারতের টাকাটা কবে সংগ্রহ করা হবে?"

—"জানি না। ব্যবসা যদি একবার খারাপ হতে আরম্ভ করে, তাহলে তা আর শোধরানো যায় না।"

—"আমার মনে হয়, ব্যাপারটা সহজ করবার জন্যে আমাদের কিছু করা দরকার। মনে কর, যদি আমাদের সব ঘোড়াগুলো আর তোমার একটা গোলাবাড়ি বেচে সব দেনা শোধ করে দিই?"

—"তুমি বুদ্ধিমতী হলেও ব্যবসার কিছুই বোঝ না। মেয়েরা এ-সব ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারে না।"

—"কোন রকমে টাকাটা সংগ্রহ করা যায় না? বেচারা ক্লো! ওর মনে কেবলই এই চিন্তা।"

—"আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত। আমার অঙ্গীকার করাটা ঠিক হয়নি। অবশ্য আমি খুব নিশ্চিত নয়, তবুও মনে হয়, ক্লোকে মন শক্ত করতে বলা উচিত। টম দুই-এক বছরের মধ্যেই হয়ত আবার একটা স্ত্রী গ্রহণ করবে; ওর তো আর একটা বিয়ে করাই ভাল।"

—"এ কি কথা বলছো?"

—"ঠিকই বলছি। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।"

—"আমি তোমাকে পরিষ্কার বল্‌ছি, এই সব অসহায় লোকগুলোর কাছে যে অঙ্গীকার একবার করেছি, তা থেকে বিচ্যুত হবো না। যদি আর কোন ভাবে টমের খেসারতের টাকা জোগাড় করতে না পারি, তাহলে আমি গান শিখিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করবো।"

—"আশা করি, তুমি নিজেকে এতখানি ছোট করবে না।"

—"ছোট করা? অসহায় যে, তার কাছে যে অঙ্গীকার করেছি, তা ভঙ্গ করার মত কি এতে নিজেকে ছোট করা হবে? না, কখনই না।"

ইতিমধ্যে ক্লো সেখানে উপস্থিত হইয়া এ-কথায় সে-কথায় মিসেস শেলবিকে বলিল—"অনেকে তাদের দাস-দাসীদের ভাড়া দিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে···কেবল তাদের বসিয়ে খাওয়ায় না।"

—"কাকে তুমি ভাড়া দিতে বলছো?"

—"আমি কাউকেই বলছি না। তবে স্যাম বলছিল, লুসিভিলে এক কেকওয়ালা এমন একজন লোক চাইছিল, যে খুব ভাল কেক আর প্যাসট্রি তৈরি করতে পারে। সে লোকটাকে সপ্তাহে চার ডলার করে দেবে।"

—"তাই কি?"

—"আমি বলছিলাম কি, যদি এবার থেকে স্যালিকে কাজে লাগান! ও তো আমার কাছে অনেক কাজ শিখেছে। যদি আপনি আমাকে লুসিভিলে যেতে দেন, তাহলে আমি আপনাকে টাকা সংগ্রহে সাহায্য করতে পারি?"

—"তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে যেতে চাও?"

—"ওরা তো এখন বড়-সড় হয়েছে।"

—"কিন্তু লুসিভিল অনেক দূর।"

—"তাতে ভয়ের কি ? টম যেখানে আছে, জায়গাটা তার কাছে ?"

—"না ক্লো। অনেক দূর।"

ক্লোর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

মিসেস শেলবি বলিলেন—"তা হোক ক্লো : তুমি টমের অনেক কাছে গিয়ে পোঁছতে পারবে। বেশ, তুমি যেতে পার। তোমার মাইনের প্রত্যেকটি পাই তোমার স্বামীকে কিনে নেবার জন্যে সঞ্চয় করে রাখবো।"

ক্লোর মুখখানি সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল —"আমিও প্রত্যেকটি পাইপয়সা সঞ্চয় করে রাখতে পারবো। একটা বছরে কটা সপ্তাহ ?"

—"বাহান্নটা।"

—"সপ্তাহে চার ডলার করে হলে বছরে কত ডলার হয় ?"

—"দুশো আট ডলার।"

—"আমাকে কত দিন কাজ করতে হবে ?"

—চার-পাঁচ বছর। কিন্তু তোমার সেজন্য ভাবনা নেই, আমিও কিছু দিতে পারবো।"

—না, মিসেস, আমি চাই না যে, আপনি গান শিখিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। তাহলে এই পরিবারের মর্যাদাহানি হবে। কর্তা ঠিকই বলেছিলেন।"

—"তোমরা সে ভাবনা নেই। আমি পরিবারের সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখবো। তুমি কখন যেতে চাও ?"

—"স্যাম কাল কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে নদী অবধি যাবে। সে বলেছে, আমি তার সঙ্গে যেতে পারি। আমি স্যামের সঙ্গে কাল সকালেই যেতে চাই, যদি আপনি আমাকে ছাড়পত্র ও সুপারিসপত্র দেন।"

—"বেশ, মিঃ শেলবির যদি এতে আপত্তি না থাকে।"

মাস্টার জর্জ টমের চিঠির উত্তর দিল এবং ক্লো পরদিনই লুসিভিল যাত্রা করিল।

=সতের=

টমের জীবনের দুইটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—

মাস্টার জর্জ তাহাকে যে চিঠি দিয়াছে, তাহা পাইয়া তাহার মনে আনন্দ ধরে না। চিঠিতে নানা খবর ছিল। তাহাতে ছিল, লুসিভিলে আন্‌ট ক্লো একজন কেকওয়ালার কারখানায় কি রকম দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছে, আর সে টাকা টমকেই কিনিয়া লইবার জন্য সযত্নে সঞ্চয় করিতেছে; টমের মোজ ও পিট বেশ বড় হইয়াছে; আর তাহার সেই শিশুটি এখন সারা বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্যালি তাহার দেখা শোনা করে। টমের বাসগৃহটি এখন বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু টম যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন আবার তাহা সাজাইয়া তোলা হইবে। এই সকল কথার পর জর্জ স্কুলে যেমন পড়াশুনা করিতেছে চিঠিতে তাহাও ফলাও করিয়া লেখা ছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল, টম যাইবার পর যে চারটি ঘোড়ার বাচ্চা কেনা হইয়াছিল, তাহাদের নাম এবং মিঃ ও মিসেস শেলবি কেমন আছেন, সেই সংবাদ।

চিঠিখানির দিকে তাকাইয়া যেন টমের মনের আশা মিটিতেছিল না; এমন কি চিঠিখানিকে বাঁধাইয়া সে নিজের ঘরে টাঙাইয়া রাখিলে কি হয়, ইভার সহিত সে পরামর্শও করিল। কেবল চিঠিখানি বাঁধাইলে একসঙ্গে তাহার দুইখানি পৃষ্ঠাই দেখা যাইবে না, এইজন্য কাজটি সম্পূর্ণ হইল না।

টম ও ইভার মধ্যে প্রীতি বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ইভা টমকে বাইবেল পড়িয়া শুনায়। সে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়া বাইবেল পাঠ করে। আমরা যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ও তাঁহার গৃহের সকলে একটি হ্রদের ধারে তাঁহাদের গ্রীষ্মাবাস 'ভিলায়' অবস্থান করিতেছেন।

টম ও ইভা বাগানের এক প্রান্তে লতাবিতানতলে একখানি শেওলাঢাকা পাথরের উপর বসিয়া ছিল। রবিবারের সন্ধ্যা। ইভার জানুর উপর তাহার বাইবেলখানি উন্মুক্ত ছিল।

টম বাইবেলের একটি সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল—'যদি আমার উষার মত পাখা থাকিত, তাহা হইলে ক্যানানের তীরে উড়িয়া যাইতাম; জ্যোতির্ময় দেবদূতগণ আমাকে আমার আপন গৃহ নব জেরুজালেমে লইয়া যাইতেন।'

ইভা জিজ্ঞাসা করিল—"টমকাকা, নব জেরুজালেম কোথায়?"

—"ঐ মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে, ইভা।"

—"টমকাকা, আমি ওখানে যাচ্ছি।"

—"কোথায়?"

ইভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আকাশখানিকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া বলিল—"আমি ওখানে যাচ্ছি···শীঘ্রই যাব।"

ইভার কথায় টম অন্তরে সহসা বেদনা অনুভব করিল। সে লক্ষ্য করিয়াছে, বিগত ছয়মাসে ইভার হাত দুইখানি কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার রঙ যেন ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। সে এখন একটু ছুটাছুটি করিলে বা কিছুক্ষণ খেলা করিলে হাঁপাইয়া পড়ে। মিস ওফেলিয়া প্রায়ই ইভার একটু কাশির কথা বলেন। এখনও মেয়েটির গাল ও হাত গরম—মনে হয় যেন জ্বর হইয়াছে। হঠাৎ মিস ওফিলিয়ার ডাকে টম ও ইভার কথাবার্তায় বাধা পড়িল। তিনি বলিলেন—"ইভা! হিম পড়ছে; আর বাইরে থেকো না!"

ইভা ও টম তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

মিস ওফিলিয়া ইভার শরীরের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকে সে কথা জানাইতে তিনি মুখে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, বলিয়াছিলেন—"ইভা এখন বাড়িতেছে, সেইজন্য অমন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কাশিটুকু হইয়াছে ঠাণ্ডা লাগার জন্যে।"

কিন্তু অন্তরে অন্তরে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তাঁহাকে সবচেয়ে শঙ্কিত করিয়াছিল, প্রতিদিন ইভার মনের ক্রমবর্ধমান পরিণতি। সে শিশু হইলেও তাহার মন যেন বয়স্কদের মতই পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে সে এমন জ্ঞানের পরিচয় দেয় যে, মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার চমৎকৃত হইয়া যান।

ইভার সমস্ত মন পরের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে বালিকা হইলেও তাহার মন বয়স্কা নারীসুলভ গভীর চিন্তায় পূর্ণ। তাহার এই পরিবর্তন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে

এখনও নিগ্রোশিশুগণের সহিত তেমনই আনন্দে খেলা করে। তবে অনেক সময় খেলায় যোগ দেওয়া অপেক্ষা খেলার দর্শক-হিসাবেই সে যেন আনন্দ লাভ করে বেশি।

একদিন ইভা তাহার মাতাকে বলিল—"মা, তুমি আমাদের দাস-দাসীদের লেখা-পড়া শেখাও না কেন?"

—"সে কি কথা! কেউই তা করেন না।"

—"কেন করে না?"

—"ওরা লেখা-পড়া শিখে কি করবে?"

তারপর কথায় কথায় মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার তাঁহার গহনার বাক্সটি লইয়া বলিলেন—"তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমাকে এই সব গহনা পরতে দেব।"

ইভা গহনার বাক্সটি লইয়া তাহার মধ্য হইতে একছড়া হীরার হার বাহির করিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে হার-ছড়াটির দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল, তাহার মন যেন অন্য কোথাও রহিয়াছে। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"তোমাকে কি রকম গম্ভীর দেখাচ্ছে।"

—"মা, এইগুলোর দাম কি অনেক?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"এগুলো নিয়ে যদি আমার ইচ্ছামত কিছু করতে পারতাম!"

—"তুমি এগুলো নিয়ে কি করবে?"

—"আমি এগুলো বেচে ফ্রি ষ্টেটে একটা জায়গা কিনবো। তারপর আমাদের যতগুলো ক্রীতদাস-দাসী আছে, তাদের সকলকে নিয়ে সেখানে রাখবো। তাদের জন্যে জন কয়েক শিক্ষক রেখে লেখা-পড়া

শেখাব। ওরা লিখতে-পড়তে জানে না বলে অনেক সময় বড় কষ্ট পায়…”

—“চুপ কর। তুমি ছেলেমানুষ। এ-সবের কি বোঝ? তোমার বক্‌বকানিতে আমার মাথা ধরেছে।”

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের মাথা তাঁহার ইচ্ছামত ধরিত। যখনই কোন কথা বা বিষয় তাঁহার মনঃপূত হইত না, তখনই তাঁহার মাথা ব্যথা করিত। ইভা নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

=আভার=

এই সময়ে—

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের ভ্রাতা অ্যাল্‌ফ্রেড তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেন্‌রিক্‌কে লইয়া মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের ভিলায় দুই-একদিনের জন্য বেড়াইতে আসিলেন। একটু আলাপেই হেন্‌রিক ও ইভার মধ্যে বেশ ভাব জমিয়া উঠিল। একদিন দুইজন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

ইভার ঘোড়াটির রঙ তুষারশুভ্র। তাহার স্বভাবও বড় শান্ত। হেন্‌রিকের ঘোড়াটির রঙ কাল। তাহার স্বভাব রুক্ষ ও তেজী। হেন্‌রিকের স্বভাবও সেই রকম। ইভার ঘোড়াটিকে টম্ আনিয়াছে। হেন্‌রিকের ঘোড়াটি আনিয়াছে তাহার সহিত ডোডো। ডোডোর বয়স দশ বৎসর হইবে। সে জাতিতে মুলাট্টো; কিন্তু তাহার ধমনীতে শ্বেতকায়ের রক্ত প্রবাহিত।

হেন্‌রিক তাহার হাত হইতে লাগাম লইবার সময় ঘোড়াটির দিকে তাকাইতেই তাহার ভ্রূকুটি দেখা দিল। সে বলিল—“এই কুঁড়ে

কুকুর! একি? আজ সকালে আমার ঘোড়াটাকে পরিষ্কার করিস্‌নি?"

ডোডো নম্রভাবে বলিল—"হাঁ হুজুর, করেছিলাম। ও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আবার ধূলো মেখেছে।"

—"এই রাসকেল! চুপ কর্‌! তোর এতখানি স্পর্ধা যে, আমার কথার ওপর জবাব দিচ্ছিস্‌?" বলিয়া হেন্‌রিক হাতের চাবুক উঠাইল।

—"হুজুর।"

হেন্‌রিক চাবুক দিয়া তাহার মুখে আঘাত করিল। তারপর তাহার একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে জানু পাতিয়া বসাইল এবং মারিতে মারিতে যতক্ষণ সে ক্লান্ত হইয়া না পড়িল, ততক্ষণ তাহাকে নির্মমভাবে মারিতে লাগিল।

—"হতভাগা কুকুর! আমার মুখের ওপর জবাব দিতে হয়না, এইবার তা শিখবি। ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আন্‌।"

টম বলিল—"হুজুর! আমার মনে হয়, ও বলতে চাইছিল, ঘোড়াটাকে যখন ও আস্তাবল থেকে আনছিল, তখন ঘোড়াটা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। ঘোড়াটা বড় তেজী। গড়াগড়ি দেওয়ার ফলেই ঘোড়াটার গায়ে ধুলো লেগেছে। ও যখন ঘোড়াটাকে পরিষ্কার করে, তখন আমি দেখেছি।"

—"তোমাকে যতক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করবো, ততক্ষণ চুপ করে থাকবে।" বলিয়া হেন্‌রিক অদূরে অশ্বারোহিণীর পোষাকে সজ্জিত ইভার নিকট সরিয়া গেল। তারপর তাহাকে বলিল—"আমি বড় দুঃখিত যে, এই নির্বোধটার জন্যে তোমার দেরী হয়ে গেল। ততক্ষণ আমরা এখানে বসি। তোমার কি হয়েছে? গম্ভীর হয়ে আছ কেন?"

—"কি করে তুমি ডোডোর ওপর অত নিষ্ঠুর হতে পারলে?"

—"নিষ্ঠুর! কি বলছো?" হেন্‌রিকের স্বরে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিল—"ওকে তুমি চেন না। ও-রকম না হ'লে ও সায়েস্তা হয় না। ছোঁড়াটা মিছে কথা বলে, ফাঁকি দেয়। ওকে সায়েস্তা করার একমাত্র পথ কথা বল্‌তে না দেওয়া। বাবা ঐ রকম করেই তাঁর ক্রীতদাস-দাসীদের সায়েস্তা করেন।"

—"কিন্তু টম্‌কাকা যে বললে, ওর কোনো দোষ নেই। টম্‌কাকা তো কখনো মিথ্যা কথা বলে না।"

—"তাহলেও লোকটা একটা অসাধারণ নিগ্রো। ডোডো কেবল মিছে কথা বলে।"

—"তুমি ওকে শুধু শুধু মারলে।"

—"আচ্ছা! তোমার সামনে ওকে আর কখনও মারবো না।"

ইহাতে ইভা সন্তুষ্ট হইল না, সে দেখিল, হেন্‌রিককে তাহার মনের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করাও বৃথা।

ডোডো আবার ঘোড়া লইয়া আসিল।

ইভা দেখিল, তাহার মুখখানি বিবর্ণ। তাহার চোখ দু'টি দেখিয়া মনে হইল, সে কাঁদিতেছিল। সে মিষ্টকথায় তাহার মনোবেদনা কিছু পরিমাণে লাঘব করিয়া ব্যথিত-অন্তরে হেন্‌রিকের সহিত বেড়াইতে গেল।

এই ঘটনার দিন দুই পরে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের ভাই মিঃ অ্যাল্‌ফ্রেড হেন্‌রিককে লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইভা এই দুইদিন তাহার বালক-আত্মীয়টির খেলাধুলায় যোগ দিয়া তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্ষয় করিয়াছে। ফলে আত্মীয়টি চলিয়া

যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার অবশেষে চিকিৎসক ডাকিতে সম্মত হইলেন। প্রথমে ইহাতে তাঁহার সম্মতি ছিল না এইজন্য যে, চিকিৎসক ডাকিলে কোন একটি রোগকেও স্বীকার করিতে হইবে।

দুই-একদিনের মধ্যে ইভা এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, সে গৃহেই বন্দিনী হইয়া রহিল।

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার ইভার স্বাস্থ্যের দিকে এ-পর্যন্ত একদিনও দৃষ্টি দেন নাই। অবশ্য তাঁহার সে অবসরও ছিল না, কেননা, সম্প্রতি তাঁহার কয়েকটি নূতন রোগের ব্যাপারে তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, পূর্বে কেহ কখনও তাঁহার ন্যায় অসুস্থ হয় নাই এবং কখনও তাঁহার মতো অসুস্থ হইয়া পড়িতেও পারে না। সেইজন্য কাহারও অসুখের কথা বলিতে গেলে, তিনি তাহা কানেও তোলেন না।

মিস ওফেলিয়া তাঁহাকে কয়েকবার ইভার বিষয় সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলিয়াছেন—"আমি তো দেখছি, মেয়েটা বেশ খেলা করে বেড়াচ্ছে, বেশ স্ফূর্তিতে আছে। ওর আবার অসুখ কিসের ?"

—"কিন্তু ওর কাশি হয়েছে।"

—"কাশি ! কাশির কথা আমাকে বলো না। ওর বয়সে আমারও কাশি ছিল। লোকে বলতো আমার যক্ষা হয়েছে।"

—"কিন্তু দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে···একটুতেই হাঁফায়।"

—"ও-রকম আমারও ছিল। ওটা হলো স্নায়বিক দুর্বলতা।"

—"ওর রাত্রে ঘাম হয়।"

—"আমারও এই দশ বছর ধরে রাত্রে ঘাম হচ্ছে। আমার মত ঘামে কি ওর পোষাক সপ্ সপ্ করে?"

মিস ওফেলিয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু এখন ইভা শয্যাগ্রহণ করিতেই মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার সহসা অন্য মূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—তাঁহার ভাগ্যে যে এই দুঃখ আছে, তাহা তিনি পূর্বেই জানিতেন। যখন তিনি নিজের অসুখ লইয়া বিব্রত, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার চোখের সম্মুখে তাঁহার একমাত্র সন্তান মারা যাইতেছে।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?"

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"মায়ের মনে যে কি হয়, তা তুমি বুঝবে কি করে?"

তাহার পর আরও কিছুক্ষণ দুইজনে কথা-কাটাকাটি হইল। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের মেজাজ হইয়া উঠিল আরও খিটখিটে।

কিন্তু দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই ইভা আবার হাঁটিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিস ওফেলিয়া ও চিকিৎসক ছাড়া আর সকলেই ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন। কেবল তাঁহারা দুইজনে বুঝিলেন, এই হইল প্রদীপ নিভিবার আগে দপদপ করিয়া জ্বলার মতো।

এদিকে ইভার মনে একটুকুও দুঃখ নাই। তবে যাহাদের সে ভালবাসে, তাহাদের, বিশেষ করিয়া তাহার পিতাকে, ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এইজন্য সে অন্তরে বড় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহাদের গৃহে যে সকল ক্রীতদাস-দাসী আছে, যাহাদের জীবনে সে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাদের জন্য একটা কিছু করিয়া যাইতে তাহার মনে একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে একদিন টম্‌কে বলিল

—"যীশু যে কেন আমাদের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করতে চেয়েছিলেন, আমি তা বুঝতে পারছি।"

—"কি, ইভা ?"

—"আমি সেটা অনুভব করছি।"

—"কি অনুভব করছো ?"

—"আমি তা প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু সেই জাহাজে এখানে আসবার সময় যখন সেই হতভাগ্যের দলকে দেখলাম…তাদের মধ্যে কেউ মাকে হারিয়েছে, কেউ স্বামীকে হারিয়েছে,…মায়েরা তাদের সন্তানদের হারিয়ে কাঁদছে…যখন সেই ক্রীতদাসী ও আরও অনেকের নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর কথা শুনলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল, যদি আমার প্রাণদানে এদের দুঃখের শেষ হয়, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেব।" বলিয়া ইভা তাহার শীর্ণ হাতখানি টমের হাতের উপর রাখিল।

টম্ শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া ইভার দিকে তাকাইয়া রহিল এবং যখন সে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের ডাকে চলিয়া গেল, তখন টম্ তাহার দিকে তাকাইয়া অনেকবার তাহার চোখ দুইটি মুছিল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ইভার জন্য একটি ছোট প্রস্তরমূর্তি আনিয়া ছিলেন। কিন্তু ইভার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া তাঁহার অন্তর সহসা ব্যথিত হইল। তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহাকে যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, ভুলিয়া গেলেন; বলিলেন—"ইভা, তুমি আজ-কাল ভাল আছ, না ?"

ইভা হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলিল—"বাবা ? অনেকদিন তোমাকে আমি

কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়বার আগে সে-সব বলতে চাই।”

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ইভা তাঁহার কোলের উপর বসিয়া বুকের উপর মাথা রাখিয়া আবার বলিল—“সে-সব কথা আর আমার মনে চেপে রেখে লাভ নেই। সে সময় আসছে, যখন আমি তোমাদের ছেড়ে যাব। আমি চলে যাচ্ছি···আর ফিরে আসবো না।” ইভার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেও মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—“তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। মন থেকে ও-সব দুশ্চিন্তা দূর কর।”

—“না বাবা। তুমি নিজেকে ভুলিও না। আমি ভাল নেই। আমি তা ভাল করেই জানি। আমি শীগ্‌গির চলে যাব। আমার একটুও ভয় করছে না। বাবা! আমি চলে যেতে চাই···যাবার জন্যে আমার মন কাঁদছে।”

—“কেন মা! তোমার দুঃখ কিসের? তোমার তো অভাবও কিছুই নেই।”

—“বাবা। আমার সাধ যায়, আমি ঐ আকাশে স্বর্গরাজ্যে বেশ থাক্‌তাম। কেবল আমার বন্ধুদের জন্যেই আমি বেঁচে থাকতে সম্মত। এখানে অনেক জিনিস আছে, যা আমাকে বড় পীড়া দেয়; বড় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। আমার ওখানে থাকাই ভাল। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না···আমার বুক ভেঙ্গে যাবার মত হয়।”

—“তোমার দুঃখ কিসের? কি তোমার ভয়ঙ্কর বোধ হয়, ইভা?”

—“আমাদের এই হতভাগ্য ক্রীতদাস-দাসীদের জন্যে আমার বড়

কষ্ট হয়। ওরা আমাকে বড় ভালবাসে। ওরা সকলেই আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করে। আমার ইচ্ছে, বাবা, ওরা সকলেই দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক।”

—“কেন? তুমি কি মনে কর, ওরা সকলে আমার বাড়িতে সুখে নেই?”

—“যদি তোমার কিছু হয়, বাবা, তাহলে ওদের কি দশা হবে? সকলে তো তোমার মত ভাল নয়। লোকে তাদের ক্রীতদাস-দাসীদের ওপর কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে! আচ্ছা, যত ক্রীতদাস-দাসী আছে, তাদের সকলকে দাসত্ব থেকে কি মুক্ত করবার কোন উপায় নেই?”

—“এ বড় কঠিন প্রশ্ন। আমি আন্তরিক কামনা করি যে, আমাদের দেশে যেন কোন ক্রীতদাস-দাসী না থাকে। কিন্তু তা কি উপায়ে সম্ভব, আমি জানি না।”

—“বাবা, তুমি কি সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে এ-কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলতে পার না?···যখন আমি এ পৃথিবীতে থাকবো না, তখন তুমি আমার কথা ভাববে; আর, আমার জন্যে এ-বিষয়ে চেষ্টা করবে?”

—“যখন তুমি পৃথিবীতে থাকবে না! এ-রকমভাবে কথা বলো না। এ পৃথিবীতে তুমিই তো আমার সব।”

—“বাবা! ক্রীতদাস-দাসীরাও তাদের সন্তানদের ভালবাসে। টম্‌ও তার সন্তানদের তোমারই মত ভালবাসতো। আমাদের পুরাতন ধাত্রী ম্যামিরও ছেলে-মেয়ে ছিল। কিন্তু তারা সব কোথায়? তাদের কাছ থেকে ওদের ছিনিয়ে আনা হয়নি কি? বাবা, আমার কাছে শপথ কর, যখন আমি এ পৃথিবীতে থাকবো না, তুমি টম্‌কে মুক্তি দেবে···”

—"নিশ্চয়ই। তুমি অমঙ্গলের কথা বলছো কেন? তুমি বল তো আজই তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি আমার কাছে যা চাইবে, তাই দেব।"

—"বাবা! আমার ইচ্ছে হয়, তুমি আর আমি দু'জনেই যদি এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারতুম।"

—"কোথায়?"

—"আমাদের পরিত্রাতা যেখানে বাস করেন। সেখানে চির-শান্তি ও প্রেম বিরাজ করে। তুমি যেতে চাও না, বাবা?"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার নীরবে ইভাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন।

ইভা শান্তস্বরে ও আপনার অজ্ঞাতে বলিল—"তুমি আমার কাছে যাবেই।"

—"আমি তোমার আগেই যাব।"

গম্ভীর সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার ধীরে তাঁহাদের দুইজনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ইভাকে কোলে লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

=উনিশ=

ইভার শয়নকক্ষ। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—

ইভা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য আজকাল তাহার পদশব্দ বাহিরে বারান্দায় শোনা যায় না।

সেদিন বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ইভা তাহার কক্ষে শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া বাইবেলের পাতাগুলি উল্টাইতেছে। এমন সময় সে

তাহার মাতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। তাহার মাতা বলিতেছিলেন—"আবার কি শয়তানী আরম্ভ করেছিস্ ? ফুল তুলছিলি ?" তারপরই চড়ের শব্দ শুনা গেল।

—"মিসেস ! ফুলগুলো মিস ইভার জন্যে তুলছিলাম।" কণ্ঠস্বরটি টপসির।

টপসি ইভাদের এক বালিকা ক্রীতদাসী। সম্প্রতি মিস ওফিলিয়া তাহার স্বভাব সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন। মেয়েটি বড় দুরন্ত। কিন্তু মিস ওফিলিয়া ও ইভার চেষ্টায় তাহার চরিত্র অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল।

—"এ তোর একটা ছুতো। তুই কি মনে করিস্, সে তোর ফুল চায়, হতভাগী, নিগ্রো পেত্নী ! শীগ্‌গির এখান থেকে দূর হ !"

মুহূর্ত-মধ্যে ইভা শয্যা হইতে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

—"মা ! ওকে তুমি মেরো না। ফুলগুলো আমার ভাল লাগে··· তাই ও ফুল তুলছিল···আমাকে ওগুলো দাও···আমি চাই।"

—"কেন ইভা ? তোমার ঘরখানি তো ফুলে ফুলে ভরে গেছে।"

—"আমি আরো ফুল চাই। টপসি, ওগুলো নিয়ে এস।"

টপসি নতমস্তকে বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ইভার কথায় নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ফুলগুলি তাহার হাতে দিল।

ইভা বলিল—"তুমি রোজ ফুল তুলে এই ফুলদানিটাতে রেখো। বুঝ্‌লে ?"

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"তুই তোর মনিবের জন্যে রোজ ফুল তুলে রাখবি, বুঝ্‌লি ?"

টপসি মাথা নোয়াইল। তারপর মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার

জন্যে উদ্যোগ করিতেই ইভা দেখিল, তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ইভা বলিল—"মা! টপ্‌সি আমার জন্যে কিছু করতে চায়।"

—"সে কেবল একটা শয়তানীর ছুতো বার করবার জন্যে। ও জানে ফুল-তোলা বারণ, অথচ ফুল তুলতে হবে। ও ঐ ছুতোয় ফুল তোলে। তবে তোমার যখন ইচ্ছে, তখন ও ফুল তুলুক।"

—"মা! আমি আমার চুলগুলো সব কেটে ফেলতে চাই।"

—"কেন?"

—আমার দেবার শক্তি থাকতে থাকতে কিছু চুল আমার বন্ধুদের দিয়ে যেতে চাই। পিসীমাকে ডাকবে না চুলগুলো কেটে দিতে?"

তারপর মিস ওফিলিয়া আসিয়া চুলগুলি কাটিয়া দিলে, সকল দাস-দাসীদের ইভার কক্ষে ডাকা হইল। ইভা একটু উঠিয়া বসিয়া সমবেত দাস-দাসীদের প্রত্যেকের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তাহাদের মুখ ম্লান; কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল। ইভা বলিল—"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের ভালবাসি বলে আমার কাছে ডেকেছি। আমি তোমাদের কিছু বলবার ইচ্ছে করি; তোমরা সর্বদা তা মনে রেখো। আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করবে, লিখতে-পড়তে শিখবে···। হায় রে। এরা লিখতে-পড়তে জানে না। বেচারারা! যাই হোক, পড়তে-লিখতে না শিখলেও তোমরা প্রত্যহ প্রার্থনা করো···ধর্ম পথে চোলো। আমি আশা করি, তোমাদের সকলের সঙ্গে স্বর্গে আমার দেখা হবে।"

যাহারা এতক্ষণ ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তাহারা সহসা কাঁদিতে লাগিল। ইভা বলিল—"আমি জানি, তোমরা সকলেই আমাকে ভালবাস।"

সকলে সমস্বরে উত্তর দিল—"নিশ্চয়ই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

—"তোমরা সকলেই আমার প্রতি সদয় ছিলে। আমি তোমাদের সকলকেই কিছু দিতে চাই, যা দেখলে আমার কথা তোমাদের মনে পড়বে। আমি তোমাদের সকলকে আমার মাথার চুল দিয়ে যাব। আমি স্বর্গ-লোকে চলে গেলে তোমরা যখন এই স্মৃতিচিহ্নটুকু দেখবে, তখন মনে করবে, আমি তোমাদের ভালবাসতাম এবং তোমাদের সকলকেই স্বর্গে দেখতে চাই।"

তারপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলের চোখেই জল, বেদনার ভারে তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা ইভার দুইপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত হইতে শেষদান গ্রহণ করিল।

ইভাদের পুরাতন ধাত্রী ম্যামি ও টম্ ছাড়া আর সকলকেই মিস ওফিলিয়া ইঙ্গিতে কক্ষ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

ইভা বলিল—"টমকাকা, তোমার জন্যে একটি গুচ্ছ রেখেছি…নাও। তোমাকে আমি স্বর্গে দেখতে পাব বলে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হবে! আর, ম্যামি! আমি জানি তুমিও সেখানে যাবে।" বলিয়া সে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

ম্যামি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, গভীর দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মিস ওফিলিয়া তাহাকে ও টম্‌কে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির

করিয়া দিলেন। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার নীরবে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সকলে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেও তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

—"বাবা!" বলিয়া ইভা তাঁহার হাতের উপর তাহার একখানি হাত ধীরে রাখিল। তিনি চমকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তারপর সহসা বলিয়া উঠিলেন—"আমি পারছি না…কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। ভগবান আমাকে বড় কঠোর আঘাত দিয়েছেন।"

মিস ওফিলিয়া বলিলেন—"আগাস্টিন! ভগবান তাঁর আপন সামগ্রী নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারেন না কি?"

—"হয়ত পারেন। কিন্তু সেইটেই বড় সান্ত্বনা নয়।"

ইভা সহসা পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ইভাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর স্মিতমুখে বলিলেন—"কৈ, তুমি আমাকে তো একটি গুচ্ছও দিলে না।"

—"তোমার আর মায়ের বাকি সব। পিসীমা যতগুলো চান, ততগুলো তাঁকে দিও। আমি আমাদের দাস-দাসীদের নিজের হাতে দিলাম এইজন্যে যে, আমি গেলে ওদের কথা আর কারোরই মনে থাকবে না।"

এই ঘটনার পর হইতে ইভা মরণের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। মিস ওফিলিয়া রাত্রিদিন ইভার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আঙকল টমও প্রায় সর্বক্ষণই ইভার কক্ষে থাকে। ইভা শয্যায় থাকিতে

পারে না, বড় অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু তাহাকে দুই হাতের উপর শোয়াইয়া একটু ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহার বড় স্বস্তি বোধ হয়। টম্‌ও সেইজন্য ইভার ক্ষীণ দেহটি দুই হাতের উপর শোয়াইয়া কক্ষমধ্যে ও বারান্দায় পায়চারী করিতে বড় ভালবাসে। প্রভাতে যখন হ্রদের দিক হইতে নির্মল সমুদ্রবাতাস বহিয়া আসে এবং তাহার স্পর্শে ইভা আরাম বোধ করে, তখন টম্ তাহাকে লইয়া কখনো বাগানে কমলালেবুর গাছের তলায় কখনো বা তাহাদের পরিচিত আর কোন জায়গায় বসিয়া তাহাদের প্রিয় বাইবেলের প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারও কখন কখন ইভাকে সেইভাবে লইয়া পায়চারী করেন। কিন্তু তাঁহার দেহ টমের চেয়ে দুর্বল। সেইজন্য তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ইভা বলে—"বাবা! টমকাকাকে আমায় নিতে দাও। বেচারা এতে বড় আনন্দ পায়। তুমি তো জান, এ কাজটুকু ছাড়া ও আমার আর কিছুই করতে পারে না। অথচ ও আমার জন্যে কিছু না কিছু করতে উৎসুক।"

—"আমিও তো কিছু করতে চাই।"

—"তুমি তো সবই কর, বাবা। তুমি রাত জেগে আমার পাশে বসে থাক, আমাকে বই পড়ে শোনাও। কিন্তু টমকাকা কেবল এইটুকু করতে পারে; আর আমাকে গান শুনায়। ও তোমার চেয়ে স্বচ্ছন্দেই এই কাজগুলো করতে পারে।"

কিন্তু কেবল টম নয়, ইভাদের সমস্ত ক্রীতদাস-দাসীরাই এই ভাব প্রকাশ করিত এবং তাহারা যে যেটুকু পারিত, ইভার জন্য সে সেইটুকু করিয়া কৃতার্থ হইত। আর তাহাদের পুরাতন ধাত্রী ম্যামি। তাহার সেবার তুলনা ছিল না। তাহার সকল কর্ম, সকল চিন্তা ছিল ইভাকে

কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার কৌশলে তাহাকে এমনভাবে ব্যস্ত রাখিতেন যে, বেচারী দিনের বেলা অতি অল্প সময়ের জন্যই ইভার কাছে আসিতে পারিত।

একদিন মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"বিশেষ করে এই সময় আমার নিজের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য। কেন না আমি দুর্বল। তার ওপর মেয়েটার সমস্ত সেবা-শুশ্রূষার ভার আমার ওপর।"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"সত্যি? আমি তো মনে করতাম আমাদের আত্মীয়াটি তোমাকে এ দায় থেকে রেহাই দিয়েছেন।"

—"মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার! তুমি ঠিক পুরুষ মানুষের মতই কথা বলছো। মায়ের মন এইভাবে শান্ত হতে পারে কি? আমার মনে যে কি হচ্ছে, তা কে জানবে? তোমার মত আমি স্নেহমমতাহীন হয়ে সব ছাড়তে পারি না।"

সেই দুঃখের সময়েও মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার একটু হাসিলেন।

ইভার বন্ধুবর্গের মধ্যে টমই ছিল তাহার অন্তরঙ্গ। সে তাহার মনের কথা জানিত ও বুঝিত। ইভা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যাহা উপলব্ধি করিত, তাহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিত।

অবশেষে টম রাত্রে তাহার নিজের কক্ষে না ঘুমাইয়া ইভার কক্ষের বাহিরে বারান্দায় শুইতে আরম্ভ করিল, যাহাতে দরকার হইলেই সে তৎক্ষণাৎ উঠিতে পারে।

মিস ওফিলিয়া বলিলেন—"আঙকল টম্, কুকুরের মত তুমি এখানে ওখানে শুতে আরম্ভ করেছ কেন? তোমাকে তো আমি সবচেয়ে শান্ত ও বুদ্ধিমান বলে জানতাম। নিজের বিছানায় শুতে তো তুমি পছন্দ করতে।"

—"করি···করি···কিন্তু এখন···"

—"এখন কি ?"

—"আস্তে কথা বলুন। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার যেন না শুনতে পান। একজনকে তো তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেই হবে।"

—"তার মানে ?"

—"জানেন তো ধর্মশাস্ত্রে আছে—'নিশীথে গভীর ধ্বনি উঠলো, ঐ দেখ, তিনি আসছেন।' আমি প্রতি রাতে তাই আশা করছি, মিস ফিলি। সেইজন্যে আমি দূরে গিয়ে ঘুমোতে পারি না।"

—"আঙকল টম্, তুমি কেন এসব কথা ভাব ?"

—"মিস ইভা আমাকে এরকম কথা বলেন। জগদীশ্বর অন্তরের দরজায় তাঁর দূত পাঠান। যখন ইভা স্বর্গে প্রবেশ করবে, তখন দেব-দূতেরা ওর জন্যে স্বর্গদ্বার এতখানি উন্মুক্ত করবে যে, সে সময় আমরাও স্বর্গরাজ্যের মহিমার একটু দেখতে পাব।"

এই কথোপকথনটি হয় সেইদিন রাত্রি দশটা হইতে এগারটার মধ্যে····মিস ওলিফিয়া কক্ষের দরজা বন্ধ করিতে গিয়া দেখেন, টম বারান্দায় শুইয়া আছে। সেইদিনই বিকালের দিকে ইভা অন্যদিনের চেয়ে এমন সুস্থ বোধ করে যে, মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের মনে তাহার রোগমুক্তির আশার আলোকের রেখাপাত হয়। সেইজন্য তিনি কয়েক সপ্তাহ পরে সেই রাত্রে অনেকটা লঘুমনে শুইতে গিয়াছিলেন।

কিন্তু গভীর নিশীথে যখন ক্ষণস্থায়ী বর্তমান ও রহস্যময় অনাগতের সন্ধিক্ষণের মাঝের আবরণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই মুহূর্তে দূত আসিল। প্রথমে সেই কক্ষে একজনের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মিস ওফিলিয়া রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি সেই সন্ধিক্ষণে একটি 'পরিবর্তন' লক্ষ্য করিলেন। কক্ষের দ্বার দ্রুত

উন্মুক্ত হইল। টম্ বাহিরে প্রতীক্ষায় ছিল; মুহূর্তে সচেতন হইয়া উঠিল।

মিস ওফিলিয়া বলিলেন—"টম্, শীঘ্র ডাক্তারকে ডেকে আন।" তারপর তিনি মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের কক্ষের দরজায় আঘাত দিয়া ডাকিলেন—"এখনিই একবার এস।"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার সেই মুহূর্তে ইভার কক্ষে গিয়া, তাহার দিকে নত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইভা তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহার মুখে শান্ত-মহান্ ভাব পরিস্ফুট। তাঁহারা দুইজনে তাহার দিকে তাকাইয়া এমন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন যে, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দকেও মনে হইতেছিল অত্যন্ত উচ্চ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টম্ চিকিৎসককে লইয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসক কক্ষে প্রবেশ করিয়া রোগিণীর দিকে একবার তাকাইয়াই আর সকলের মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি অনুচ্চকণ্ঠে মিস ওফিলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা কখন হয়েছে?"

—"মাঝ রাতে।"

মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার ডাক্তারের প্রবেশকালে শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অগাসটিন···কি হলো?"

—"চুপ! ইভার শেষ হয়ে আসছে।" মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর কর্কশ।

ম্যামিও কথাগুলি শুনিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত দাস-দাসীকে জাগাইতে গেল। নিমেষে সারা গৃহখানি জাগিয়া উঠিল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার

নিদ্রিতার মুখে যে দিব্যভাব ফুটিয়া ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলেন,

—"হায়! যদি ও একবার জাগে! একটিও কথা বলে!" তারপর ইভার দিকে নত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া ডাকিলেন—"ইভা।" ইভার নীল আয়ত চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত হইল এবং তাহার মুখের উপর দিয়া একটি মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল। "আমায় চিনতে পারছো, ইভা?"

—"বাবা!" বলিয়া ইভা দুই হাতে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু নিমেষে হাত দুইখানি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল।

তারপরই মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার দেখিলেন, ইভার শ্বাসকষ্ট হইতেছে। তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; টমের হাতখানি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন,

—"প্রার্থনা কর, টম্। এই যন্ত্রণার অবসান হোক্‌……আমি আর সইতে পারছি না।"

—"শেষ হয়ে এল, কর্তা! ঐ দেখুন!"

ইভা যেন ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস লইতে লাগিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি উন্মিলিত। নীল তারকা দুইটি স্থির। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ধীরে কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন—"ইভা!"

ইভা সাড়া দিল না।

—"ইভা, তুমি কি দেখছো? একবার বল। কি দেখছো?" মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিয়া উঠিলেন।

ইভার মুখের উপর দিয়া স্নিগ্ধ হাসির আলো খেলিয়া গেল। সে টানিয়া টানিয়া অতিকষ্টে বলিল—"প্রেম···আনন্দ···শান্তি।" তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গেল।

=কুড়ি=

ইভার অন্ত্যেষ্টির পর কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে—

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের মনেও এক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। তাঁহার সময় সময় মনে হয়, ইভা উর্ধ্বাকাশ হইতে যেন তাঁহাকে সেখানে যাইতে ডাকিতেছে। তাঁহার মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন; তাঁহার যেন উঠিতে কষ্ট হয়। একদিন তিনি টমকে বলিলেন—"টম্, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেনটাকি যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

সহসা টমের মুখের উপর আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল। সে উর্ধ্বে হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবানের জয় হোক।"

ইহাতে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার অন্তরে বড় বেদনা অনুভব করিলেন। টমের যাইবার জন্য এতখানি আগ্রহ তিনি পছন্দ করিলেন না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তুমি এখানে এমন দুরবস্থার মধ্যে ছিলে না যে, তোমার এত তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, টম্।"

—"তা নয়, তা নয়, কর্তা। 'স্বাধীন হবো' এইজন্যই আমার এত আনন্দ।"

—"স্বাধীন না হয়েও তুমি স্বাধীন লোকের চেয়ে সুখে ছিলে না কি? তুমি তো নামে দাস ছিলে। তুমি তো আমাদের পরিজনের একজন হয়েই ছিলে!"

—"না, কর্তা, না।"

—"কেন টম্, আমি তোমাকে যে-সব কাপড়-চোপড় দিয়েছি, সে সব তুমি নিজের উপার্জনে কখনো কিনতে পারবে না।"

—"সবই বুঝি। আপনি বড় সহৃদয় লোক। কিন্তু পরের দান ও নিজ শ্রমে অর্জনের সামগ্রী এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ তো আছেই। এত খুব স্বাভাবিক, কর্তা!"

—"তাই হবে। তুমি মাসখানেকের মধ্যে আমার এখান থেকে চলে যেয়ো।"

—"না কর্তা। তা যাব না। যত দিন আপনি মানসিক শান্তি লাভ না করেন, তত দিন যাব না।"

—"তত দিন যাবে না?"

—"না কর্তা, তত দিন না।"

আর একদিন সন্ধ্যার পর মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার মিস ওফিলিয়াকে বলিলেন—"জানি না, আজ আমার মায়ের কথা এত মনে পড়ছে কেন? আমার মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যে সব কথা বলতেন, আজ আমার সে সব মনে পড়ছে। অতীতের কথা কখন কখন কেন এমন স্পষ্ট হয়ে আমাদের মনে আসে! আশ্চর্য!"

তিনি আরও কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পায়চারি করিলেন, তারপর বলিলেন—"একবার বেরিয়ে আজকের খবরগুলো জেনে আসবো।"

তারপর তিনি টুপি লইয়া বাহির হইলেন।

টম্ তাঁহাকে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার সঙ্গে যাব কি?"

—"না। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

টম্ বারান্দায় বসিল। চমৎকার জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি! সে বসিয়া বসিয়া কৃত্রিম উৎসধারার জলকণাগুলির উঠা-নামা দেখিতে দেখিতে জলধারার কলতান শুনিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহার গৃহের কথা ভাবিতে লাগিল; ভাবিল, সে শীঘ্রই এক স্বাধীন মানুষ হইবে এবং স্বেচ্ছায় নিজ-গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কিভাবে কাজ করিয়া তাহার স্ত্রী ও সন্তানগুলিকে কিনিয়া লইবে, সে তাহারও পরিকল্পনা করিল। সে তাহার সবল পেশীগুলির দৃঢ়তা অনুভব করিয়া ভাবিল, ইহাদের সাহায্যে সে, তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লইবে।

ক্রমে তাহার মন মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার, তাহার পর ইভার চিন্তায় ডুবিয়া গেল। ইভার কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার চোখে তন্দ্রা নামিল। তন্দ্রাঘোরে সে দেখিল, ইভা যেন ফুলসাজে সাজিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে। তাহার মুখে স্বর্গের সুষমা। তাহার মাথার চারিধারে দিব্য ছটা!···সে সহসা টমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং দরজায় প্রবল আঘাতের শব্দে ও অনেকগুলি লোকের কথাবার্তায় টমের সুখতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে গেল; এবং দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিল, কতকগুলি লোক চাপা গলায় দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে একটি দেহকে একটি পোষাকে জড়াইয়া একখানি তক্তার উপর শোয়াইয়া আনিতেছে। দেহটির মুখের উপর আলো পড়িতেই টম্ হাহাকার করিয়া উঠিল।

মিস ওফিলিয়া বৈঠকখানার খোলা দরজা-পথে তখনও বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। লোকগুলি দেহটিকে লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার একটি কাফেতে সান্ধ্য সংবাদপত্র পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন; এমন সময় দুইজন সুরাপায়ীর মধ্যে মারামারি বাধে। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ও আরও দুই-একজন ভদ্রলোক তাহাদের ছাড়াইয়া দিতে যান। সেই সময় মিঃ ক্লেয়ার একজনের হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন। লোকটি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করিতে না পারিয়া উহার দ্বারা মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকে আঘাত করে।

গৃহের সকলের অন্তর শোকে-দুঃখে ভাঙ্গিয়া গেল।

অবিলম্বে চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার চারিধারে শোকার্ত দাস-দাসীগণ। তিনি একবার চোখ মেলিয়া তাহাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—"হতভাগ্যের দল!"

মিস ওফেলিয়া চিকিৎসকের নির্দেশমত তাহাদের সকলকে কক্ষ হইতে সরাইয়া দিলেন, রহিল কেবল টম্‌ ও অ্যাডল্‌ফ নামে আর এক জন ভৃত্য। অ্যাডল্‌ফ ভয়ে অচৈতন্যের মত মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার টমের হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"টম্‌, বেচারা!"

টম্‌ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল—"কি বলছেন?"

—"আমি মরণের পথে। আমার জন্যে প্রার্থনা কর।"

চিকিৎসক বলিলেন—"একজন পাদ্রী…"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিলেন ; তারপর আগ্রহের সঙ্গে টম্‌কে বলিলেন—"প্রার্থনা কর।"

টম্ তাহার সারা অন্তরের ভক্তি ও ব্যাকুলতা দিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। চোখের জলে তাহার দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। টমের প্রার্থনা শেষ হইলে, মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার হাত বাড়াইয়া টমের একখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন। চোখ দুইটি বন্ধ করিলেও তিনি হাত ছাড়িলেন না, কেননা, পরলোকের দরজায় কালো ও সাদায় কোনই পার্থক্য নাই। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার অনুচ্চকণ্ঠে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন—"প্রলাপ বকছেন।"

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বলিলেন—"না। আমার মন এতকাল পরে তার ঘরে ফিরে আসছে। কতকাল পরে!"

তারপর তিনি শান্তভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। শেষে সহসা চোখ দুইটি মেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা।"

তাঁহার দুই চোখে আনন্দ ও শান্তির বার্তা খেলিয়া গেল।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার চলিয়া গেলেন। সেইসঙ্গে তাঁহার ক্রীতদাস-দাসীগণও অসহায় হইয়া পড়িল। আর কে তাহাদের রক্ষা করিবে?

=একুশ=

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের অন্ত্যেষ্টির পর তাঁহার ভ্রাতা অ্যাল্‌ফ্রেডের পরামর্শমত মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের জিনিসপত্র ও কতকগুলি ক্রীতদাস-দাসীকেও নিলামে বিক্রয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। মিসেস সেণ্ট

ক্লেয়ারও তাহাতে সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, তিনি তাঁহাদের শূন্য গৃহখানি উকিলের জিম্মায় রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন।

মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের দাস-দাসীগণের অন্তর গভীর দুঃখে কাতর। তাহাদের স্বর্গত মনিবের মত দয়ালু মনিব তাহারা জীবনে আর হয়ত কখনও লাভ করিবে না। তাহাদের মনিব-পত্নীর ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার ছিলেন তাহাদের ও মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের মাঝে এক অন্তরালস্বরূপ। সেই অন্তরাল সহসা সরিয়া গেল; তাহাদের রক্ষা করিবার আর কেহ রহিল না।

একদিন টম্ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে··অ্যাডল্‌ফ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের মৃত্যুর পর হইতে সেও অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। সে টম্‌কে বলিল—"জান, টম্, আমাদের সকলকে বিক্রী ক'রে দেওয়া হবে।"

টম্ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি ক'রে জানলে?"

—"মিসেস যখন উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন আমি পর্দার আড়াল থেকে শুনেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের নিলামে চড়ানো হবে।"

—"ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক······" বলিয়া টম্ হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অ্যাডল্‌ফ বলিল—"এমন মনিব আর পাব না। আমি মিসেসের কাছে কাজ করার চেয়ে নিলামে চড়তে রাজী আছি।"

টম্ ফিরিয়া দাঁড়াইল। বন্দরের কাছে পৌঁছিয়া কোন জাহাজ জলমগ্ন হইলে তাহার নাবিকের মনশ্চক্ষে যেমন তাহার গ্রামের বাড়ি, ঘরের ছাদ ও গীর্জার চূড়াটি শেষবারের মত ভাসিয়া উঠে, টমেরও

মনে তেমনই স্বাধীনতার আশা, তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণের কথা ভাসিয়া উঠিল। সে তাহাদের ফিরিয়া পাইয়াও পাইল না।

টম্ তাহার বুকের উপর হাত দুইখানি চাপিয়া তাহার উদ্গত অশ্রুধারাকে সংযত করিয়া প্রার্থনা করিবার প্রয়াস পাইল; স্বাধীনতার প্রতি তাহার এমন আকর্ষণ ছিল যে, বেচারা যতই বলিতে লাগিল, "জগদীশ্বর, তোমারই ইচ্ছে পূর্ণ হোক", ততই তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

সে মিস ওফিলিয়ার নিকট গিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারকে অনুরোধ করিতে বলিল। মিস ওফিলিয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার তখন কিরূপ কাপড়ের পোষাক তৈয়ারি করিয়া পরিলে ঠিকমত শোক প্রকাশ করা হয়, সেই কাপড় পছন্দ করিতেছিলেন।

মিস ওফিলিয়া বলিলেন—"তুমি চলে যাচ্ছ? একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল। অগাস্‌টিন টম্‌কে মুক্তি দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার জন্যে সে দলিল-পত্রও তৈরি করছিল, আমি আশা করি, তুমি বাকিটুকু শেষ করবে।"

—"আমি কখনো তা করবো না। দাস-দাসীদের মধ্যে টমের মূল্য অনেক। কাজেই ওকে ছাড়া যায় না। তা ছাড়া, ও স্বাধীনতা নিয়ে কি করবে? ও তো বেশ সুখেই আছে।"

—"কিন্তু ও অন্তরের সঙ্গেই স্বাধীনতা চায়; আর ওর মনিবও ওকে তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

—"ওরা তো স্বাধীনতা চাইবেই। ওরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। যা নেই, তা পাবার জন্যে ওরা ব্যস্ত। আমি ওদের স্বাধীনতা দেওয়ার

বিরুদ্ধে। একটা নিগ্রোকে কোন লোকের অধীনে রেখে দেওয়া হোক্; সে বেশ কাজ-কর্ম করবে, ভদ্রভাবে জীবনযাপন করবে; কিন্তু তাকে স্বাধীনতা দিলেই সে হয়ে উঠবে উচ্ছৃঙ্খল, অলস ও মাতাল। স্বাধীনতা দিয়ে ওদের কখনো উপকার করা যায় না।"

—"কিন্তু টম্ সচ্চরিত্র, শান্ত, ভদ্র, ধার্মিক।"

—"ও! আমাকে আর ওসব কথা বলতে হবে না, আমি ঢের দেখেছি। ও যতদিন কারো অধীন থাকবে, ততদিনই ভাল থাকবে।"

—"বিক্রী করলে ওর ভাগ্যে খারাপ মনিবও জুটতে পারে।"

—"বাজে কথা! প্রায় সব মনিবই ভাল। সব মনিবই তাদের চাকর-বাকরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।"

—"যাক্। ইভার বাবার কাছে আমি শুনেছি—ইভা যখন জাহাজ থেকে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল, তখন টম্ তাকে বাঁচিয়েছিল। আমি জানি তোমার স্বামী ওকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছেও ছিল তাই। ইভার মৃত্যুশয্যায় তার কাছে সেই প্রতিজ্ঞাও তিনি করেছিলেন। আমি আশা করি, তুমি সে ইচ্ছের প্রতি সম্মান দেখাবে।"

মিস ওফিলিয়ার এই করুণ আবেদনে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার রুমালে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে স্মেলিং সল্ট শুঁকিতে আরম্ভ করিলেন এবং এক সময় বলিয়া উঠিলেন—"সকলেই আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমার দুঃখে কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তুমিও শেষে আমাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করলে?"

মিস ওফিলিয়া দেখিলেন, আর চেষ্টা করা বৃথা…টম্‌কে মুক্ত করা যাইবে না। তিনি টমের হইয়া কেনটাকিতে খেসারতের টাকা পাঠাইবার জন্য মিসেস শেলবির নিকট পত্র লিখিয়া দিলেন।

পরদিন টম্‌, অ্যাডল্‌ফ ও আরও জন-কয়েক দাস-দাসীকে নিলামে চড়াইবার জন্য গুদামঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্রীতদাস-দাসীগণের গুদামঘর! তাহা বর্ণনাতীত! আমাদের দেশে গো-হাটায় গোরু-মহিষদের জন্যও ব্যবসায়ীরা সেইরূপ স্থান ব্যবহার করে না।

যাহা হউক, টম্‌রা যাইবার দিন-দুই-তিন পরে নিলামের ব্যবস্থা হইল। কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের মানুষ-পণ্যগুলি বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। একটি প্রকাণ্ড ও সুন্দর গম্বুজের নীচে নানা দেশের লোক সমবেত হইয়াছে। স্থানটি মর্মর পাথরে বাঁধান। ক্রেতাগণ সিগারেট টানিতে টানিতে এধারে-ওধারে ঘুরিতেছে, পণ্যগুলি দেখিতেছে, মনে মনে বিচার করিতেছে বা পরিচিত সমব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা করিতেছে।

টম্‌ ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে লক্ষ্য করিতেছিল··· তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও যদি সে পায়, যাহাকে সে স্বেচ্ছায় 'মনিব' বলিতে পারে। টম্‌ নানারকমের ক্রেতা দেখিতে লাগিল; কিন্তু কোন 'সেণ্ট ক্লেয়ার' তাহার চোখে পড়িল না।

নিলামের অল্পক্ষণ পূর্বে একজন খর্বকায়, প্রশস্তবক্ষ, বলিষ্ঠ লোক ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে মানুষ-পণ্যগুলির সম্মুখে আসিয়া তাহাদের মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। লোকটিকে দেখিবামাত্রই টমের মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং লোকটি যতই তাহার কাছে আসিতে লাগিল, তাহার সে ভাব ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লোকটি খর্বকায় হইলেও অমিতশক্তির অধিকারী ছিল। লোকটির মাথা বুলেটের মত গোলাকার, চোখ দুইটি বড় ও ঈষৎ ধূসর, ভ্রূ দুইটি

ঘন, মাথায় কর্কশ চুল। তাহার মুখ-গহ্বর প্রকাণ্ড। মুখের মধ্যে তামাক পাতা থাকায়, মুখটা স্ফীত ও বিকৃত হইয়া আছে। তাহার হাত-দুইখানি বিশাল ও লোমশ, আঙ্গুলের মাথায় নখগুলি বড় বড় এবং বিশ্রী। সে মাঝে মাঝে থুথু ফেলিতেছিল।

সে টমের দাঁতগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার চোয়াল চাপিয়া ধরিয়া মুখখানা ফাঁক করিয়া ফেলিল। হাতের পেশী পরীক্ষার জন্য টমের আস্তিন গুটাইয়া ঘুরাইয়া দাঁড় করাইল এবং তাহার পদক্ষেপ পরীক্ষার জন্য তাহাকে দিয়া লাফ দেওয়াইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় মানুষ হয়েছ?"

—"কেনটাকিতে, হুজুর।"

—"কি করতে?"

—"মনিবের সম্পত্তি দেখা-শুনা করতাম।"

—"হবে।" বলিয়া সে সরিয়া গেল।

ক্ষণিক পরেই নিলাম আরম্ভ হইল। অ্যাডল্‌ফ চড়াদামে বিক্রয় হইয়া গেল। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বাকি ক্রীতদাসগুলিও অন্য ক্রেতাগণ কিনিয়া লইল। বাকি রহিল কেবল…টম্।

নিলামদার তাহাকে বলিল—"শুনছো, এবার তুমি ওঠ।"

টম্ নিলামের চড়িবার কাঠের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্বেগের সহিত চারিধারে তাকাইতে লাগিল।

নিলামদার ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় টমের গুণ বর্ণনা করিয়া নিলাম ডাকিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সে হাতুড়ির আঘাত ঠুকিয়া নিলাম খতম করিল।

টম্ দেখিল, তাহাকে সেই খর্বকায় লোকটি কিনিয়া লইল। তাহার নাম, মিঃ লেগ্রি। রেড-নদীর ধারে তাহার তুলার চাষ আছে। তাহার কাজ শেষ হইলে, সে আর দাঁড়াইল না, তাহার পণ্যগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

=বাইশ=

রেড-নদীপথে একখানি ছোট ও অপরিচ্ছন্ন জাহাজ চলিয়াছে।

টম্ তাহার এক অংশে বসিয়া আছে। তাহার হাতে-পায়ে শৃঙ্খল। নদীর তটভূমি ও তরুশ্রেণী যেমন তাহার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর আসিবে না, তেমনই তাহার পাশ দিয়া তাহার জীবনের সব কিছুই চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। কেনটাকির গৃহ, স্ত্রী, সন্তানগণ ও দয়ালু মনিব ; মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের গৃহ ও তাহার বিলাসিতা, স্বর্গের বালিকা ইভা, স্বয়ং মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার, কত সুখময় অবসর··· সবই চলিয়া গিয়াছে ; এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে ?

মিঃ সাইমন লেগ্রি, টমের নূতন মনিব, আটজন দাস-দাসী কিনিয়াছিল। তাহাদের সকলকে দুইজন দুইজন করিয়া একত্রে বাঁধিয়া সে জাহাজে লইয়া আসিয়াছিল।

লেগ্রি টমের ট্রাঙ্কের জিনিস-পত্র পরীক্ষা করিতে করিতে একটি অতি পুরাতন পেণ্টালুন ও একটি মলিন কোট দেখিতে পাইল। এই পেণ্টালুন ও কোটটি টম্ আস্তাবলে কাজ করিবার সময় পরিত। লেগ্রি এখন সে দুইটি বাহির করিয়া টম্‌কে দিয়া বলিল—"ঐখানে গিয়ে এই দুটো পর।"

টমের হাতে হাতকড়া ছিল। লেগ্রি তাহা খুলিয়া লইতেই কিছুদূরে যেখানে বাক্স ইত্যাদি সাজানো ছিল, টম্ তৎক্ষণাৎ সেগুলির মধ্যে গিয়া সে তুইটি পরিয়া ফিরিয়া আসিল।

লেগ্রি বলিল—"তোমার বুট-জোড়া খুলে ফেল।"

টম্ বুট-জোড়া খুলিয়া ফেলিল।

—"এই তুটো পরো…" বলিয়া লেগ্রি তাহার দিকে এক জোড়া শক্ত জুতা ফেলিয়া দিল। টম্ জুতা-জোড়াটি পরিল। পোষাক ছাড়িবার সময় সে তাড়াতাড়ি তাহার বাইবেলখানি পকেটে পুরিয়া দিয়াছিল।

লেগ্রি তাহার হাতে আবার হাতকড়া পরাইয়া গায়ে প্রথমে যে কোটটি ছিল, তাহার পকেটগুলি খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

কোটটির পকেটে নানারকমের জিনিস ছিল। জিনিসগুলি ইভাকে বড় খুশী করিত। টম্ তাই সেগুলিকে ফেলিতে পারে নাই। লেগ্রি জিনিসগুলি বাহির করিয়া সেগুলি একবার দেখিয়াই নদীর মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

টম্ তাড়াতাড়িতে তাহার প্রার্থনা-সঙ্গীত-পুস্তকখানি বাহির করিয়া লইতে পারে নাই। লেগ্রি সেখানা বাহির করিয়া বলিল—"হুঁ! ধার্মিক! তুমি গীর্জায় যাও?"

—"হাঁ, হুজুর।"

—"বাপু! ওসব চলবে না। এখন আমিই তোমার গীর্জা। এখন থেকে আমি যা বলবো, তাই তোমায় শুনতে হবে। বুঝলে?"

টমের অন্তর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—"না।"

লেগ্রি কেবল টমের ম্লানমূর্তির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার

তাকাইয়া তাহার ট্রাঙ্কটি লইয়া জাহাজের এক অংশে চলিয়া গেল। তারপর সেখানে 'ছোটলোক ভদ্রলোক হইতে চায়'…'নিগ্রো শ্বেতকায় হইতেছে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে টমের ট্রাঙ্ক ও জিনিসপত্রগুলি জাহাজের খালাসীদের কাছে বিক্রয় করিয়া যাহা পাইল নিজের পকেটে পুরিল। তারপর সে টমের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, "টম্, তোমাকে ভার থেকে মুক্তি দিলেম। তোমাকে যে পোষাকটা দিয়েছি, সেটার যত্ন নিও। ওটা না ছিঁড়লে আর কোন পোষাক পাবে না। একটা পোষাক একবছর চালাতে হবে, মনে রেখো।"

তারপর লেগ্রি টমের নিকট হইতে কিছুদূরে গিয়া দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতে লাগিল। সে বলিল—"আমার আঙুলের এই গাঁটগুলো দেখছেন, নিগ্রো দাস-দাসীকে ঘুষি মেরে মেরে একেবারে লোহা হয়ে গেছে। হাত দিয়ে দেখুন।"

ভদ্রলোকটি লেগ্রির আঙুলের গাঁটগুলির উপর আঙুল বুলাইয়া বলিলেন—"খুবই শক্ত…এবং আমার মনে হয়, অভ্যাসের ফলে আপনার হৃদয়ও এই রকম কঠিন হয়ে গেছে।"

—"হাঁ; আমার কাছে নিগ্রোদের চালাকি চলে না।"

আর কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভদ্রলোকটি লেগ্রির নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।

জাহাজখানি রেড-নদীর কর্দমাক্ত, বিক্ষুব্ধ বক্ষের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। বিমর্ষ যাত্রিদল তাহার তীরভূমির দিকে ম্লানদৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছে।

অবশেষে জাহাজখানি একটি ছোট শহরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। লেগ্রিও তাহার দাস-দাসীদের লইয়া সেখানে নামিয়া গেল।

=তেইশ=

একখানি বিশ্রী ওয়াগনের পিছনে বসিয়া একটি বিশ্রী পথ দিয়া টম্ ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী পরম ক্লান্তিভরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াগনের মধ্যস্থলে লেগ্রি ও তাহার দুইজন শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসী কতকগুলি মালপত্রের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য…লেগ্রির আবাদ। জায়গাটি সেখান হইতে অনেক দূর।

নির্জন ও পথিক-পরিত্যক্ত সর্পিল পথ…কখন পাইন বনের মধ্য দিয়া, কখন বা জলাভূমির উপর শায়িত সাইপ্রেস বনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে পাইনবনের শাখা হইতে বাতাসের মৃদু মর্মরধ্বনি কানে আসে, সাইপ্রেস-বনের তলে জলের মধ্যে ভগ্ন ও জীর্ণ বৃক্ষকাণ্ড ও অর্ধগলিত শাখার মধ্যে একজাতীয় কুৎসিৎ সাপকে কখন কখন নড়িতে দেখা যায়।

কিছুদূর চলিবার পর লেগ্রি সুরাপান করিতে লাগিল এবং উন্মত্ত আনন্দে তাহার ক্রীতদাসদের তাহার রুচিমত গান গাহিতে বাধ্য করিল। এইভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে দূরে তাহার আবাদ দেখা গেল।

জায়গাটি এক সময় সুন্দর বাগানে ও তৃণাচ্ছাদিত সুপ্রশস্ত চমৎকার প্রান্তরে সুশোভিত ছিল; তাহার একধারে ছিল, শ্রীমণ্ডিত একখানি বাসগৃহ। এক সময়ে এই সম্পত্তিটির অধিকারী ছিলেন, একজন সৌখিন ভদ্রলোক। তিনি দেউলিয়া-অবস্থায় মারা যান। লেগ্রি সম্পত্তিটি খুব সস্তায় কিনিয়া অর্থোপার্জনের একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার

করিতেছে। ইহার কোথায়ও পূর্বের সে পরিপাট্য বা শ্রী নাই। গৃহখানির জানালা-দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাগানখানি আগাছায় পূর্ণ। ফুলের গাছগুলি শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে। প্রান্তরটি এখন ক্ষত-বিক্ষত ; তৃণগুলি অযত্নে যথেচ্ছ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, কেহ যেন জায়গাটির ত্রিসীমানায় বাস করে না।

যাহা হউক, ওয়াগনখানি ধীরে ধীরে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁকর-বিছানো ও আগাছাপূর্ণ পথে গৃহখানির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথের চারিধারে ভাঙা তক্তা, বিচালী, জীর্ণ কাঠের পিপা ও বাক্স পড়িয়া ছিল। গাড়ির শব্দে কতকগুলি ভীষণদর্শন কুকুর গাড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল। কয়েকটি ছিন্ন-পোষাক-পরিহিত নিগ্রো তাহাদের পিছন পিছন আসিয়া অতিকষ্টে কুকুর কয়েকটিকে সামলাইয়া রাখিল। নতুবা টম্ ও তাহার সঙ্গীদের তাহারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত।

লেগ্রি কুকুর কয়টিকে আদর করিতে করিতে টম্‌দের দিকে ফিরিয়া বলিল—"পালাতে চেষ্টা করলে কি হবে জান? এই সব কুকুরকে নিগ্রোদের খুঁজে বার করবার জন্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওরা একেবারে তোমাদের খেয়ে ফেলবে। সাবধান।" তারপর একজন নিগ্রোকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"স্যাম্‌বো, কি খবর?"

—"ভাল খবর, হুজুর।"

—"কুইম্‌বো, তোমাকে যা বলেছিলাম, করেছিলে?"

—"হাঁ, হুজুর।"

স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বো লেগ্রির সকল দুষ্কৃতির সহায়। তাহারা লেগ্রির সহিত সুরাপানও করে। লেগ্রির মত তাহাদেরও বিবেক নাই, হৃদয়

কঠিন। লেগ্রির দুষ্কৃতির সহায়ক হইলেও লেগ্রি তাহাদের বিশ্বাস করে না ; যে কোন মুহূর্তেই তাহাদের হত্যা করিতে পারে। আবার, স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বোও পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে না ; প্রকাশ্যে তাহাদের মধ্যে ভাব দেখা গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা পরস্পরকে ঘৃণা করে এবং লেগ্রির কাছে তাহারা গোপনে পরস্পরের নামে অভিযোগ করিয়া থাকে।

লেগ্রি বলিল—"স্যাম্‌বো, এদের বাসায় নিয়ে যাও। আর এই মেয়েটাকে এনেছি তোমার জন্যে! এ তোমার স্ত্রী হবে।"

নিগ্রো মেয়েটি কাতরকণ্ঠে বলিল—"হুজুর, নিউ অর্‌লিন্‌সে আমার স্বামী আছে।"

—"থাক্! আবার তোকে এখানে বিয়ে করতে হবে। শীগগির ওর সঙ্গে যা…" বলিয়া লেগ্রি চাবুক তুলিল।

স্যাম্‌বো বলিল—"এস….এস…তোমাকে আমিই বিয়ে করবো।"

টম্ দেখিল, লেগ্রি কক্ষের দরজা খুলিতেই চকিতে জানালায় একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিয়াই সরিয়া গেল। তারপরই একজন নারীকণ্ঠে লেগ্রির উদ্দেশে কি বলিল। লেগ্রি তাহার উত্তর দিল—"তুমি চুপ করে থাক। আমার যা খুশী তাই করবো।" টম তাহার পর আর কিছু শুনিতে পাইল না।

লেগ্রির বাসগৃহ হইতে তাহার ক্রীতদাস-দাসীদের বাসা আবাদের এক অংশের দূর প্রান্তে। দুইধারে সারি সারি চালা, তাহার মাঝ দিয়া একটি পথ। স্যাম্‌বো সকলকে লইয়া সেদিকে চলিয়া গেল।

সেখানে পৌঁছিয়া চারিধারের অবস্থা দেখিয়া টম্ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সে মনে করিয়াছিল, সে তাহার নিজের জন্য একটি

পৃথক চালা পাইবে। চালাখানি যেমনই হউক না, সে তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে এবং দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় নিভৃতে বসিয়া বাইবেল পাঠ ও ভগবানের নামগান করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে দেখিল, এক একখানি চালা···ভিতরে কোনই আসবাবপত্র নাই, কেবল মাটির উপর নোংরা বিচালী বিছানো আছে। সেগুলিও আবার লোকের পায়ের চাপে মাটিতে একেবারে লাগিয়া গিয়াছে।

সে স্যাম্‌বোকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ চালাটা আমার ?"

—"জানি না। এত নিগারের আমদানি হয়েছে যে, এক একটাতে অনেকগুলোকে একসঙ্গে রাখতে হবে।"

তারপর একটু রাত্রি হইলে ছিন্নমলিন পোষাকে শ্রান্তক্লান্ত দেহে লেগ্রির ক্রীতদাস-দাসীগণ দলে দলে তাহাদের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এখনও তাহাদের কর্ম শেষ হয় নাই। প্রত্যেককে জাঁতায় আটা ভাঙ্গিয়া আগুনে রুটি সেকিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। সে খাদ্যের পরিমাণও অবশ্য বেশী নয়। তবুও উপায় নাই। এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিলে লেগ্রির হাতে কঠোর নির্যাতন; হয়ত বা মৃত্যু।

টম্‌ও পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। কুইম্‌বো তাহার দিকে এক থলি গম ফেলিয়া দিয়া বলিল—"এই নিগার, নে। মনে রাখিস্, এই দিয়ে তোকে এক সপ্তাহ চালাতে হবে।"

টম্ থলিটি কুড়াইয়া লইল এবং একটু অধিক রাত্রে সকলের গম ভাঙা হইলে সে তাহার নিজের জন্য গম ভাঙ্গিতে গেল। দুইটি বৃদ্ধা নিগ্রোদাসী, তখনও তাহাদের গম ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারে নাই।

টম্ তাহাদের হইয়া গমগুলি ভাঙ্গিয়া দিল। বৃদ্ধা দুইজনের অন্তর স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! টম্ নিজের জন্য গমগুলি ভাঙিলে তাহারাও তাহা দিয়া রুটি তৈয়ারি করিয়া দিল। টম্ সেই সময় উনানের আলোয় বসিয়া একমনে বাইবেল পাঠ করিতে লাগিল। তারপর আহারান্তে সে যখন শুইতে গেল, তখন রাত্রি গভীর।

টম্ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিয়া লইল, সেখানে তাহাকে কিরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিতে হইবে। সে দেখিল, তাহার চতুর্দিকে অত্যাচার। সেখানে সকলেরই জীবন বড়ই শোচনীয়। একমাত্র জগদীশ্বরই তাহা হইতে মুক্তি দান করিতে পারেন!

লেগ্রি দেখিল, টম্ লোকটি অত্যন্ত কর্মঠ। সকল বিষয়ে সে নিপুণ। সে স্থির করিল, তাহাকেই সে তাহার কাজ-কর্ম তদারক করিবার ভার দিবে। মাঝে মাঝে তাহাকে কর্মসূত্রে আবাদ হইতে দুই-চারিদিনের জন্য দূরে থাকিতে হয়। টমের উপর সেই সময় সব দেখা-শুনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। কিন্তু টমের চরিত্রের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল হয় না। টম্ খাঁটি মানুষ; তাহার অন্তর অতি মহৎ। সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না, কাহাকেও ঘৃণা করে না। লেগ্রির স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত। ভালো লোকের প্রতি মন্দ লোকের বিরূপতা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেইজন্য লেগ্রির অন্তর বিরূপ হইয়া উঠিল। লেগ্রি সংকল্প করিল, টম্‌কে তাহার নিজের কাজের উপযুক্ত করিয়া লইবে। তাহার কাজের উপযুক্ত হইতে হইলে, নিষ্ঠুর হওয়া আবশ্যক। টমের অন্তর বড় কোমল। সে টম্‌কে নির্মম করিয়া তুলিবার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিল।

=চব্বিশ=

একদিন—

লেগ্রির তুলার ক্ষেতে টমেরা সকলে কাজ করিতেছে। প্রত্যেক গাছে ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়াছে। ক্রীতদাস-দাসীগণ ফল হইতে তাহা চয়ন করিয়া নিজ নিজ থলিতে রাখিতেছে। টমের পাশে একটি স্ত্রীলোক তুলা চয়ন করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি এত দুর্বল ও রুগ্ন যে দাঁড়াইতেও পারিতেছিল না। টম্ নীরবে সরিয়া আসিতে আসিতে তাহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার নিজের থলি হইতে কয়েক মুঠা তুলা লইয়া তাহার থলিতে পুরিয়া দিল।

লেগ্রি যে নিলামে টম্‌কে কিনিয়াছিল, স্ত্রীলোকটিকেও সেই নিলামে কেনে। কোন কারণবশতঃ ইহার উপর স্যাম্‌বোর রাগ ছিল। টম্ যখন তাহার থলিতে তুলা পুরিতেছিল, স্যাম্‌বো ঠিক সেই সময়ে সেখানে আসিয়া পড়িল এবং চাবুক তুলিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"একি হচ্ছে ? জোচ্চুরি ?" বলিয়াই সে স্ত্রীলোকটিকে ভারী বুটশুদ্ধ লাথি ও টমের মুখের উপর সজোরে চাবুক মারিল। টম্ নীরবে আবার তাহার কাজ করিতে লাগিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটী সহ্য করিবার শক্তি ছিল না। সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

—"দাঁড়া, তোর জ্ঞান ফিরিয়ে আনছি···" বলিয়া স্যাম্‌বো তাহার কোট হইতে একটি পিন খুলিয়া লইয়া স্ত্রীলোকটির শরীরে পিনের মাথা পর্যন্ত ফুটাইয়া দিল। "ওঠ্···শীগগির ওঠ্, শয়তানী।"

স্ত্রীলোকটি গভীর বেদনায় লাফাইয়া উঠিয়া আবার পূর্ণবেগে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। স্যাম্‌বো আবার বলিল—"যদি মরতে না চাস্ ঠিকমত কাজ কর্।"

কিন্তু কাজ করিবার শক্তি তাহার ছিল না। স্যাম্‌বো চলিয়া যাইতেই টম্ তাহার থলিতে যত তুলা ছিল, এবার সবই স্ত্রীলোকটির থলির মধ্যে পুরিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটি বাধা দিয়া বলিল—"না…না…দিও না। জান, তোমাকেও কঠোর শাস্তি দেবে।"

—"আমি তা সহ্য করতে পারবো, কিন্তু তুমি তো পারবে না।" বলিয়া টম্ আবার কাজে মন দিল।

বেলাশেষে লেগ্রির ক্রীতদাস-দাসীগণের শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে তাহাদের কাজের হিসাব দিবার জন্য লেগ্রির নিকট উপস্থিত হইল। লেগ্রি প্রত্যেকের থলি ওজন করিয়া একখানি শ্লেটে তাহাদের প্রত্যেকের নামের পাশে ওজনটি লিখিয়া লইত। টমের থলির ওজন ঠিকই হইল।

লেগ্রি তারপর স্ত্রীলোকটির থলিটি মাপিল। তাহাও তাহার নির্দিষ্ট ওজনের সমানই হইল। তবুও সে বলিল—"আবার কম তুলেছিস্? তফাতে দাঁড়া; মজাটা দেখাচ্ছি।"

তারপর টম্‌কে বলিল—"টম্, এদিকে এস। আমি তোমাকে সাধারণ কাজ-কর্মের জন্যে কিনি-নি। আমি তোমাকে ওভারসীয়ার করতে চাই। আজ থেকেই তুমি সে কাজ আরম্ভ কর। মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে চাবুক মার; কি করে কাজটা করাতে হয় জান তো?"

টম্ বলিল—"হুজুর, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কখনো এ কাজ করিনি…করতেও পারবো না।"

—"যা তুমি আগে কখনো করোনি, আমার এখানে তোমাকে তা করতে হবে"…বলিয়া লেগ্রি একখানা চাবুক লইয়া তাহা দিয়া টমের

মুখে নির্মম ভাবে আঘাত করিল। তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হইল না, সে টম্‌কে লাথি ও ঘুষি মারিতে লাগিল।

—"এখনো বলবি, 'পারবো না' ?"

টম্ হাত দিয়া তাহার গালের উপর হইতে রক্তধারা মুছিয়া লইয়া বলিল—"হুজুর, আমি সারা দিনরাত অবিশ্রান্ত কাজ করতে রাজী। যতক্ষণ বেঁচে থাকবো আপনার জন্যে খেটে খেটে আমি প্রাণপাত করবো। কিন্তু যে কাজ করা উচিত নয়, তা আমি কখনো করবো না···করবো না···"

লেগ্রি স্তম্ভিত হইয়া গেল ; এমন কথা সে পূর্বে কখনো শুনে নাই। ক্ষণিক পরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"তুই আমাকে বলছিস, আমি তোকে যা করতে বলছি, তা করা উচিত নয় ? উচিত-অনুচিত ভাববার তোর দরকার কি ? তুই কি মনে করছিস্, তুই ভদ্রলোক হয়েছিস্ ? মেয়েটাকে চাবুক মারা তুই অন্যায় মনে করিস্ ?"

—"হাঁ হুজুর ! ও বড় দুর্বল, বড়ই রুগ্ন ! হুজুর, আপনি আমায় মেরে ফেলুন···মেরে ফেলুন ! এখানে কারো গায়ে আমি হাত তুলবো না···কখনো তুলবো না ! তার আগে আমি মরবো।"

লেগ্রি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তারপর বিদ্রূপভরে বলিয়া উঠিল—"আমরা সব পাপী ! আমাদের মধ্যে একজন ধার্মিক ঋষির আবির্ভাব হয়েছে ! এই হতভাগা, তুই জানিস্ না বাইবেল লেখা আছে—'ভৃত্যগণকে প্রভুর অনুগত হতে হয় ?' আমি তোর প্রভু নই ? তোর জন্যে বার শ' ডলার দিই নি ? দেহে-মনে তুই আমার ন'স্ ?··"
বলিয়াই লেগ্রি টম্‌কে এক লাথি মারিল।

—"না ! না ! না ! আমার মন আপনার নয়, হুজুর ! আপনি

এটাকে কিনতে পারেন নি, কিনতে পারেন না। যিনি এর মূল্য দিতে পারেন, তিনিই এটাকে বহুদিন হ'ল কিনে রেখেছেন। আপনি আমার মনের কোনো ক্ষতিও করতে পারবেন না।"

—"পারবো না! আচ্ছা, দেখা যাক্! স্যাম্‌বো! কুইম্‌বো! এই কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে এমন মার দে, যাতে ও একমাসের মধ্যে উঠতে না পারে।"

স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বো টমের স্বজাতি। তাহারাও তাহারই মত লেগ্রির ক্রীতদাস। তবুও দাসত্বের ফলে মানুষ কতদূর রসাতলে যায়! তাহারা মহানন্দে টম্‌কে টানিতে টানিতে লইয়া গেল···

=পঁচিশ=

রাত্রি তখন অনেক—

টম্ একাকী একটি ঘরে রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া গভীর যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে আর্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কে তাহার সে কাতর ক্রন্দন শুনিবে? সে ঘরখানির মধ্যে আছে কেবল ভাঙা কল-কব্জা, ভাঙা বাক্স ও কয়েক গাঁট পুরাতন অকেজো তুলা।

তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। টমের চারিধারে ঝাঁক ঝাঁক মশা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দংশনে টম্ অস্থির। তৃষ্ণায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সে অন্তরে অন্তরে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া বলিতেছে—"আমাকে শক্তি দাও, প্রভু, শক্তি দাও।"

এমন সময় সে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কে? ভগবানের দোহাই? আমাকে একটু জল দাও।"

একটি স্ত্রীলোক···ইহাকেই টম্ প্রথম দিন লেগ্রির জানালায় দেখিয়াছে এবং ইহারই সহিত সে ক্ষেতে কতদিন তুলা চয়ন করিয়াছে ···সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার হাতের লণ্ঠনটি মাটিতে নামাইয়া রাখিল এবং টমের মাথাটি তুলিয়া তাহার মুখের কাছে জলভরা পেয়ালা ধরিয়া বলিল—"পান কর।"

টম্ তৃষ্ণার জ্বালায় পেয়ালার পর পেয়ালা জল পান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি বলিল—"পান কর। এই প্রথম নয়···আমি আরও অনেকবার এমনি নিশীথে এখানে জল বয়ে এনেছি।"

পান শেষ হইলে টম্ বলিল—"ধন্যবাদ, মিসেস।"

—"আমি মিসেস নয়···একজন হতভাগিনী ক্রীতদাসী। এই বিছানাটার ওপর শোও। দেখ, তুমি শয়তানের কবলে পড়েছ। ওর সঙ্গে পারবে না। ওর কথামতই চলো।"

—"হায় ভগবান! ওকে আমার মনও সমর্পণ করতে হবে?"

—"ভগবানকে ডেকে লাভ নেই। তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে, ওদেরই পক্ষ নিয়েছেন···স্বর্গ, মর্ত্য···সবই আমাদের বিরুদ্ধে।"

টম চোখ দুটি বন্ধ করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল।

এই স্ত্রীলোকটির নাম—কেসি। ইহার উপর লেগ্রি অমানুষিক অত্যাচার করিত, আবার তাহাকে অন্তরে অন্তরে ভয়ও করিত। সে পরদিন লেগ্রিকে বলিল—"তুমি কিছুতেই টম্‌কে সায়েস্তা করতে পারবে না, কিছুতেই না।"

—"কিছুতেই না! ওর হাড়গুলো গুঁড়ো করে ফেলবো। দেখি, ও সায়েস্তা হয় কি না।"

এই সময় স্যাম্‌বো দরজা খুলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সে অভিবাদন করিয়া লেগ্রির দিকে কাগজে মোড়া কি যেন বাড়াইয়া দিল। লেগ্রি বলিল—"ওটা কিরে, কুকুর!"

—"কবচ।"

—"কি?"

—"কবচ···নিগ্রোরা ডাইনীর কাছ থেকে নেয়। পরলে চাবুক মারলেও গায়ে ব্যথা লাগে না। এটা সেই নিগারটার গলায় ছিল।"

মূর্খ পশু লেগ্রি ছিল কু-সংস্কারে অন্ধ। সে কাগজের মোড়কটি লইয়া খুলিতেই তাহার মধ্য হইতে একটি উজ্জ্বল ডলার ও এক গোছা সুন্দর চুল বাহির হইয়া পড়িল। লেগ্রি চুলের গোছাটি ধরিবার চেষ্টা করিতেই তাহা জীবন্ত পদার্থের মত তাহার আঙ্গুলে জড়াইয়া গেল। লেগ্রি হঠাৎ চিৎকার করিয়া চুলের গোছাটি সজোরে তাহার আঙ্গুল হইতে টানিয়া লইল, যেন তাহাতে তাহার আঙ্গুল পুড়িয়া যাইতেছে। সে বলিল—"কোথায় পেয়েছিস্? নিয়ে যা···শীগগির নিয়ে যা··· পুড়িয়ে ফেল্···কেন আমার কাছে এনেছিস?" বলিতে বলিতে সে চুলের গোছাটি আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

স্যাম্‌বো ও কেসি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। লেগ্রি ঘুষি পাকাইয়া স্যাম্‌বোকে বলিল—"আর কখনো এ সব আমার কাছে আনবি না।" বলিয়াই মাটি হইতে ডলারটি কুড়াইয়া লইয়া সার্সির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। ডলারটি সার্সি ভাঙিয়া বাহিরে অন্ধকারে গিয়া পড়িল। স্যাম্‌বো ও কেসি আর দাঁড়াইল না। কিন্তু লেগ্রি ইভার চুলের গোছাটি দেখিয়া এত বিচলিত হইল কেন?

লেগ্রি শৈশব হইতেই ছিল উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট ও মদ্যপ। তাহার

মাতা তাহার চরিত্র-সংশোধনের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। অবশেষে একদিন সে যখন সুরামত্ত ছিল, তখন তাহার মাতা তাহার পায়ের কাছে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহাকে চরিত্র-সংশোধনের জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। লেগ্রির কানে সে কথা প্রবেশ করিল না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং তাহার মাতাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া গৃহ হইতে পলাইয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরে লেগ্রি যখন মদের আড্ডায় বসিয়া আনন্দে মত্ত ছিল, তখন সে একখানি চিঠি পাইল। সে চিঠিখানি খুলিতেই তাহার মধ্য হইতে এক গোছা দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ বাহির হইয়া পড়িল এবং সেগুলি তাহার আঙুলে জড়াইয়া গেল। চিঠিতে লেখা ছিল—তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

আজ আবার সেই চুলের গোছা ও মাতার মৃত্যুর কথা লেগ্রির মনে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সে হৃদয়ে নিদারুণ জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু ইহার পরও টমের উপর নির্যাতন কমিল না। লেগ্রি পরদিন তাহার সেই ঘরে গিয়া তাহাকে বলিল—"আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর! উঠে দাঁড়া!"

কিন্তু টমের পক্ষে তখন উঠিয়া দাঁড়ান এক রকম অসম্ভব। তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত···বেদনায় পঙ্গু। তবুও টম্ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। লেগ্রি তাহার কষ্ট দেখিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল—"কিরে উঠতে পারছিস্ না কেন? ঠাণ্ডায় জমে গেছিস্ নাকি?"

টম্ এবার উঠিয়া লেগ্রির সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

লেগ্রি বলিল—"হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা কর্!"

টম্ একটুও নড়িল না।

—"তবে রে কুকুর···" বলিয়া লেগ্রি তাহাকে চাবুক মারিল।

—"হুজুর আমি যা সত্য ও ন্যায় বলে বুঝেছি, তাই করেছি, আমি ক্ষমা চাইতে পারি না। আমি কখনো কোনো নির্মম কাজ করবো না।"

—"তুই কি চাস্ যে, তোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুনে জীবন্ত পোড়াব?"

—"আপনি যা' খুশী করতে পারেন, কিন্তু আমার দেহই নষ্ট করতে পারবেন। তার বেশি আর কিছু নয়। তারপর···আর মৃত্যু নেই। আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য; কিন্তু আমার মন···"

—"তোকে আমার কথা মানতে হবেই···"

—"আপনি পারবেন না···আমি সাহায্য পাবোই···"

—"কে তোকে সাহায্য করবে?"

—"জগদীশ্বর।"

—"শীগগির হাঁটু গেড়ে বোস্···" বলিয়া লেগ্রি তাহাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়ে একখানি কোমল ও শীতল হাত লেগ্রিকে নিরস্ত করিয়া বলিল—"করছো কি? টমের মত কর্মঠ ভৃত্য আর পাবে কি? বিশেষ করে এই সময়···"

তখন তুলা-চয়নের সময়। লেগ্রির মত লোকও কথাটায় যেন ভয় পাইয়া নিরস্ত হইল এবং "আচ্ছা পরে দেখা যাবে···" বলিয়া চলিয়া গেল।

যে লেগ্রিকে নিরস্ত করিল, সে কেসি। লেগ্রি চলিয়া গেলে সে টমের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

=ছাব্বিশ=

সেদিন—

কেসি টমকে রক্ষা করিলেও টমের দিন সুখে-শান্তিতে গেল না। আবার একদিন লেগ্রি তাহাকে বলিল—"তোর বাইবেল পুড়িয়ে ফেলে আমার কথা মেনে চল্। সুখে থাক্‌বি।"

—"জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।"

—"জগদীশ্বর তোকে রক্ষা করবে না। ধর্ম-টর্ম সব বাজে। দেখ, আমিই তোর প্রত্যক্ষ ভগবান্‌···তোর যা হোক্ কিছু করতে পারি।"

—"না হুজুর। জগদীশ্বরকে, আমার ধর্মকে, আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। জগদীশ্বর আমাকে সাহায্য করুন আর না করুন, তাঁকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করবো না। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর উপর বিশ্বাস রাখবো।"

—"নির্বোধ! আচ্ছা, তোকে সায়েস্তা করবোই···" বলিয়া লেগ্রি টমের গায়ে থুথু ফেলিয়া, তাহাকে মাড়াইয়া চলিয়া গেল।

টমের অন্তর বেদনায় যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনে ভগবদ্-বিশ্বাস এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার জ্যোতিতে আর সব ম্লান হইয়া গেল। সে এক সময়ে স্পষ্ট দেখিল, যেন তিনি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। টম্ তাঁহার দিকে হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। সে কতক্ষণ সে-ভাবে ছিল, জানে না। কিন্তু তাহার অন্তরে আনন্দের বন্যা আসিয়াছে। তাহার আর ভয় নাই! জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা···কিছুই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না···সে এক

আনন্দলোকে উপনীত হইয়াছে। সে বসিয়া বসিয়া কোমল স্থরে, ভক্তিরসে গদ্‌গদ কণ্ঠে ভগবানের আরাধনা-সঙ্গীত গাইতে লাগিল।

পরদিন সকলে টমের মুখশ্রীর পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। সে যেন পার্থিব সকল কিছুর উর্ধ্বে। তাহার মনে অসীম আনন্দ, অতল শান্তি। লেগ্রিও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আরে, টমের হয়েছে কি? কাল ওকে দেখলাম, ভেঙে পড়ছে, আজ দেখছি দিব্যি সোজা! এই কুকুর, তুই উঠেছিস্ যে! তোর না শুয়ে থাকবার কথা!"

—"হাঁ, হুজুর"…বলিয়া আনন্দভরে টম্ ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

লেগ্রির ইহা সহ্য হইল না; সে নির্মমভাবে টম্‌কে চাবুক মারিতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিল, টমের ভিতরে যেন আর একটি মানুষ আছে, আঘাতগুলি তাহাকে আদৌ স্পর্শ করিতেছে না। টম্ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিলেও লেগ্রি বুঝিতে পারিল যে, সে টমের আর কিছুই করিতে পারিবে না।

সেদিন গভীর রাত্রে কেসি আসিয়া টম্‌কে গোপনে ডাকিল। টম্ বাহিরে যাইতেই কেসি তাহাকে বলিল—"টম্, তুমি কি স্বাধীনতা চাও না?"

—"জগদীশ্বর যখন দান করবেন, তখনই নেব।"

—"কিন্তু তুমি আজ রাত্রেই পেতে পার। এস। সে এখন গভীর ঘুমে অচেতন। পিছনের দরজা খুলে রেখে এসেছি। সেখানে একখানা কুড়ুলও রেখে এসেছি। আমার হাত দুখানা দুর্বল। না হলে কাজটা আমি নিজেই সারতাম। এস…"

—“না…কিছুতেই না…না…” বলিয়া টম্ দৃঢ় পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কেসি শত-চেষ্টাতেও টম্‌কে টলাইতে পারিল না। টম্ বলিল—“তুমি, আর সেই মেয়েটা, যে আমার সঙ্গে এসেছিল, ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেতে পার··কিন্তু কাউকে হত্যা করে নয়।”

—“তুমিও আমাদের সঙ্গে চল…”

—“সে এখন আর হয় না। আমাকে সকলের সঙ্গে নীরবে সব সহ্য করতে হবে।”

—আচ্ছা দেখা যাক্, আমরা দু'জনে পালাতে পারি কি না…” বলিয়া কেসি চলিয়া গেল।

=সাভাশ=

কয়েকদিন পরের কথা—

কেসি ও এমেলিন গোপনে পলাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল।

তাহারা জানিত, লেগ্রির বড় ভূতের ভয়। সেইজন্য তাহারা এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিল। কেসি একটি শূন্য বোতলকে ছাদের এক কোণে বাহির দিকে মুখ করিয়া এমন ভাবে রাখিয়া দিল, যাহাতে বাতাস বহিলেই তাহার মধ্য হইতে তীব্রভাবে বিচিত্র শব্দ বাহির হয়। ইহার পূর্বে সে ও এমিলিন তাহাদের দুইজনের প্রয়োজনীয় ও বহন-যোগ্য জিনিস-পত্র বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ছাদের একধারে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন রাত্রে সে লেগ্রিকে নানা রকমে রোমাঞ্চকর ভৌতিক গল্প

শুনাইয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা দুর্বল করিয়া ফেলিল। পরে একটু বেশি রাত্রে প্রবল বাতাস উঠিল, ছাদের উপর হইতে বোতলের নানা রকম শব্দে লেগ্রি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই শব্দকে তাহার মনে হইতে লাগিল, কান্নার শব্দ। তাহার আবাদে বহু ক্রীতদাস-দাসীকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে। লেগ্রি মনে করিল তাহারা ছাদের উপর কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কেসি বলিল—"গিয়ে দেখে এস সত্যি ভূত কি না।"

লেগ্রি দৈত্যের মত শক্তিমান হইয়াও এক পাও নড়িল না।

পরদিন লেগ্রি অন্যত্র গেলে কেসি ও এমিলিন জলাভূমির দিকে পলাইয়া গেল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার ফিরিয়া আসিয়া দুইজনে ছাদের উপর লুকাইয়া রহিল। লেগ্রি ফিরিয়া আসিয়া কেসি ও এমিলিনকে দেখিতে পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে তাহাদের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাদের পাইল না।

কেসি ও এমিলিনের এই ফন্দীর কথা টম্ ছাড়া আর কেহ জানিত না। লেগ্রি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সে সমস্ত ক্রীতদাসদের জড় করিয়া, তাহাদের প্রচুর মদ্য পান করাইল এবং রাইফেল, পিস্তল, কুকুর ও ঘোড়া লইয়া মশাল জ্বালিয়া কেসি ও এমিলিনের সন্ধানে জলাভূমির দিকে ছুটিল। কেবল টম্ আর দুই একজন তাহাদের সঙ্গে গেল না।

লেগ্রি স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বোকে বলিল—"কেসিকে দেখিলেই গুলি করে মারবি···এমিলিনকে কিছু বলিস্ না···কেবল বন্দী করবি। যে ওদের সন্ধান করতে পারবে, তাকে পাঁচ ডলার বকৃশিস দেব।"

কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তাহারা শ্রান্ত ও কর্দমাক্ত শরীরে বৃথাই ফিরিয়া আসিল।

পরদিন লেগ্রির সঙ্গে যোগ দিল, তাহার প্রতিবেশী কয়েকজন আবাদী ও তাহাদের নিগ্রো ক্রীতদাসগণ। তবুও তাহারা জলাভূমি ও জঙ্গলে কেসি ও এমিলিনকে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কাহারও একবারও মনে হইল না যে, তাহারা দুইজনে ছাদের কোণে চিলা-কোঠায় লুকাইয়া থাকিতে পারে। লেগ্রি ফিরিয়া আসিয়া কুইম্‌বোকে বলিল—"টমকে ডেকে নিয়ে আয়। সে নিশ্চয়ই জানে, কেসি আর এমিলিন কোথায়।"

স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বো টমকে ধরিয়া আনিল। টম লেগ্রির সম্মুখে নীরব ও শান্ত মূর্তিতে দাঁড়াইতেই লেগ্রি বলিল—"টম, তুমি জান কি, আমি তোমাকে খুন করতে মনস্থ করেছি?"

—"তা অসম্ভব নয়।"

—"নিশ্চয়ই করবো, যদি না বল, তারা কোথায়।"

টম নীরব। লেগ্রি আরও রাগিয়া বলিয়া উঠিল,

—"শুন্‌ছিস্? উত্তর দে।"

টম ধীরে শান্তকণ্ঠে বলিল—"আমার কিছুই বলবার নেই, হুজুর।"

—"তুই জানিস্ না?"

টম নীরব।

—"বল্। জানিস্ কিছু?" বলিয়া লেগ্রি তাহাকে চাবুক মারিল।

—"হুজুর, আমি জানি, কিন্তু বলতে পারি না। তবে আমি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি।"

তারপর টমের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন শুরু হইল, তাহা বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। টমের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাপ্লুত দেহ

মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। স্যাম্‌বো বলিল—"হুজুর, ছেড়ে দিন। ও বোধ হয় মরে গেছে।"

—"ও যতক্ষণ না বলছে, ততক্ষণ ওর নিস্তার নেই।"

টম চোখ মেলিয়া মনিবের দিকে তাকাইয়া বলিল—"হায় হতভাগ্য! আর তুমি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করলাম।" বলিয়া টম মূৰ্ছিত হইয়া পড়িল।

স্যাম্‌বো ও কুইম্‌বোর মনে সহসা পরিবর্তন দেখা দিল। লেগ্রি সরিয়া গেলে তাহারা টমের ক্ষতগুলি ধুইয়া-মুছিয়া তাহার জন্য একটি বিছানা পাতিয়া দিল। কুইম্‌বো বলিল—"টম, তোমার ওপর আমরা বড় অত্যাচার করেছি।"

টম ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল—"আমি তোমাদের মনে-প্রাণে ক্ষমা করলাম।"

এই ঘটনার দিন দুই পরে লেগ্রির বাসগৃহের সম্মুখে একখানি হাল্কা ওয়াগন আসিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোড়ার গলার লাগাম জোড়া ফেলিয়া দিয়া ওয়াগনের মধ্য হইতে একজন যুবক বাহির হইয়া গৃহস্বামীর সন্ধান করিতে লাগিল।

এই যুবকটি আমাদের পূর্বপরিচিত মাস্টার জর্জ শেলবি।

মিঃ শেলবির গৃহেও বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মিঃ শেলবি মৃত। তাঁহার সম্পত্তির মালিক এখন মিসেস শেলবি। তিনি ও জর্জ বহু চেষ্টায় সম্পত্তির কতক অংশ বিক্রয় করিয়া ঋণের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন।

মিস ওফিলিয়া মিসেস শেলবিকে টমের অবস্থা জানাইয়া যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নির্দিষ্ট সময়ের মাস দুই পরে মিসেস শেলবির নিকট পৌঁছে। তখন মিঃ শেলবি রোগশয্যায়। ইতিমধ্যে টমও লেগ্রির সহিত রেড নদীর পারে দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়ে।

মিঃ শেলবির মৃত্যুর পর সম্পত্তির অনেকটা সুব্যবস্থা করিয়া জর্জ টমের সন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু সহজে তাহার সন্ধান পায় না। বহুদিন ধরিয়া বহু চেষ্টার পর সে সন্ধান পাইয়া সেদিন লেগ্রির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, লেগ্রির সহিত তাহার শীঘ্রই দেখা হইল। লেগ্রি তখন বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। জর্জ বলিল—"আমি শুনেছি, আপনি নিউ অর্‌লিন্‌সে টম নামে একজন ক্রীতদাসকে কিনেছেন। সে আমাদের বাড়িতে কাজ করতো। আমি কি তাকে কিনতে পারি? সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি।"

—"হাঁ।"

—"কোথায় সে? তার সঙ্গে দেখা করতে দিন…" জর্জের স্বরে উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল।

যে ছেলেটি তাহার ঘোড়াটা ধরিয়াছিল, সে বলিল—"ঐ চালা ঘরে সে আছে।"

লেগ্রি ছেলেটিকে একটা লাথি মারিল ও গালি দিতে লাগিল।

জর্জ আর একটি কথাও না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চলিয়া গেল।

টম সেখানে অসাড় দেহে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

মাঝে মাঝে দুইচারজন নিগ্রো দাস-দাসী ও কেসি তাহার গোপন স্থান হইতে আসিয়া তাহাকে জল দিয়া তাহার তৃষ্ণা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

জর্জ যখন সেই চালায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

—"এ কি সম্ভব? এ কি সম্ভব?" বলিতে বলিতে সে টমের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া ডাকিল—"টমকাকা! আমাদের বন্ধু!"

জর্জের চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—"টমকাকা! তাকিয়ে দেখ…একবার কথা বল। তোমার মাষ্টার জর্জ এসেছে…মাষ্টার জর্জ…আমায় চিনতে পারছো না?"

টম চোখ মেলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—"মাষ্টার জর্জ! মাষ্টার জর্জ!" তারপর ধীরে সমস্ত ব্যাপারটি তাহার মনে প্রতিভাত হইল। তাহার শূন্যদৃষ্টি দৃঢ় হইল, মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

—"ভগবানকে ধন্যবাদ! আমি যা প্রার্থনা করছিলাম, তা পূর্ণ হয়েছে। তারা ভোলেনি। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারবো।"

—"তুমি কিছুতেই মরবে না…তোমাকে মরতে দেবো না…আমি যে তোমাকে কিনে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি!"

—"ও মাস্টার জর্জ। তুমি বড় বিলম্বে এসেছ। জগদীশ্বর আমাকে কিনে নিয়েছেন; তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

—"টমকাকা! তুমি মারা গেলে আমার বুক ভেঙে যাবে। হায় রে! এই চালা ঘরে, নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে…"

টম জর্জের হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি ক্লোকে এ-সব কথা বলো না। তাহলে তার খুব কষ্ট হবে। কেবল বলো যে, আমি মারা গেছি। আর বোলো জগদীশ্বর সর্বদা আমার পাশে পাশে ছিলেন। আর ছেলে-মেয়েগুলো! তাদের জন্যে আমার অন্তর কত সময় কেঁদেছে। সকলকে আমার ভালবাসা দিও…কারো উপর আমার দ্বেষ নেই। এই পৃথিবীর সকলকেই আমি ভালবাসি।"

এই সময় লেগ্রি সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিতর দিকে একবার উঁকি মারিয়া সরিয়া গেল।

ক্রমে টমেরও মুখ-চোখের আকৃতি পরিবর্তিত হইল ; সে কষ্টে শ্বাস লইতে লইতে এক সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চির-নিদ্রার মাঝে ডুবিয়া গেল।

জর্জ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, লেগ্রি রুক্ষমূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। সে লেগ্রির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া টমকে দেখাইয়া বলিল—"এই দেহটার জন্যে কত দিতে হবে? আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করবো।"

—"আমি মরা নিগ্রো বেচি না। আপনি ওকে নিয়ে যেখানে খুশী সমাহিত করতে পারেন।"

দুই-তিনজন নিগ্রো সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। জর্জ তাহাদের বলিল—"এই দেহটা গাড়িতে তুলতে আমাকে সাহায্য কর, আর একখানা কোদাল আমাকে দাও।"

তাহারা জর্জের অনুরোধ রক্ষা করিল। তারপর জর্জের ওয়াগনের সহিত চলিতে লাগিল।

লেগ্রির জমির বাহিরে কিছুদূরে একটি ছোট বালির পাহাড় ছিল। তাহার চারধারে কতকগুলি বড় বড় গাছ থাকায় জায়গাটি বড় শান্তিপূর্ণ বোধ হইত। জর্জ সেই নিগ্রোদের সাহায্যে টমকে সেখানে সমাহিত করিল। টমের সমাধির পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রার্থনা করিল এবং শপথ গ্রহণ করিল যে, ক্রীতদাস-প্রথার বিলোপ-সাধনের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। অনন্তর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে কেন্‌টাকির পথে যাত্রা করিল।

=শেষ কথা=

কেসি এবং এমিলিন লেগ্রির আবাদ হইতে নির্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সক্ষম হইল। লেগ্রিও তাহাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ অনুসন্ধান করিল না। টম্‌কে সমাধিস্থ করিয়া জর্জ শেলবি যে জাহাজের কেনটাকির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল ঘটনাক্রমে কেসি এবং এমিলিনও সেই জাহাজের যাত্রী হইয়াছিল। একসময়ে জর্জের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিল।

এমিলিন বলিল—"আপনি মিঃ জর্জ হ্যারিস্ নামে কোন ব্যক্তিকে চেনেন?"

জর্জ বলিল—"অবশ্যই চিনি! হ্যারিস তো আমাদের এলিজাকে বিয়ে করেছে। তাদের একটা ছেলেও আছে। হ্যারিস্ কি আপনার কেউ হয়?"

—"হ্যাঁ সে আমার ভাই।"

—"কিন্তু সে তো শুনেছি এলিজা ও তার ছেলেকে নিয়ে কানাডায় চলে গিয়েছে!"

কেসি এতক্ষণ ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে জর্জকে জিজ্ঞাসা করিল—"এলিজা কে ?"

—"এলিজা আমাদের একজন ক্রীতদাসী।"

—"এলিজাকে কোথায় কেনা হয়েছিল জানেন ?"

—"সাইমন লেগ্রি নামে একজন দাস-ব্যবসায়ী এলিজাকে আমার পিতার কাছে বিক্রী করেছিল।"

কেসির আর কোন সন্দেহই রহিল না যে, এই এলিজাই তাহার কন্যা যাহার সন্ধানে সে কেনটাকির দিকে যাত্রা করিয়াছিল। সে এই কথা এমিলিনকে বলিল।

অতঃপর কেসি ও এমিলিন কেনটাকির পথ ছাড়িয়া কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

বহু অনুসন্ধানের পর একদা অপরাহ্ণে কেসি ও এমিলিন জর্জ হ্যারিসের গৃহের সন্ধান পাইল। জর্জ এখন স্বাধীনভাবে একটি কারখানায় কাজ করিতেছে। স্ত্রী এলিজা এবং পুত্রকে লইয়া সে সুখে দিন কাটাইতেছে। কেসি ও এমিলিনকে সে প্রথমে চিনিতে পারিল না।

তাহারা নিকটে আসিলে তাহাদের ক্লান্ত অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া জর্জ জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি আপনাদের কোন উপকার করতে পারি ?"

এমিলিন্‌ বলিল—"তোমার নাম কি ?"

—"আমার নাম জর্জ হ্যারিস।"

এমিলিন্‌ তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ভাই হ্যারিস্‌, আমি তোমার দিদি এমিলিন।" উভয়ে আনন্দে কাঁদিতে

লাগিল। কেসি দেখিল একজন মহিলা সেই গৃহে প্রবেশ করিতেছে। সে নিকটে আসিতে কেসি নিশ্চিত হইল যে, সে-ই এলিজা। সে এলিজার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

—"আমাকে চিনতে পারছো?"

এলিজা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত বোধ করিল। কেসি বলিল,

—"আমি তোমার মা।"

এলিজার কানে এই কথা যেন মধু বর্ষণ করিল। সে কেসির বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেসির চোখ হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু মুক্তার মতো ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

= স মা প্ত =